

শুক্রবার

২৭ নভেম্বর ২০২৬
১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩
১৬ জমাদিউস সানি ১৪৪৮
রেজিঃ ডিওএইস ৭৩৩৯৬১৭
বর্ষ ২৯ ■ সংখ্যা ৪৮

সত্যের সন্ধানে অবিচল

খবর

www.khabor.com

Scan for visit Khabor.com



খেলাধুলা ১৫
মেসির মায়ামিকে উড়িয়ে দিল কলম্বাস, ৩ গোলে বিধ্বস্ত

তথ্য-প্রযুক্তি ২৪
ঘুমানোর আগে রাউটার বন্ধ নাকি চালু?



আন্তর্জাতিক ১১
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটদের ঐতিহাসিক জয়



বিনোদন ২১
শীতেসেদ্ধ ডিম খান ফারিয়া

ছয় মামলার বিচার সম্পন্ন, তদন্ত চলছে অন্যগুলোর

শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে দুদকের ২৪ মামলা

খবর

ক্ষমতার অপব্যবহার, অবৈধ সম্পদ অর্জন, অর্থ আত্মসাৎ ও বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর পরিবারের সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ২৪টি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এসব মামলায় শেখ পরিবারের অন্তত ১৪ সদস্যসহ দুই শতাধিক অন্য ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে। দুদক সূত্রে জানা গেছে, ২৪টি মামলার মধ্যে ছয়টির বিচারিক নিষ্পত্তি হয়েছে। বাকি মামলাগুলোর তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অভিযোগগুলোর মধ্যে রয়েছে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট বরাদ্দে অনিয়ম, বিভিন্ন ব্যাংকের করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) তহবিলের অর্থ আত্মসাৎ, জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিদেশে অর্থ পাচার। দুদকের নথি অনুযায়ী, মামলাগুলোতে শেখ হাসিনা ছাড়াও তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, ছোট বোন শেখ রেহানা, টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক, রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি, আজমিনা সিদ্দিক ও শফিক আহমেদ সিদ্দিককে আসামি করা হয়েছে। এ ছাড়া সাবেক সরকারি কর্মকর্তা, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাও এসব মামলার আসামি। দুদকের উপপরিচালক ও মুখপাত্র আক্তারুল ইসলাম জানিয়েছেন, তদন্ত চলমান থাকায় মামলাগুলোর বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। দুদকের মহাপরিচালক মোহাম্মদ নাজমুল হাসান জানিয়েছেন, কোনো মামলা বা নথির কার্যক্রম স্থগিত নেই। কমিশনের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। একাধিক যৌথ তদন্ত দলের মাধ্যমেও অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কমিশন এসব দলের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছে। তবে বিচারাধীন মামলাগুলোর অভিযোগ **এরপর পৃষ্ঠা ২৬**

- শেখ পরিবারের অন্তত ১৪ সদস্যসহ দুই শতাধিক অন্য ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে
- তদন্ত চলমান থাকায় মামলাগুলোর বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না



জমির দখল নিতে ভেক্ক দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় একটি বসতবাড়ি। গত সোমবার মধ্যরাতে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে হীরাঝিল এলাকায় —খবর

ই-রিকশা নিবন্ধন

শুরুতেই সমন্বয়হীনতা

ঢাকা : ঢাকা সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে সিটি করপোরেশন এলাকায় ই - রিকশার নিবন্ধনপ্রক্রিয়া শুরুতেই সমন্বয়হীনতায় পড়েছে। ই- রিকশা তৈরিতে কোম্পানিকে অনুমোদন , ই - রিকশার নিবন্ধন ও ফিটনেস সনদ দেওয়ার কর্তৃপক্ষ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ভোগান্তি ও জটিলতার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। ঢাকা দক্ষিণ সিটি **এরপর পৃষ্ঠা ২৬**

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন



হাসিনার প্রত্যাবর্তন ঘিরে উত্তাল বাংলাদেশ সংঘর্ষে নিহত ৪

ডেস্ক নিউজ

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন ও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ঘিরে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। ভারতে নির্বাসিত হাসিনার সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ এবং ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের লক্ষ্য করে হামলার ঘটনায় গত দেড় সপ্তাহে অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন। পরিস্থিতি আরও অস্থিতিশীল হয়ে ওঠার আশঙ্কায় নতুন কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে সরকারবিরোধী পক্ষ। মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য নিউইয়র্ক টাইমস ২২ নভেম্বর প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার সমর্থকেরা **এরপর পৃষ্ঠা ২৬**



পোশাকশ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৭ হাজার টাকা

অনিকেত আহমেদ, ঢাকা

দীর্ঘদিনের শ্রমিক আন্দোলন, কারখানা বন্ধ, সড়ক অবরোধ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের পর দেশের তৈরি পোশাকশিল্পে শ্রমিকদের ন্যূনতম মাসিক মজুরি ৩৬ শতাংশ বাড়িয়ে ১৭ হাজার টাকা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার-গঠিত নিম্নতম মজুরি বোর্ড। বর্তমানে এই খাতের সর্বনিম্ন মাসিক মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা। নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে শ্রমিকদের মাসিক বেতন বাড়বে ৪ হাজার ৫০০ টাকা। বুধবার (২৫ নভেম্বর) ঢাকার সেগুনবাগিচায় নিম্নতম মজুরি বোর্ডের কার্যালয়ে দীর্ঘ প্রায় ১২ ঘণ্টার আলোচনা শেষে ভোটাভুটির মাধ্যমে নতুন মজুরি কাঠামো চূড়ান্ত করা হয়। ছয় সদস্যের বোর্ডের চারজন ১৭ হাজার টাকার পক্ষে এবং দুইজন ১৮ হাজার টাকার পক্ষে ভোট **এরপর পৃষ্ঠা ২৬**

মজুরি নির্ধারণ

- গ্রেড-১: ২১ হাজার ৫০০ টাকা।
- গ্রেড-২: ২০ হাজার টাকা।
- গ্রেড-৩: ১৯ হাজার ২০০ টাকা।
- গ্রেড-৪: ১৭ হাজার

অভিবাসীদের আবাসন রক্ষায় ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে মামদানি

নিউইয়র্ক

অভিবাসী পরিবারের আবাসন সুরক্ষায় এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে নেমেছেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি। ফেডারেল সরকারের নতুন আবাসন নীতিমালা কার্যকর হলে হাজার হাজার পরিবার সরকারি আবাসন সহায়তা হারাতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে গত সোমবার ২৩ নভেম্বর ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি যৌথ মামলায় যোগ দেওয়ার ঘোষণা দেন মামদানি।

সান ফ্রান্সিসকোর নেতৃত্বে নিউইয়র্ক, বোস্টন, শিকাগো, লস অ্যাঞ্জেলেসসহ একাধিক শহর ও আবাসন কর্তৃপক্ষ ম্যাসাচুসেটসের ফেডারেল আদালতে এই আইনি পদক্ষেপ নিয়েছে।

গত ১২ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন ও নগর উন্নয়ন বিভাগ (এইচইউডি) নতুন নীতিমালা চূড়ান্ত করে। এতে কোনো পরিবারের একজন সদস্যও অভিবাসনগত কারণে সরকারি আবাসন সহায়তা পাওয়ার অযোগ্য হলে পুরো পরিবারের আবাসন ভর্তুকি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আদালত স্থগিতাদেশ না দিলে আগামী ১৪ ডিসেম্বর থেকে এই নীতিমালা কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে।

নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমসের তথ্য অনুযায়ী, নতুন নীতিমালা কার্যকর হলে নিউইয়র্ক সিটির পাঁচটি **এরপর পৃষ্ঠা ২৬**



১৬ ডিসেম্বর দেশে ফিরতে সরকারের

অনুমতির অপেক্ষায় শেখ হাসিনা

বাপা নিউজ, নিউইয়র্ক

আগামী ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবসে দেশে ফিরতে চান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তবে তাঁর পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র স্থগিত থাকায় কীভাবে দেশে ফিরবেন, তা নিয়ে অনিশ্চয়তার কথা জানিয়েছেন তিনি। দেশে ফেরার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে একটি উড়োজাহাজ পাঠানোরও আহ্বান জানিয়েছেন ক্ষমতাচ্যুত এই প্রধানমন্ত্রী।

মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে অবস্থিত চার্চ সেন্টার ফর দ্য ইউনাইটেড নেশন্সের মিলনায়তনে আয়োজিত এক সেমিনারে ভারত থেকে টেলিফোনে বক্তব্য দেন শেখ হাসিনা। বক্তব্য শেষে এক মার্কিন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি দেশে ফেরার ইচ্ছার কথা জানান। শেখ হাসিনা বলেন, তিনি নিজ দেশে ফেরার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু বাংলাদেশের সরকার তাঁর পাসপোর্ট ও পরিচয়পত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র স্থগিত করেছে। ফলে দেশে ফেরার প্রক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হবে, তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

তিনি বলেন, বাংলাদেশগামী যে উড়োজাহাজ তাঁকে ভারতে নিয়ে এসেছিল, দেশে ফেরার জন্য বাংলাদেশ সরকারের উচিত একইভাবে একটি উড়োজাহাজ পাঠানোর ব্যবস্থা করা। তবে সরকার তাঁকে দেশে ফেরার অনুমতি দেবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন তিনি।

শেখ হাসিনা আরও বলেন, ইতিমধ্যে তাঁর দেশে ফেরার পথে নানা জটিলতা তৈরি করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি ১৬ ডিসেম্বর দেশে ফিরতে চান। ওই দিন সম্ভব না হলে ডিসেম্বরের যেকোনো দিন বাংলাদেশে ফেরার ইচ্ছা রয়েছে তাঁর। সরকারের পক্ষ থেকে **এরপর পৃষ্ঠা ২৬**



GOLDEN AGE HOME CARE

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো



Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7503

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3780 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

সম্পাদকীয়

থ্যাংকসগিভিং–

প্রবাসজীবনের প্রাপ্তি, অভিবাসীদের সংগ্রাম ও মানবিক আমেরিকার প্রত্যাশা

থ্যাংকসগিভিং
কৃতজ্ঞতা, মানবিকতা ও সম্প্রীতির বন্ধনে গড়ে উঠুক সমাজ



মো মশিউর রহমান মজুমদার

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় জীবনে থ্যাংকসগিভিং শুধু একটি উৎসব কিংবা সরকারি ছুটির দিন নয়; এটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করা এবং মানবিক মূল্যবোধকে নতুন করে উপলব্ধি করার এক বিশেষ উপলক্ষ। প্রতিবছর নভেম্বর মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে পালিত হয় এই দিনটি। ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও সংস্কৃতির ভিন্নতা অতিক্রম করে কোটি কোটি মানুষ এদিন পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হন। জীবনের প্রাপ্তিগুলোর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি সমাজের অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়ে উৎসবটি হয়ে ওঠে মানবিকতার এক অনন্য প্রতীক। ২০২৬ সালের থ্যাংকসগিভিং এমন এক সময়ে এসেছে, যখন বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, যুদ্ধ-সংঘাত, রাজনৈতিক বিভাজন, অভিবাসনসংকট এবং সামাজিক বৈষম্য মানুষের জীবনকে নানা-ভাবে প্রভাবিত করছে। যুক্তরাষ্ট্রেও জীবনযাত্রার ব্যয়, আবাসনসংকট, খাদ্যনিরাপত্তা এবং অভিবাসীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। এমন বাস্তবতায় থ্যাংকসগিভিংয়ের মূল শিক্ষাভূকৃতজ্ঞতা, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক সহযোগিতাভূআগের যেকোনো সময়ের মতোই প্রাসঙ্গিক।

থ্যাংকসগিভিংয়ের প্রচলিত ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী, ১৬২১ সালে বর্তমান ম্যাসাচুসেটসের প্লিমাউথে ইউরোপীয় বসতি স্থাপনকারী ও স্থানীয় ওয়াম্পানোগ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে একটি ফসল তোলার ভোজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এই ঘটনাকে যুক্তরাষ্ট্রের থ্যাংকসগিভিং উদ্‌যাপনের অন্যতম ঐতিহাসিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৮৬৩ সালে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন জাতীয়ভাবে থ্যাংকসগিভিং পালনের ঘোষণা দেন।

তবে এই উৎসবের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আদিবাসীদের ভূমি হারানো, নিপীড়ন ও বঞ্চনার বেদনাদায়ক অধ্যায়ও। অনেক আদিবাসী আমেরিকানের কাছে দিনটি শোক ও ঐতিহাসিক অবিচার স্মরণের উপলক্ষ। তাই থ্যাংকসগিভিং উদ্‌যাপনের পাশাপাশি ইতিহাসের সব দিক সম্পর্কে সচেতন হওয়া জরুরি। প্রকৃত কৃতজ্ঞতা শুধু নিজেদের অর্জনের আনন্দে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। যাঁদের শ্রম, ত্যাগ ও সহযোগিতার ওপর একটি সমাজ গড়ে উঠেছে, তাঁদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়াও কৃতজ্ঞতার অংশ। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে আরও ন্যায়সংগত সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারই হতে পারে এই উৎসবের অন্যতম তাৎপর্য। থ্যাংকসগিভিং উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের বহু পরিবার খাবারের টেবিলে একত্রিত হয়। টার্কি, ম্যাশড পটেটো, ক্র্যানবেরি সস ও পাম্পকিন পাইয়ের মতো ঐতিহ্যবাহী খাবারে সাজানো হয় পারিবারিক আয়োজন। কিন্তু একই সময়ে এমন অনেক মানুষ রয়েছেন, যাঁদের কাছে প্রতিদিনের খাবার সংগ্রহ করাই কঠিন। কেউ কর্মসংস্থান হারিয়েছেন, কেউ চিকিৎসার ব্যয় বহন করতে গিয়ে আর্থিক সংকটে পড়েছেন, আবার কেউ বাড়িভাড়া পরিশোধ করতে গিয়ে পরিবারের অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে পারছেন না। গৃহহীন মানুষ, একাকী প্রবীণ, অসুস্থ ব্যক্তি এবং নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর কাছে উৎসবের দিনটিও অন্য দিনের মতো সংগ্রামের হতে পারে। এই বৈপরীত্য আমাদের বিবেককে নাড়া দেওয়া উচিত। সমাজের একটি অংশ যখন প্রাচুর্যের মধ্যে উৎসব পালন করে, তখন অন্য একটি অংশের মৌলিক প্রয়োজন অপূর্ণ থাকা সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসে।

থ্যাংকসগিভিংয়ের আনন্দ তখনই পূর্ণতা পাবে, যখন সমাজের সামর্থ্যবান মানুষ অসহায়দের পাশে দাঁড়াবেন। খাদ্য বিতরণ, শীতবস্ত্র প্রদান, আশ্রয়হীনদের সহযোগিতা কিংবা অসুস্থ প্রতিবেশীর খোঁজ নেওয়ার মতো উদ্যোগ একটি মানবিক সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রযুক্তি ও সামাজিক উন্নয়নে অভিবাসীদের অবদান অপরিসীম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা মানুষ তাঁদের শ্রম, মেধা ও উদ্যোগের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রযাত্রায় ভূমিকা রেখেছেন।

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ। নিউইয়র্কের আকাশে শীতের আগমনী বার্তা। শহরের দোকানপাট, বিপণিবিতান ও রাস্তাঘাটে উৎসবের আমেজ। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হতে ছুটছেন মানুষ। কেউ বিমানে, কেউ ট্রেনে, কেউবা দীর্ঘ পথ গাড়ি চালিয়ে ফিরছেন প্রিয়জনের কাছে। ঘরে ঘরে চলছে বিশেষ খাবারের আয়োজন। কর্মব্যস্ত আমেরিকার মানুষ কিছু সময়ের জন্য দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততা থেকে বেরিয়ে পরিবার, বন্ধুত্ব ও মানবিক সম্পর্কের কাছে ফিরে আসছেন। উপলক্ষ থ্যাংকসগিভিং। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই জাতীয় উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কৃতজ্ঞতা, পারিবারিক বন্ধন, ঐতিহাসিক স্মৃতি এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ। কিন্তু প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে থ্যাংকসগিভিংয়ের রয়েছে আরও গভীর তাৎপর্য। মাতৃভূমি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে এসে নতুন জীবন গড়ে তোলা, অসংখ্য প্রতিকূলতা অতিক্রম করা, সন্তানদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ এবং একটি নতুন সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার গল্পের সঙ্গে এই উৎসবের মানবিক দর্শনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। থ্যাংকসগিভিংয়ের প্রচলিত ইতিহাসের সূচনা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। ১৬২১ সালে প্লিমাউথে ইউরোপীয় বসতি স্থাপনকারী এবং স্থানীয় ওয়াম্পানোগ জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনুষ্ঠিত ফসল তোলার ভোজকে এই উৎসবের অন্যতম ঐতিহাসিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন পালিত হলেও ১৮৬৩ সালে গৃহযুদ্ধ চলাকালে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন জাতীয়ভাবে থ্যাংকসগিভিং পালনের ঘোষণা দেন। ১৯৪১ সালে নভেম্বর মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবারকে থ্যাংকসগিভিংয়ের নির্ধারিত দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে ইতিহাসের এই অধ্যায়কে শুধু সৌহার্দপূর্ণ ভোজের গল্প হিসেবে দেখলে পুরো বাস্তবতা উঠে আসে না। ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনের পর আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি হারানো, বাস্তুচ্যুতি, সহিংসতা ও সাংস্কৃতিক ক্ষয়ক্ষতির ইতিহাসও রয়েছে। অনেক আদিবাসী এই দিনটিকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করেন। সুতরাং আধুনিক থ্যাংকসগিভিংয়ের অন্যতম শিক্ষা হওয়া উচিত ইতিহাসের প্রতি সৎ থাকা। অতীতের অর্জনের পাশাপাশি অবিচারগুলোকেও স্মরণ করতে হবে। একটি জাতির মহত্ত্ব শুধু তার সাফল্যের মধ্যে নয়, অতীতের ভুল স্বীকার করে সংশোধনের সক্ষমতার মধ্যেও নিহিত। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে আসেন উন্নত জীবন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতার প্রত্যাশায়। তাঁদের অনেকেই পরিচিত পরিবেশ, পরিবার, বন্ধু ও সংস্কৃতিকে পেছনে ফেলে নতুন জীবনের সন্ধানে পাড়ি জমান। একজন অভিবাসীর জীবন বাইরে থেকে যতটা সহজ মনে হয়, বাস্তবে ততটা সহজ নয়। নতুন ভাষা, অপরিচিত আইনকানুন, কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা, সাংস্কৃতিক পার্থক্য এবং আর্থিক সংকট মোকাবিলা করতে হয় প্রতিনিয়ত। অনেক শিক্ষিত ও দক্ষ মানুষকেও নতুন দেশে এসে নিজের যোগ্যতার তুলনায় ভিন্ন ধরনের কাজ দিয়ে জীবন শুরু করতে হয়। কেউ রেস্তোরাঁয় কাজ করেন, কেউ ট্যাক্সি চালান, কেউ নির্মাণশিল্পে শ্রম দেন, কেউ ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করেন। দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করেন। তাঁদের সন্তানেরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী, শিক্ষক, বিজ্ঞানী কিংবা উদ্যোক্তা হয়ে ওঠেন। এই অগ্রযাত্রার পেছনে থাকে অসংখ্য ত্যাগের গল্প। থাকে নির্ঘুম রাত, পরিবারের জন্য উদ্বেগ, দেশে থাকা মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন। থ্যাংকসগিভিং সেই সংগ্রাম ও অর্জনের দিকে ফিরে তাকানোর একটি বিশেষ উপলক্ষ। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি অভিবাসীদের উপস্থিতি এখন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা। নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, মিশিগান, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, ফ্লোরিডাসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বাংলাদেশিরা নিজেদের অবস্থান গড়ে তুলেছেন। বিশেষ করে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা, এলমহার্স্ট, ব্রুকলিন ও ব্রঙ্কসের বিভিন্ন এলাকায় বাংলাদেশি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, রেস্তোরাঁ, মসজিদ, সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং পেশাজীবীদের উপস্থিতি প্রবাসী জীবনের একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করেছে। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নতুন প্রজন্ম শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রযুক্তি, প্রশাসন, গণমাধ্যম ও ব্যবসায় নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছে। নাগরিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও তাদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। এই সাফল্যের পেছনে প্রথম প্রজন্মের অভিবাসীদের কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ রয়েছে। অনেক মা-বাবা নিজের স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ তৈরি করেছেন। নিজের জন্য বাড়তি ব্যয় না করে সন্তানের কলেজের খরচ জুগিয়েছেন। দীর্ঘ কর্মঘণ্টার পরও পরিবারের দায়িত্ব পালন করেছেন। থ্যাংকসগিভিং উপলক্ষে সেই মা-বাবা, শ্রমজীবী মানুষ এবং প্রবাসী সমাজের অগ্রযাত্রায় অবদান রাখা ব্যক্তিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হলেও এখানে সব মানুষের জীবন সমান স্বচ্ছল নয়। বাড়িভাড়া, খাদ্য, চিকিৎসা, পরিবহন, শিশুযত্ন ও শিক্ষার ব্যয় অনেক পরিবারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। নিউইয়র্কের মতো ব্যয়বহুল শহরে একটি পরিবারের আয় থেকে বাড়িভাড়া ও অন্যান্য মৌলিক ব্যয় মেটানোর পর সঞ্চয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। অনেকেই একাধিক চাকরি করেন। কেউ সপ্তাহান্তেও কাজ করেন। কেউ অসুস্থ অবস্থায় কাজ বন্ধ রাখতে পারেন না, কারণ আয় বন্ধ হলে সংসার পরিচালনা করা কঠিন হয়ে যাবে। উৎসবের দিনেও হাসপাতাল, পুলিশ বিভাগ, অগ্নিনির্বাপণ বিভাগ, গণপরিবহন, বিমানবন্দর, জরুরি সেবা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য মানুষ দায়িত্ব পালন করেন। অন্যরা যখন পরিবারের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করেন, তখন এসব কর্মী সমাজের প্রয়োজনীয় সেবা সচল রাখেন।

তাঁদের শ্রমের প্রতি সম্মান জানানো থ্যাংকসগিভিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। একটি সমাজ শুধু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কিংবা সফল উদ্যোক্তাদের অবদানে পরিচালিত হয় না; পরিচ্ছন্নতাকর্মী থেকে চিকিৎসাসেবাদানকারীভূত্যেকের শ্রমই সমাজের অগ্রযাত্রায় প্রয়োজনীয়।

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসননীতি দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক বিতর্কের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। সীমান্ত নিরাপত্তা, বৈধ অভিবাসনের সুযোগ, অনিয়মিত অভিবাসন, আশ্রয়প্রার্থীদের অধিকার এবং অভিবাসন আইনের প্রয়োগ নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অবস্থানে পার্থক্য রয়েছে। রাষ্ট্রের আইন কার্যকর করা এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। একই সঙ্গে অভিবাসীদের মানবিক মর্যাদা, পারিবারিক সম্পর্ক এবং যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও গুরুত্বপূর্ণ। অভিবাসনগত অনিশ্চয়তায় থাকা অনেক পরিবার গ্রেপ্তার, প্রত্যাবাসন কিংবা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কায় জীবনযাপন করে। পরিবারের কোনো সদস্যের আইনি অবস্থান নিয়ে অনিশ্চয়তা শিশুদের শিক্ষা ও মানসিক সুস্থতার ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে। থ্যাংকসগিভিং যখন পরিবারকে একত্রিত করার বার্তা দেয়, তখন পরিবার বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কায় থাকা মানুষের কথাও ভাবতে হবে। অভিবাসনসংক্রান্ত মতপার্থক্য সমাধানের জন্য আইনসম্মত, বাস্তবসম্মত ও মানবিক নীতির প্রয়োজন। রাজনৈতিক বিতর্ক যেন কোনো জনগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষ বা বৈষম্যের কারণ না হয়, সে বিষয়ে সমাজের সব অংশকে দায়িত্বশীল থাকতে হবে। থ্যাংকসগিভিংয়ের সবচেয়ে পরিচিত প্রতীক হলো খাবারে পরিপূর্ণ একটি টেবিল, যার চারপাশে পরিবারের সদস্যরা বসে আছেন। কিন্তু যাঁদের ঘরে পর্যাপ্ত খাবার নেই, তাঁদের কাছে এই দৃশ্যটি ভিন্ন অনুভূতির জন্ম দিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে খাদ্যসহায়তা কেন্দ্র, ফুড ব্যাংক ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান অসংখ্য মানুষের কাছে খাবার পৌঁছে দেয়। থ্যাংকসগিভিং উপলক্ষে বিভিন্ন সংগঠন টার্কি, চাল, ডাল, শাকসবজি, ফলমূল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করে। নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিও এসব মানবিক উদ্যোগে অংশগ্রহণ করে আসছে। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকের সহযোগিতায় সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কাছে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়। তবে মানুষের ক্ষুধা শুধু উৎসবের দিনে সীমাবদ্ধ নয়। থ্যাংকসগিভিংয়ের পরদিনও অসহায় পরিবারগুলোর খাবারের প্রয়োজন থাকবে। শীতের রাতে গৃহহীন মানুষের আশ্রয়ের প্রয়োজন থাকবে। অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার প্রয়োজন থাকবে। তাই মানবিক কার্যক্রমকে উৎসবকেন্দ্রিক আয়োজনের বাইরে নিয়ে বছরব্যাপী পরিচালনা করা প্রয়োজন। সাময়িক খাদ্যসহায়তার পাশাপাশি শিক্ষা, কর্মসংস্থান, দক্ষতা উন্নয়ন ও আর্থিক স্বনির্ভরতার সুযোগ তৈরির উদ্যোগও গুরুত্বপূর্ণ। থ্যাংকসগিভিং কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। খ্রিষ্টান, মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি এবং বিভিন্ন বিশ্বাসের মানুষ নিজেদের মতো করে এই দিনটি পালন করেন। ইসলামে মহান আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায়, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব পালন এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ধর্মীয় ও নৈতিক দর্শনেও কৃতজ্ঞতা, দানশীলতা ও মানবসেবার শিক্ষা রয়েছে। এই অভিন্ন মূল্যবোধ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে। প্রবাসী বাংলাদেশিরা নিজেদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় অক্ষুণ্ন রেখেও আমেরিকার সামাজিক উৎসবগুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। পারস্পরিক সংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বহুজাতিক সমাজে সহাবস্থানের পরিবেশ আরও শক্তিশালী হয়। নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষা, বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি তুলে ধরার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস, নাগরিক দায়িত্ব এবং সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কেও শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। থ্যাংকসগিভিংয়ের আনন্দ সবার জীবনে একইভাবে আসে না। প্রবাসে এমন অনেক মানুষ রয়েছেন, যাঁদের পরিবারের সদস্যরা বাংলাদেশে অবস্থান করছেন। কেউ দীর্ঘদিন মা-বাবাকে দেখতে পারেননি। কেউ অভিবাসনগত জটিলতায় দেশে যেতে পারছেন না। কেউ কর্মব্যস্ততার কারণে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে পারছেন না। অনেক প্রবীণ অভিবাসীও একাকিত্বের মধ্যে দিন কাটান। সন্তানেরা কর্মব্যস্ত কিংবা অন্য শহরে বসবাস করায় তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত দেখা হয় না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ভিডিও কল দূরত্ব কিছুটা কমাতে পারলেও সরাসরি মানবিক সম্পর্কের বিকল্প হতে পারে না। উৎসবের দিনে পরিচিত কোনো একাকী ব্যক্তিকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানানো, প্রবীণ প্রতিবেশীর খোঁজ নেওয়া কিংবা অসুস্থ বন্ধুর পাশে কিছু সময় কাটানো বড় ধরনের মানবিক উদ্যোগ হতে পারে। সব সহযোগিতার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় না। কখনো একটি ফোনকল, আন্তরিক কথোপকথন কিংবা কিছুটা সময়ই একজন মানুষের জীবনে আনন্দ ফিরিয়ে আনতে পারে। থ্যাংকসগিভিংয়ের সঙ্গে এখন ব্ল্যাক ফ্রাইডে ও সাইবার মানডের কেনাকাটার সংস্কৃতি গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে। বিপণিবিতান ও অনলাইন প্রতিষ্ঠানগুলো নানা ছাড়ের মাধ্যমে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য কেনাকাটার গুরুত্ব রয়েছে। তবে প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে না পারলে অতিরিক্ত ব্যয় ব্যক্তিগত আর্থিক সংকট সৃষ্টি করতে পারে। কৃতজ্ঞতার দর্শন মানুষকে শেখায়, যা নেই শুধু তার জন্য অস্থির না হয়ে যা রয়েছে তার মূল্য উপলব্ধি করতে। একটি নিরাপদ বাসস্থান, পরিবারের সুস্থতা, সন্তানের হাসি, কর্মসংস্থান, বন্ধুর সহযোগিতা এবং স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের সুযোগভূএসব প্রাপ্তির মূল্য কোনো পণ্যের মূল্য দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই শেখানো উচিত, উৎসব মানে শুধু নতুন পোশাক, খেলনা কিংবা উপহার নয়; অন্যের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়াও উৎসবের অংশ। প্রবাসী বাংলাদেশিদের জীবনে দুটি দেশের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশ তাঁদের জন্মভূমি, শিকড় ও আবেগের জায়গা। যুক্তরাষ্ট্র তাঁদের কর্মজীবন, অর্জন এবং অনেকের সন্তানের ভবিষ্যতের ঠিকানা। প্রবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রে পরিশ্রম করে অর্জিত অর্থের একটি অংশ বাংলাদেশে পাঠান। পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা ও সামাজিক উন্নয়নে সেই অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। থ্যাংকসগিভিং উপলক্ষে বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসহায়তা, অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা, এতিম শিশুদের সহযোগিতা এবং শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে প্রবাসীরা দুই দেশের মধ্যে মানবিক সেতুবন্ধ আরও শক্তিশালী করতে পারেন। নিজের জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা এবং বসবাসের দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ পরস্পরবিরোধী নয়। একজন মানুষ একই সঙ্গে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ধারণ করতে পারেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের একজন দায়িত্বশীল বাসিন্দা কিংবা নাগরিক হিসেবে সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারেন। প্রথম প্রজন্মের বাংলাদেশি অভিবাসীরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে যে ভিত্তি তৈরি করেছেন, আগামী প্রজন্মের দায়িত্ব সেটিকে আরও সমৃদ্ধ করা। শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য অর্জন করাই যথেষ্ট নয়। সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন, নাগরিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, মানবাধিকার ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়েও সাফল্যের পরিচয় দিতে হবে। বাংলাদেশি কমিউনিটির সংগঠনগুলো তরুণদের স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে পারে।

শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি, পেশাগত মেন্টরশিপ, নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসচেতনতা এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। নতুন প্রজন্ম যদি কৃতজ্ঞতা, সততা, পরিশ্রম ও মানবিকতার মূল্যবোধ ধারণ করে বড় হয়, তাহলে তারা শুধু বাংলাদেশি কমিউনিটির নয়, সমগ্র আমেরিকান সমাজের জন্য মূল্যবান সম্পদ হয়ে উঠবে। থ্যাংকসগিভিং আমাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরেভূআমরা কেমন সমাজ গড়ে তুলতে চাই? এমন একটি সমাজ, যেখানে অর্থনৈতিক সাফল্যের পাশাপাশি মানবিক মর্যাদার গুরুত্ব থাকবে; যেখানে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় থাকবে; যেখানে অভিবাসীদের অবদান স্বীকৃত হবে এবং আইন সবার জন্য ন্যায়সংগতভাবে প্রয়োগ করা হবে। এমন একটি সমাজ, যেখানে কোনো শিশু ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমাতে যাবে না, কোনো প্রবীণ অবহেলার শিকার হবেন না এবং অসুস্থ মানুষ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন নাভূএই প্রত্যাশা পূরণে সরকার, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকদের সম্মিলিত দায়িত্ব রয়েছে। থ্যাংকসগিভিং শুধু অতীতের প্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন নয়; এটি ভবিষ্যতের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার দিনও। আমাদের প্রাপ্তির পেছনে যাঁদের শ্রম রয়েছে, তাঁদের সম্মান জানাই। যাঁরা বিপদে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের স্মরণ করি। যাঁরা এখনো জীবনের কঠিন সংগ্রামের মধ্যে রয়েছেন, তাঁদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসি। উৎসবের টেবিলে একটি অতিরিক্ত চেয়ার থাকুক এমন একজন মানুষের জন্য, যাঁর সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করার মতো কেউ নেই। খাবারের একটি অংশ বরাদ্দ থাকুক ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য।

খবর
সত্যের সন্ধানে অবিচল

Chief Editor	: **Shibbir Ahmed**	প্রধান সম্পাদক	: **শিব্বীর আহমেদ**
Publisher & Editor	: **MD MashiurRahman Majumder**	প্রকাশক ও সম্পাদক	: **মো মশিউর রহমান মজুমদার**
News Editor	: **Reema Wahid**	বার্তা সম্পাদক	: **রিমা ওয়াহিদ**
Dhaka Bureau Chief	: **Shehab Munawar Wahid**	ঢাকা ব্যুরো প্রধান	: **শিহাব মুনাওয়ার ওয়াহিদ**

খবর
সত্যের সন্ধানে অবিচল

37-22 73rd Street, Suite # 1E
Jackson Heights, NY 11372, USA
Phone: 646-725-0067
E-Mail: news@khabor.com
Web: khabor.com

খবর
www.khabor.com

চরম ব্যর্থতার কলঙ্ক নিয়ে শেষ হলো জলবায়ু সম্মেলন কপ-৩১



মনজুরুল হান্নান খান

কপ-৩১-কে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বাড়তি ৪৪ ঘণ্টা সময় নেওয়া হয়েছিল। তবু শেষ রক্ষা হয়নি; বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনের ইতিহাসে এক কলঙ্কিত অধ্যায় হয়েই ২২ নভেম্বর পর্দা নেমেছে এই আয়োজনের। সম্মেলনের খসড়া সিদ্ধান্তে সংকট মোকাবিলার কার্যকর কোনো পদক্ষেপ তো ছিলই না, বরং জলবায়ু বিপর্যয়কে আরও উসকে দেওয়ার কূটকৌশলই ছিল স্পষ্ট। কপ-৩১-এ নেতৃত্বদানকারী তুরস্ক চেষ্টা করেছিল'কভার ডিসিশন' নামের এক বিতর্কিত খসড়া সবার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে। কিন্তু উন্নত বিশ্বের সেই ছক ভেস্তে গেছে। সৌদি আরব বাদে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও উন্নয়নশীল দেশগুলো কপ প্রেসিডেন্ট মুরাত কুরুমকে সরাসরি 'না' বলে দিয়েছে; প্রত্যাখ্যান করেছে প্রহসনের এই'কভার ডিসিশন'।

কপের ভেন্যু থেকে বের হওয়ার সময় উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতিনিধিদের চেহারায় ছিল বিষণ্নতার ছাপ। পরিচিত দু-একজনের স্বগতোক্তি শুনতে পেলামভূজলবায়ু সম্মেলন নিয়ে কেন এমন তামাশা, এই বৈশ্বিক তামাশা কবে বন্ধ হবে? অন্যান্য কপেও উন্নত দেশগুলোর উন্নয়নশীল দেশগুলোর সঙ্গে তামাশার চিত্র দেখা গেছে, তবে এবারের তামাশার চিত্র ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের।

জলবায়ু পরিবর্তনের সংকট মোকাবিলার জন্য বিজ্ঞানীরা, বিশেষ করে আইপিসিসি যখন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব নেতাদের কাছে তাদের প্রস্তাব উপস্থাপন করে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি রোধ করার আহ্বান জানিয়েছে, তখন কপ-৩১ থেকে জলবায়ু সংকটকে আরও ভয়াবহ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আসুন দেখে নেওয়া যাক, জলবায়ু সম্মেলন কেন ব্যর্থ হলো।

'কভার ডিসিশন' বা আন্তালিয়া প্যাক্টে জীবাশ্ম জ্বালানি, বিশেষ করে তেল, কয়লা ও গ্যাস ব্যবহার ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনার বিষয়ে প্রথম খসড়াতে উল্লেখ থাকলেও রাশিয়া এবং সৌদি আরবের চাপে পরবর্তী খসড়াতে এর কোনো কিছুই উল্লেখ ছিল না। ফলে প্যারিস চুক্তি অনুসারে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি শতাব্দী শেষে ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সম্মিলিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। যা জলবায়ু সংকটকে আরও জটিল করে তুলবে এবং বৈশ্বিক তাপমাত্রার অব্যাহত বৃদ্ধি সমগ্র বিশ্বকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে বিপর্যস্ত করবে। কভার ডিসিশন অনুমোদন করা হলে তা তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর তেল উৎপাদন ও সরবরাহের বিষয়টিকে সহজ করে তুলবে। এই কারণে প্রস্তাবিত খসড়াকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, পানামা, মার্শাল আইল্যান্ড, ভানুয়াতু, বেলিজসহ অনেক জলবায়ু সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে।

দুই সপ্তাহের আলোচনা, রাতভর দর-কষাকষি, একের পর এক খসড়া প্রস্তাব এসেছে। তবু শেষ পর্যন্ত ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি বিশ্বের প্রায় ২০০টি দেশ। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধের বিষয়ে কী বলা হবে, তা নিয়েই আটকে গেল জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন কপ ৩১। ২২ নভেম্বর তুরস্কের আনতালিয়ায় শেষ হলো এবারের সম্মেলন। জলবায়ু পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেশগুলোর যৌথ অঙ্গীকারের মূল দলিলটি চূড়ান্ত করা যায়নি। সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, পানামা, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জসহ বেশ কয়েকটি দেশ প্রস্তাবিত চুক্তিতে আপত্তি জানায়। তাদের অভিযোগ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ জীবাশ্ম জ্বালানির কথা বাদ দিয়ে এমন একটি চুক্তি করা হচ্ছে, যা বর্তমান পরিস্থিতির জরুরি প্রয়োজন মেটাতে পারবে না।

এবারের কপ সম্মেলন ইতিহাসের দীর্ঘতম জলবায়ু সম্মেলনেও পরিণত হয়েছে। ২০ নভেম্বর শুক্রবার সম্মেলন শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মতবিরোধের কারণে আলোচনা গড়ায় ২২ নভেম্বর রোববার পর্যন্ত। অতিরিক্ত দুই দিন আলোচনার পরও সমঝোতা হয়নি। শেষ পর্যন্ত কপ ৩১-এর সভাপতি ও তুরস্কের পরিবেশমন্ত্রী মুরাত কুরুম জানান, প্রস্তাবিত মূল দলিলের বিষয়ে দেশগুলোর মধ্যে ঐকমত্য হয়নি। তাই সেটি গৃহীত হচ্ছে না।

২০ নভেম্বর শুক্রবার কপ সম্মেলন শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মতবিরোধের কারণে আলোচনা গড়ায় ২২ নভেম্বর রোববার পর্যন্ত। অতিরিক্ত দুই দিন আলোচনার পরও সমঝোতা হয়নি।

কেন ভেস্তে গেল আলোচনা

কপ সম্মেলনে প্রতিটি দেশকে নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ঐকমত্য প্রয়োজন। অর্থাৎ, একটি প্রস্তাব পাস করতে হলে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর সম্মতি থাকতে হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের মতো জটিল বিষয়ে প্রায় ২০০টি দেশের স্বার্থ এক জায়গায় মেলানো বেশ কঠিন। এবারের সম্মেলনে সেই জটিলতা আরও স্পষ্ট হয়েছে।

বিরোধের কেন্দ্রে ছিল কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো জীবাশ্ম জ্বালানি। এসব জ্বালানি পোড়ালে কার্বন ডাই-অক্সাইডসহ বিভিন্ন গ্রিনহাউস গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়ে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে আসছেন। ২০২৩ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত কপ ২৮ সম্মেলনে প্রথমবারের মতো চুক্তিতে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্তকে সামনে রেখে এবারের সম্মেলনে ১৩০টির বেশি দেশ আরও স্পষ্ট অঙ্গীকার চেয়েছিল। যাদের দাবি ছিল, কয়লা, তেল ও গ্যাসের ব্যবহার থেকে সরে আসার একটি ন্যায্য, সুশৃঙ্খল ও সমতাভিত্তিক পরিকল্পনা থাকতে হবে।

২০২৩ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত কপ ২৮ সম্মেলনে প্রথমবারের মতো চুক্তিতে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু এবারের সম্মেলনের মূল খসড়া চুক্তি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে পরিষ্কিতি বদলে যায়। ১৬ নভেম্বর প্রকাশিত প্রথম খসড়ায় জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনার বিষয়টি ছিল। পরে কয়েক দফা আলোচনার পর ১৯ নভেম্বর প্রকাশিত নতুন খসড়া থেকে জীবাশ্ম জ্বালানির কথা পুরোপুরি বাদ পড়ে। ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ অনেক দেশ ক্ষুব্ধ হয়। দেশগুলোর প্রতিনিধিদের আশঙ্কা, জীবাশ্ম জ্বালানির কথা বাদ দিয়ে চুক্তি করলে আগের অঙ্গীকারগুলোও দুর্বল হয়ে পড়বে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষে আলোচনায় অংশ নেন আয়ারল্যান্ডের পরিবেশমন্ত্রী ডারাগ ও'ব্রায়েন। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান চালিকাশক্তি জীবাশ্ম জ্বালানি। অথচ প্রস্তাবিত চুক্তিতে এর কোনো উল্লেখই নেই।

এমন চুক্তিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্মতি দিতে পারে না। তাঁর বক্তব্যের পর সম্মেলনকক্ষে উপস্থিত প্রতিনিধিরা করতালি দেন। যুক্তরাজ্য, পানামা, নরওয়ে ও মার্শাল দ্বীপপুঞ্জও প্রস্তাবিত চুক্তির বিরোধিতা করে।

অন্যদিকে সৌদি আরবসহ কয়েকটি তেল উৎপাদনকারী দেশ চুক্তিতে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসার সরাসরি উল্লেখ রাখতে রাজি হয়নি। রাশিয়ার প্রতিনিধিরাও এর বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার দ্রুত কমিয়ে ফেললে জ্বালানির দাম বাড়তে পারে এবং দরিদ্র মানুষের জ্বালানি ব্যবহারের সুযোগ কমে যেতে পারে। চীন খসড়া নিয়ে উদ্বেগ জানালেও সেটি গ্রহণে সম্মতি দিয়েছিল। পাকিস্তানও আলোচনায় সমঝোতার পথ খোলা রাখার আহ্বান জানিয়েছিল।

সৌদি আরবসহ কয়েকটি তেল উৎপাদনকারী দেশ চুক্তিতে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসার সরাসরি উল্লেখ রাখতে রাজি হয়নি। রাশিয়ার প্রতিনিধিরাও এর বিরোধিতা করেছেন।

চুক্তিতে যা রাখার চেষ্টা ছিল



তুরস্ক ও অস্ট্রেলিয়ার যৌথ সভাপতিত্বে সম্মেলনের মূল চুক্তির খসড়া তৈরি হচ্ছিল। তুরস্কের পরিবেশমন্ত্রী মুরাত কুরুম ছিলেন কপ ৩১-এর সভাপতি। অস্ট্রেলিয়ার জলবায়ু ও জ্বালানিমন্ত্রী ক্রিস বোয়েন দায়িত্ব পালন করেন আলোচনার সভাপতি হিসেবে। তাঁদের লক্ষ্য ছিল, বিভিন্ন দেশের আপত্তি ও দাবি বিবেচনা করে একটি গ্রহণযোগ্য দলিল তৈরি করা।

খসড়ায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল। এর মধ্যে একটি হলো অর্থনীতিতে বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ানো। বিভিন্ন দেশে পরিবহন, শিল্পকারখানা ও অন্যান্য খাতে বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়িয়ে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমানোর কথা বলা হয়েছিল। ২০৩৫ সালের মধ্যে মোট জ্বালানি ব্যবহারে বিদ্যুতের অংশ ৩৫ শতাংশে উন্নীত করার একটি লক্ষ্যও আলোচনায় এসেছিল। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল জলবায়ু অভিযোজনের অর্থায়ন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে অনেক দেশ বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, তাপপ্রবাহ ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির মতো সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। এসব ক্ষতি মোকাবিলা এবং ভবিষ্যতের ঝুঁকির সঙ্গে মানিয়ে নিতে অর্থের প্রয়োজন। বিশেষ করে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর পক্ষে নিজেদের অর্থায়নে এসব কাজ করা কঠিন। তাই ধনী দেশগুলোর কাছ থেকে অর্থসহায়তা বাড়ানোর দাবি ছিল আলোচনায়।

যেভাবে গ্রেটা থুনবার্গ গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিল জলবায়ু আন্দোলন

অস্ট্রেলিয়ার জলবায়ু ও জ্বালানিমন্ত্রী ক্রিস বোয়েন দায়িত্ব পালন করেন আলোচনার সভাপতি হিসেবে। তাঁদের লক্ষ্য ছিল, বিভিন্ন দেশের আপত্তি ও দাবি বিবেচনা করে একটি গ্রহণযোগ্য দলিল তৈরি করা।

এ ছাড়া প্যারিস চুক্তির ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির সীমা অতিক্রমের ঝুঁকি কমানোর বিষয়টিও খসড়ায় ছিল। শিল্পবিপ্লবের আগের সময়ের তুলনায় পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে প্যারিস চুক্তিতে। কিন্তু বর্তমান হারে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ চলতে থাকলে এই সীমা অতিক্রম করার আশঙ্কা রয়েছে। তাই তাপমাত্রা সীমা অতিক্রম করলেও সেই পরিস্থিতি যতটা সম্ভব কম সময়ের মধ্যে নিয়ন্ত্রণে আনার কথা বলা হয়েছিল।

খসড়ায় কার্বন ধারণ ও সংরক্ষণ প্রযুক্তির (কার্বন ক্যাপচার অ্যান্ড স্টোরেজ বা সিসিএস) কথাও ছিল। এই প্রযুক্তিতে শিল্পকারখানা বা বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড সংগ্রহ করে ভূগর্ভে সংরক্ষণ করা হয়। সৌদি আরবসহ কয়েকটি দেশ মনে করে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় এ প্রযুক্তির ভূমিকা রয়েছে। তবে পরিবেশকর্মীদের আপত্তি, এ প্রযুক্তির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার দীর্ঘায়িত করতে পারে। কার্বন নিঃসরণ কমানোর বদলে দূষণকারী জ্বালানি ব্যবহারের সুযোগ থেকে যেতে পারে।

এই বিষয়গুলো নিয়ে কয়েক দফা খসড়া তৈরি হয়। কিন্তু কোনো খসড়াই সব পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। শেষ পর্যন্ত চতুর্থ খসড়াটিও বাতিল হয়। ২২ নভেম্বর তুরস্কের সভাপতি মুরাত কুরুম জানিয়ে দেন, এ বিষয়ে নতুন কোনো খসড়া প্রকাশ করা হবে না।

জলবায়ু পরিবর্তন বিজ্ঞান

শিল্পবিপ্লবের আগের সময়ের তুলনায় পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে প্যারিস চুক্তিতে।

সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত হলো

মূল চুক্তি গৃহীত না হলেও সম্মেলনের সব আলোচনা ব্যর্থ হয়নি। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়ে আলাদা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'জাস্ট ট্রানজিশন' বা ন্যায্য রূপান্তর। এর উদ্দেশ্য হলো জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর শিল্প থেকে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির অর্থনীতিতে যাওয়ার সময় শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করা। যেমন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ হলে সেখানে কর্মরত শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

এ ছাড়া সম্মেলনের বিভিন্ন কারিগরি ও অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ে কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দেশগুলোর সম্মিলিত রাজনৈতিক অঙ্গীকারের মূল দলিলটি গৃহীত হয়নি। ফলে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসা, জলবায়ু অভিযোজনের অর্থায়ন এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির ঝুঁকি মোকাবিলায় নতুন কোনো সমন্বিত অঙ্গীকার এবারের সম্মেলন থেকে পাওয়া গেল না।

নেপালের বিপর্যয়ের কারণ কী ছিল, এই দুর্যোগের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন কতটা দায়ী

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস জীবাশ্ম জ্বালানির প্রভাব কমাতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। ধনী দেশগুলোকে জলবায়ু অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নেরও তাগিদ দেন তিনি। কোন দেশের কী মত সম্মেলনের ব্যর্থতায় হতাশা প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। তাঁর মতে, আলোচনার টেবিলে ঐকমত্য না হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নিয়ে কোনো অস্পষ্টতা নেই। পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে, জলবায়ুর প্রভাব তীব্র হচ্ছে এবং গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ এখনো বিপজ্জনক পর্যায়ে রয়েছে। তিনি জীবাশ্ম জ্বালানির প্রভাব কমাতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। ধনী দেশগুলোকে জলবায়ু অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নেরও তাগিদ দেন তিনি।

বিশ্বের বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠনও সম্মেলনের ফলাফল নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছে। ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী আনি দাশগুপ্ত একে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা বলে মন্তব্য করেন। পাওয়ার শিফট আফ্রিকার পরিচালক মোহামেদ আদোউ একে ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ কপ সম্মেলনগুলোর একটি বলে অভিহিত করেন।

তবে সাবেক জাতিসংঘ জলবায়ু প্রধান ও ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা ক্রিস্টিয়ানা ফিগুয়েরেস বিষয়টিকে কিছুটা ভিন্নভাবে দেখেছেন। তাঁর মতে, মূল চুক্তি না হওয়া অবশ্যই হতাশাজনক। তবে এমন কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেয়ে সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো, যা আগের অঙ্গীকারগুলোকে আরও পিছিয়ে দেয়। সম্মেলনে মূল চুক্তি ছাড়াও বেশ কিছু কারিগরি সিদ্ধান্ত হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যার নতুন সমাধান দিলেন বিজ্ঞানীরা ক্রিস্টিয়ানা ফিগুয়েরেসের মতে, মূল চুক্তি না হওয়া অবশ্যই হতাশাজনক। তবে এমন কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেয়ে সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো, যা আগের অঙ্গীকারগুলোকে আরও পিছিয়ে দেয়।

আগামীতে কী হবে

জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দেশগুলোর মধ্যে সমন্বয় তৈরি, নিঃসরণ কমানোর পরিকল্পনা, জলবায়ু অভিযোজন এবং অর্থায়নের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয় এখানে।

১৯৯২ সালে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই আলোচনা আন্তর্জাতিক জলবায়ু নীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। তবে কপের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতিতে একটি বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রায় ২০০টি দেশের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আবার সম্মেলনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দেশগুলোকে বাধ্য করার সরাসরি কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেই। ফলে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও কঠিন, সেটি বাস্তবায়ন করাও বড় চ্যালেঞ্জ।

কোনো চূড়ান্ত সমঝোতা ছাড়াই শেষ হয়েছে তুরস্কের আন্তালিয়ায় জাতিসংঘের ৩১তম জলবায়ু সম্মেলন (কপ৩১)। জীবাশ্ম জ্বালানি, অভিযোজন অর্থায়ন ও জলবায়ু ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় ঐকমত্য না হলেও দুটি বৈশ্বিক তহবিল থেকে প্রায় ১ হাজার ৫৫ কোটি টাকার অনুদানের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে বাংলাদেশ।

সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গ্লোবাল শিল্ড থেকে অন্তত ৫ কোটি ইউরো বা প্রায় ৬৮২ কোটি টাকা এবং ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (সিআইএফ) থেকে ৩ কোটি ডলার বা প্রায় ৩৭৩ কোটি টাকা সহায়তার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। প্রধানমন্ত্রীর পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক বিশেষ সহকারী ড. সাইমুম পারভেজ বলেন, কোনো অঙ্গীকার বা সিদ্ধান্ত ছাড়াই সম্মেলন শেষ হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো হতাশ হয়েছে। তবে এই পরিস্থিতির মধ্যেও বাংলাদেশ বৈশ্বিক দুটি তহবিল থেকে অনুদানের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে। তিনি জানান, সম্মেলনে বাংলাদেশ ৪০টি পার্শ্ব আয়োজন করে। এসব আয়োজনে বিভিন্ন দেশের জলবায়ুকর্মী ও প্রতিনিধিরা অংশ নেন। এ ছাড়া গ্লোবাল ম্যানগ্রোভ অ্যালায়েন্সের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ হয়েছে। সংস্থাটির কাছ থেকে কীভাবে তহবিল পাওয়া যায়, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। গত ১২ নভেম্বর সম্মেলনে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর, জলবায়ু অর্থায়নের অন্তত ৫০ শতাংশ অভিযোজন খাতে বরাদ্দ এবং ঋণের পরিবর্তে অনুদানভিত্তিক সহায়তা দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

সম্মেলনে বাংলাদেশের অর্জন সম্পর্কে স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার বলেন, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ এবং বৈশ্বিক অভিযোজন অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে মূল সম্মেলনে অচলাবস্থা তৈরি হলেও দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় কূটনীতিতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। তিনি বলেন, প্যারিস চুক্তির ৬ নম্বর অনুচ্ছেদের আওতায় কার্বন বাণিজ্যে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই, গ্লোবাল রুফটপ সোলার ডিক্লারেশনে সমর্থন এবং ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ উদ্যোগে যুক্ত হওয়া বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্জন। এদিকে সম্মেলনে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানোর বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) সমর্থন জানালেও জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জ্বালানি রূপান্তরে কত অর্থ সহায়তা দেওয়া হবে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়নি। বেসরকারি সংস্থা ইয়ুথনেট গ্লোবালের নির্বাহী সমন্বয়ক সোহানুর রহমান বলেন, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানোর পক্ষে অবস্থান নিয়েও অভিযোজন ও জ্বালানির ন্যায্য রূপান্তরে অর্থায়নের ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোর অনীহা স্ববিরোধী। সব মিলিয়ে এবারের সম্মেলন সবচেয়ে হতাশাজনক। তিনি বলেন, বাংলাদেশের উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় নিরাপদ পানির ব্যবস্থা এবং শিল্পকারখানাকে পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের আয় সুরক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যয় কারা বহন করবে, সে বিষয়ে উন্নত দেশগুলোর জবাবদিহি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সোহানুর রহমানের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলোর ঐতিহাসিক দায় রয়েছে। একই সঙ্গে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন এবং সৌদি আরব ও কুয়েতের মতো তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোকেও কার্বন নিঃসরণ ও আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় অবদান রাখতে হবে। এর আগে ২০২৪ সালে আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠিত কপ২৯ সম্মেলনে ২০৩৫ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বছরে অন্তত ৩০ হাজার কোটি ডলার সংগ্রহের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। পরের বছর ব্রাজিলের বেলেমে অনুষ্ঠিত কপ৩০ সম্মেলনে অভিযোজন খাতে অর্থায়ন অন্তত তিন গুণ বাড়ানোর প্রচেষ্টা জোরদারের আহ্বান জানানো হয়।এবারের সম্মেলনে অভিযোজন খাতে বছরে ১২ হাজার কোটি ডলার অর্থায়নের একটি প্রস্তাব খসড়া সিদ্ধান্তে রাখা হলেও পরে তা বাদ দেওয়া হয়। ২০ নভেম্বর রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। গত ৯ নভেম্বর শুরু হওয়া কপ৩১ সম্মেলন শেষ হয় ২২ নভেম্বর। এতে প্রায় ২০০ দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। ২০০৯ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের পর এবারই প্রথম জাতিসংঘের কোনো জলবায়ু সম্মেলন চূড়ান্ত সমত দলিল ছাড়াই শেষ হলো।

কপ ৩১-এর ফলাফল সেই সমস্যাগুলো আবার সামনে নিয়ে এসেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় যেসব দেশ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে, তাদের অনেকেরই অতিরিক্ত অর্থ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন। অথচ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানো এবং অর্থায়নের মতো মৌলিক বিষয়েই দেশগুলো একমত হতে পারেনি। এবারের সম্মেলনের পরবর্তী আয়োজন হবে ২০২৭ সালে ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবায়। আনতালিয়ার অমীমাংসিত বিষয়গুলো পরবর্তী সম্মেলনেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রতিদিন বাড়ছে। তাই দেশগুলোর আলোচনার পাশাপাশি বাস্তব পদক্ষেপও জরুরি। বিজ্ঞানীরা আইপিসিসির প্রতিবেদনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে জলবায়ু সংকট থেকে ধরিত্রীকে রক্ষার করণীয় সম্পর্কে বিশ্বকে সতর্ক করে দিয়েছেন। সারা বিশ্ব ইতোমধ্যেই বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির কুফল ভোগ করছে। যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে, তাহলে জলবায়ু সংকট এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, যা থেকে পৃথিবীকে হয়তো রক্ষা করা সম্ভব হবে না। জলবায়ু দুর্যোগে মানুষের জীবনযাত্রা মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়বে। আমাদের মতো দেশগুলো জলবায়ু সংকটে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু উন্নত দেশগুলো যদি মনে করে জলবায়ু সংকটে তাদের কোনো ক্ষতি হবে না, তাহলে তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে। জলবায়ু সংকটে তাদের ক্ষতি হওয়া কেবল সময়ের ব্যাপার। কপ-৩১ বিফল হওয়ার আরও একটি অন্যতম কারণ হলো জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় অর্থায়নের সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার না থাকা। সব উন্নয়নশীল দেশ জলবায়ু অর্থায়নের বিষয়ে উন্নত দেশগুলো পূর্বে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে বিষয়ে খসড়ায় কোনো উল্লেখ না থাকায় খসড়া প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। কারণ জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় অভিযোজনের অর্থায়নের পরিমাণ তিন গুণ বৃদ্ধি করা এবং ২০৩৫ সাল পর্যন্ত অর্থায়নের পরিমাণ ১২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারণ করার বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হলেও এই খসড়াতে সুনির্দিষ্টভাবে তার কোনো উল্লেখ ছিল না। যা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে চরমভাবে হতাশ করেছে। ঐতিহাসিকভাবে উন্নত দেশগুলোর শিল্পায়ন জলবায়ু সংকটের জন্য দায়ী। সেই ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা থেকে উন্নত দেশগুলোকে জলবায়ু সংকট সমাধানের জন্য প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু কপ-৩১-এ যে খসড়া উপস্থাপন করা হলো তা প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের থেকে অনেক বেশি দূরে সরে যাওয়াকে উৎসাহিত করবে। যে কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইউকে, সব দ্বীপ রাষ্ট্র, এলডিসি এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রস্তাবিত কভার ডিসিশন গ্রহণ করেনি। কপ-৩১ কোনো গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হলো, তাহলে পরবর্তীতে কী হবে? উন্নত দেশগুলো উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আদ্দিস আবাবাতে অনুষ্ঠিতব্য কপ-৩২-এ সমস্যা সমাধানের তাগিদ দেবে। আবারও নানা যুক্তি নিয়ে হাজির হবে কীভাবে কপ-৩২-কে দীর্ঘায়িত করে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময়ক্ষেপণ করা যায়।

দায়িত্বের উত্তরাধিকার

পরিবেশ সুরক্ষায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে



বিধান চন্দ্র পাল



পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখার দায়িত্ব কোনো একক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, দেশ কিংবা প্রজন্মের নয়। এটি একটি সম্মিলিত ও আন্তঃপ্রজন্মীয় দায়িত্ব। জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়, সমুদ্রদূষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপরিকল্পিত ব্যবহার আমাদের সামনে একটি সত্য তুলে ধরেছে, বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ দিয়ে পৃথিবীকে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব নয়। প্রয়োজন জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও পরিবেশবান্ধব চর্চার ধারাবাহিক বিনিময় ও হস্তান্তর। এই সম্মিলিত দায়িত্বের সবচেয়ে যথার্থ প্রতীক হতে পারে 'রিলে রেইস'। একজন দৌড়বিদ নিজের নির্ধারিত দূরত্ব অতিক্রম করার পর পরের জনের হাতে ব্যাটন তুলে দেন। দলের সাফল্য নির্ভর করে প্রত্যেকের দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ ও সঠিক সময়ে ব্যাটন হস্তান্তরের ওপর। পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য। একজন শিশু পরিবারে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে পারে, একজন শিক্ষক ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরি করতে পারেন, একটি প্রতিষ্ঠান অন্য প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশবান্ধব চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে এবং একটি দেশ তার সফল অভিযোজনের অভিজ্ঞতা অন্য দেশের সঙ্গে বিনিময় করে নিতে পারে। আইপিসিসির (ওচঅঈ) ষষ্ঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১১ থেকে ২০২০ সময়ে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা প্রাক-শিল্পায়ন সময়ের তুলনায় প্রায় ১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল (আইপিসিসি, ২০২৩)। ফলে আজকের প্রতিটি সিদ্ধান্তই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপত্তা ও জীবনযাত্রাকে সরাসরি প্রভাবিত করছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের দায় ও ক্ষতি পৃথিবীতে সমানভাবে বণ্টিত নয়। ঐতিহাসিকভাবে কম কার্বন নিঃসরণকারী অনেক দেশ ও জনগোষ্ঠীই আজ সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়ছে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র, উপকূলীয় জনগোষ্ঠী, কৃষক, জেলে, আদিবাসী সম্প্রদায়, নারী ও শিশুরা চরম ঝুঁকিতে রয়েছে। জাতিসংঘের 'কমন বাট ডিফারেনশিয়েটেড রেসপনসিবিলিটিজ অ্যান্ড রেসপেক্টিভ ক্যাপাবিলিটিজ' (ঈইউজ-জঈ) নীতি অনুযায়ী, পৃথিবী রক্ষায় সবার দায়িত্ব থাকলেও ঐতিহাসিক দায় ও সক্ষমতা বিবেচনায় দায়িত্বের ধরন ভিন্ন হওয়া প্রয়োজন। উন্নত দেশগুলোর জলবায়ু অর্থায়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দ্রুত বাস্তবায়ন জরুরি। একই সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্থানীয় উদ্ভাবন ও ঐতিহ্যগত জ্ঞানের যথাযথ স্বীকৃতি দিতে হবে। রিলে রেইসের মূল কথা দায়িত্ব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর চাপিয়ে দেওয়া নয়; বরং নিজেদের দায়িত্ব পালন করে তাদের জন্য একটি নিরাপদ পৃথিবী রেখে যাওয়া। পরিবেশ সুরক্ষার এই আলোচনায় সমুদ্রের গুরুত্ব অপরিসীম। সমুদ্র বৈশ্বিক জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ, কার্বন শোষণ, জীববৈচিত্র্য, খাদ্যনিরাপত্তা ও কোটি মানুষের জীবিকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু সমুদ্রের উষ্ণতা ও অম্লতা বৃদ্ধি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়া, প্রবালপ্রাচীরের ক্ষয় এবং প্লাস্টিক দূষণ প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে মারাত্মক হুমকির মুখে ফেলছে। বাংলাদেশের মতো উপকূলীয় দেশের জন্য সুন্দরবন, ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য, মৎস্যসম্পদ ও উপকূলীয় মানুষের জীবিকা রক্ষা করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এবারের কপ সম্মেলন প্রেসিডেন্সি-উপস্থাপিত 'আনতালিয়া ওশান অ্যান্ড সিজ কমপ্যাক্ট' সমুদ্রভিত্তিক জলবায়ু কার্যক্রম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক অংশীদারত্ব এবং অর্থায়নের সুযোগ সম্পসারণের ওপর জোর দিয়েছে। এটি সমুদ্র ও জলবায়ুর আন্তঃসম্পর্কে আরও কার্যকরভাবে আন্তর্জাতিক আলোচনায় যুক্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ (ইউএনএফসিসিসি, ২০২৬)। সমুদ্র সুরক্ষাকে পরিবেশ শিক্ষার অন্যতম প্রধান বিষয় করতে হবে। স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠীকে সামুদ্রিক শিক্ষা, ম্যানগ্রোভ পুনরুদ্ধার, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনায় সরাসরি সম্পৃক্ত করা জরুরি। শুধু প্রাকৃতিক সম্পদেরব্যবহার কমালেই পরিবেশ রক্ষা হবে না; বদলাতে হবে আমাদের উৎপাদন, ভোগ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ধরনও। লিনিয়ার ইকোনমি বা উৎপাদন, ব্যবহার ও বর্জনের প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তে সার্কুলার ইকোনমি গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। এর অর্থ হলো সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, পণ্যের পুনর্ব্যবহার ও মেরামত, বর্জ্য হ্রাস, পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ এবং উৎপাদনব্যবস্থায় পরিবেশগত দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা। কৃষি, শিল্প, নগর উন্নয়ন, জ্বালানি ও ব্যবসায় এই নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং পরিবেশ সুরক্ষাকে পরস্পরের পরিপূরক করে তোলা সম্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বাস্তব পরিবেশচর্চার কেন্দ্রে পরিণত করতে হবে, কারণ পরিবেশ শিক্ষা কেবল পাঠ্যবইয়ে সীমাবদ্ধ থাকলে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসবে না। ইউনেসকোর 'গ্রিনিং এডুকেশন পার্টনারশিপ'-এর অধীনে ইকো-স্কুলস, ইকো-ক্যাম্পাস, ইয়ং রিপোর্টার্স ফর দ্য এনভায়রনমেন্ট (ওজউ) এবং লার্নিং অ্যাবাউট ইকোসিস্টেমস অ্যান্ড ফরেস্টস (খউঅঋ)-এর মতো আন্তর্জাতিক কর্মসূচিগুলোর ইতিবাচক প্রভাব ইতিমধ্যে দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, বর্জ্য পৃথকীকরণ ও পুনর্ব্যবহার, বৃক্ষরোপণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং প্লাস্টিক ব্যবহার হ্রাসের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ক্যাম্পাস গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীরা যেন শুধু সমস্যা সম্পর্কেই না জানে, বরং সমাধান তৈরি, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নেও সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। তুরস্কের আনতালিয়ায় অনুষ্ঠিত এবারের কপ-৩১ সম্মেলন পরিচ্ছন্ন জ্বালানি, বিদ্যুতায়ন, সমুদ্র সুরক্ষা, পরিবেশ শিক্ষা এবং বাস্তবায়নভিত্তিক সহযোগিতার গুরুত্বকে নতুন করে সামনে এনেছে। ১৯ নভেম্বর ঘোষিত 'ইলেকট্রিফিকেশন ডেলিভারি প্যাকেজ'-এ ১৫০টির বেশি দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ৩৭টি শহর এবং ২৬০টির বেশি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ যুক্ত হয়েছে, যেখানে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি, বিদ্যুৎ গ্রিড এবং পরিবহন ও শিল্পের বিদ্যুতায়ন বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে (ইউএনএফসিসিসি, ২০২৬)। অন্যদিকে, প্রস্তাবিত সামগ্রিক আনতালিয়া চুক্তি নিয়ে ঐকমত্য না হওয়া জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে উত্তরণ ও জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক মতপার্থক্যকেও স্পষ্ট করেছে। তবু 'জাস্ট ট্রানজিশন ওয়ার্ক প্রোগ্রাম' আরও তিন বছরের জন্য সম্প্রসারণসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অগ্রগতি হয়েছে। বিশেষ করে ১৬ নভেম্বরের 'অ্যাকশন ফর ক্লাইমেট এমপাওয়ারমেন্ট' (অঈউ) অধিবেশনে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জনসচেতনতা এবং শিশু ও তরুণদের জলবায়ু কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। এসব অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের পাশাপাশি বাস্তবায়ন, অর্থায়ন, পর্যবেক্ষণ ও দায়িত্ব হস্তান্তরের কার্যকর কাঠামো গড়ে তোলা জরুরি। এই ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিতে আমি 'গ্লোবাল ক্লাইমেট রিলে রেইস ইনিশিয়েটিভ' (এঈজজও) নামে একটি স্বেচ্ছামূলক বৈশ্বিক সহযোগিতামূলক উদ্যোগের প্রস্তাব করছি। এটি জাতিসংঘের কোনো আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি নয়; বরং বিদ্যমান জলবায়ু ও পরিবেশ শিক্ষা কাঠামোর পরিপূরক একটি স্বাধীন উদ্যোগ। এর আওতায় পাঁচটি সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে:

আন্তঃপ্রজন্মীয় মেন্টরশিপের মাধ্যমে শিশু, তরুণ, শিক্ষক ও অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের মধ্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়;
গ্রিনিং এডুকেশন ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পরিবেশ শিক্ষা কর্মসূচিগুলোর মাধ্যমে বাস্তব পরিবেশচর্চার প্রসার;
সমুদ্র ও উপকূল সুরক্ষায় শিক্ষা, গবেষণা, ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ; সার্কুলার ইকোনমি, দায়িত্বশীল ভোগ, বর্জ্য হ্রাস ও সম্পদের পুনর্ব্যবহার উৎসাহিত করা; আন্তর্জাতিক অংশীদারত্বের মাধ্যমে স্থানীয় উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও সফল উদ্যোগের অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং পরিমাপযোগ্য ফলাফল মূল্যায়ন।

বিদ্যমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পরিবেশ সংস্থা, স্থানীয় সরকার ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে পরীক্ষামূলকভাবে এই উদ্যোগ শুরু করা সম্ভব। পৃথিবী কোনো একক রাষ্ট্র, সংস্কৃতি কিংবা প্রজন্মের একক সম্পত্তি নয়; এটি আমাদের সবার অভিন্ন আবাসস্থল। তাই এর সুরক্ষার দায়িত্বও সবার। প্রতিটি জলবায়ু সম্মেলন যেন কেবল নতুন প্রতিশ্রুতির কাগজ না হয়ে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের মাইলফলক হয়ে ওঠে। দায়িত্বের উত্তরাধিকার মানে শুধু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে পৃথিবী তুলে দেওয়া নয়; বরং তাদের হাতে জ্ঞান, দক্ষতা, সক্ষমতা ও সমাধানের পথ তুলে দেওয়া। পৃথিবী রক্ষার সবচেয়ে বড় উত্তরাধিকার হবে একটি বাসযোগ্য গ্রহ এবং সেটিকে রক্ষা করার সক্ষমতা পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়া।

দীর্ঘস্থায়িত্বই কি টেকসই হওয়ার প্রমাণ?



বিধান চন্দ্র পাল



পরিবেশবিদরা সাইসটেইনেবিলিটিকে একভাবে ব্যাখ্যা করেন, উন্নয়ন সংস্থাগুলো আবার আরেকভাবে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো অন্যভাবে, আবার শিক্ষা বা প্রযুক্তি খাতে এর প্রয়োগ একেবারেই ভিন্নরকম। বর্তমানে সাইসটেইনেবিলিটি শব্দটি বিশ্বজুড়ে বহুল ব্যবহৃত হলেও এর অর্থ একেক ক্ষেত্রে একেক রকম। প্রায় ২,৭০০ বছর আগে নির্মিত চীনের মহাপ্রাচীর আজও দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। মিশরের কারনাক মন্দির কমপ্লেক্স ৩,৫০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মানবসভ্যতার ইতিহাস বহন করে চলেছে। জাপানের হোরিউ-জি বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন টিকে থাকা কাঠের স্থাপনাগুলোর অন্যতম, যার বয়স প্রায় ১,৩০০ বছর। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের গ্রেট ক্লক, যা 'বিগ বেন' নামে পরিচিত, ১৮৫৯ সাল থেকে নিয়মিতভাবে এবং এখনো সঠিক সময় দিয়ে যাচ্ছে। নিউজিল্যান্ডের ওটাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে সংরক্ষিত বেভারলি ক্লক প্রায় দেড় শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ব্যাটারি বা বিদ্যুৎ ছাড়াই বায়ুচাপ ও তাপমাত্রার ক্ষুদ্র পরিবর্তন থেকে শক্তি সংগ্রহ করে চলছে; দৃষ্টিনন্দন এই ঘড়িটিও কখনোই বন্ধ হয় না। এগুলোর বেশিরভাগই নিজের চোখে দেখার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়েছে আমার। প্রতিবারই আশ্চর্যের সঙ্গে মনে হয়েছে, মানুষের তৈরি কিছু সৃষ্টি কীভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী, এমনকি সহস্রাব্দ পেরিয়েও টিকে থাকতে পারে! এর উত্তর একটাইদূরদর্শী নকশা, উপযুক্ত উপকরণ, দায়িত্বশীল রক্ষণাবেক্ষণ এবং সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতা। কিন্তু কোনো কিছু দীর্ঘদিন টিকে থাকলেই কি তাকে স্থায়িত্বশীল বা টেকসই বলা যায়? আমরা আজ যে স্থায়িত্বশীলতা বা সাইসটেইনেবিলিটির কথা বলি, তার সঙ্গে এই দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্বের সম্পর্ক কী বা কোথায় কিংবা কতটুকু? কোনো প্রকল্প দুই বা তিন বছর চললেই কি তা স্থায়িত্বশীল হয়ে গেল? নাকি স্থায়িত্বশীলতার সঙ্গে গভীর এবং দীর্ঘমেয়াদি কোনো যোগসূত্র রয়েছে?

বর্তমানে সাইসটেইনেবিলিটি শব্দটি বিশ্বজুড়ে বহুল ব্যবহৃত হলেও এর অর্থ একেক ক্ষেত্রে একেক রকম। পরিবেশবিদরা একে একভাবে ব্যাখ্যা করেন, উন্নয়ন সংস্থাগুলো আবার আরেকভাবে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো অন্যভাবে, আবার শিক্ষা বা প্রযুক্তি খাতে এর প্রয়োগ একেবারেই ভিন্নরকম। অনেক সময় কোনো প্রকল্প নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চললেই তাকে সাসটেইনেবল বলা হয়। ফলে একই শব্দ ব্যবহার হলেও এর ব্যাখ্যা, মূল্যায়ন এবং বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিভ্রান্তি কম-বেশি রয়েছে এবং তা ধীরে ধীরে আরও প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। দীর্ঘস্থায়িত্ব বলতে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য কোনও মানব সম্প্রদায়, তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতি টিকে থাকার ক্ষমতাকে বোঝায়। অর্থাৎ এমনভাবে মানবজাতির বর্তমান চাহিদা মেটানোকে বোঝায় যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষদের চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা ব্যাহত না হয়।[১] এই ধারণাটি শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পদের সাথেও জড়িত। দীর্ঘস্থায়িত্ব ধারণাটিতে কেবল পরিবেশ সংরক্ষণ নয়, বরং সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারগুলিও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে প্রতিভাত হয় যে শিল্পায়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার বহু দশকব্যাপী প্রচেষ্টার পরেও বিশ্বের বহু দেশ চরম দারিদ্র্যের সাথে যুদ্ধ করছে। মানব ইতিহাসের এই সাম্প্রতিকতম পর্যায়ে পৃথিবীর বুকে মানুষের সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু একই সাথে আধুনিক সমাজগুলিতে মানুষের লাগামহীন প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পেছনে ছোটা এবং অপচয়প্রবণ ভোগবাদিতাও বাড়তে থাকে, যার কারণে বহু কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে জীবনের ভারসাম্য অক্ষুণ্ন রাখার যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ও চক্রগুলি আছে, সেগুলির কর্মক্ষমতা কম-বেশি ব্যাহত হয়। এর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হতে পারে। তাই দীর্ঘস্থায়িত্বের সমর্থকেরা বলেন যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে গিয়ে পরিবেশের বিপর্যয় ডেকে আনা ও সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি করা মানবজাতির দীর্ঘস্থায়ী সমৃদ্ধির চাবিকাঠি নয়। অর্থনীতি সমাজের বাইরে নয়, আর সমাজ প্রকৃতির বাইরে নয়। ১৯৮৩ সালে জাতিসংঘ নরওয়েজীয় প্রধানমন্ত্রী গ্রো হার্লেম ব্রুন্টল্যান্ডকে নব্যপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ব পরিবেশ ও উন্নয়ন সমিতির পরিচালকের পদ দান করে। এর চার বছর পরে সমিতিটি "আমাদের একত্রিত ভবিষ্যৎ" (Our common future) নামক যে চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে, তাতে দীর্ঘস্থায়ী বা টেকসই উন্নয়নের উপযুক্ত বিখ্যাত সংজ্ঞাটি প্রথমবারের মত প্রকাশ করা হয়।[১] সমিতিটি সাফল্যের সাথে বিশ্বের উন্নয়ন পরিকল্পনাতে পরিবেশবাদের সাথে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নসংক্রান্ত তত্ত্বগুলির মেলবন্ধন ঘটায়। তাদের মতে দীর্ঘস্থায়ী সমৃদ্ধির জন্য পরিবেশ, সমাজ ও অর্থনীতি - এই তিনটি দিককেই সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে এবং এদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হবে। আন্তর্জাতিকভাবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ভিত্তি এসেছে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত ব্রুন্ডল্যান্ড কমিশনের 'আওয়ার কমন ফিউচার' প্রতিবেদনে। সেখানে বলা হয়েছে, টেকসই উন্নয়ন হলো এমন উন্নয়ন যা বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন পূরণ করে, কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন পূরণের সক্ষমতাকে কখনোই ক্ষতিগ্রস্ত করে না। পরবর্তীতে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এই ধারণাকে আরও বিস্তৃত করে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভারসাম্যের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। একইভাবে ওইসিডি উন্নয়ন কর্মসূচির দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল বজায় রাখার সক্ষমতাকে সাসটেইনেবিলিটি মূল্যায়নের অন্যতম প্রধান মানদণ্ড হিসেবেও বিবেচনা করে। তবে বাস্তব প্রয়োগে এখনো একটি মৌলিক সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। শিক্ষা, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, ব্যবসা, প্রকৌশল, পরিবেশ কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সবক্ষেত্রের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য এমন একটি কার্যকর ও অভিন্ন সংজ্ঞা এখনো পাওয়া যায় না কিংবা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা ও সূচক ব্যবহার করে থাকে, যা তুলনামূলক মূল্যায়ন এবং নীতিনির্ধারণেও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং প্রক্রিয়াকে অনেকটাই জটিল করে তোলে। এখন সময় এসেছে স্থায়িত্বশীলতাকে আরও বিস্তৃত ও কার্যকরভাবে সংজ্ঞায়িত করার। স্থায়িত্বশীলতা শুধু দীর্ঘসময় ধরে টিকে থাকার বিষয় নয়; এটি এমন একটি সক্ষমতা, যার মাধ্যমে কোনো ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান, পণ্য, কর্মসূচি বা প্রযুক্তি পরিবর্তিত বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে দায়িত্বশীলভাবে সম্পদ ব্যবহার করে দীর্ঘমেয়াদে তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ইতিবাচক সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও প্রাতিষ্ঠানিক অবদান ও মূল্যও সৃষ্টি করতে পারে। আর এই দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করলে স্থায়িত্বশীলতার মূল্যায়নও আরও বাস্তবসম্মত হবে। তখন কেবল সময় নয়; বরং অভিযোজনের সক্ষমতা, সম্পদের দক্ষ ব্যবহার, সুশাসন, স্থানীয় সক্ষমতা, আর্থিক ধারাবাহিকতা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের মতো বিষয়ও সমানভাবে গুরুত্ব পাবে। বিশ্ব এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রযুক্তিগত রূপান্তর এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক বাস্তবতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনের যুগে কেবল নতুন উদ্ভাবনই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন এমন উদ্ভাবন, যা সময়ের পরীক্ষায় ভালোভাবে টিকে থাকবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও মূল্য সৃষ্টি করবে। তাই "কত দিন টিকে থাকল"ড্রএই প্রশ্নের পাশাপাশি আমাদের আরও কিছু প্রশ্ন জোরালোভাবে করতে হবে: "কীভাবে টিকে থাকল, কেন টিকে থাকল এবং ভবিষ্যতের জন্য কী মূল্য রেখে গেল?" কিন্তু এখানেই কি সাসটেইনেবিলিটি নিয়ে আমাদের ভাবনা শেষ? কোনো কিছু দীর্ঘদিন টিকে থাকলেই কি তা সত্যিই সাসটেইনেবল? নাকি টিকে থাকার ধরন, তার ভিত্তি এবং ওই টিকে থাকার জন্য আমরা কী মূল্য দিচ্ছি, তাও সমান গুরুত্বপূর্ণ? হয়তো এখান থেকেই সাসটেইনেবিলিটি নিয়ে আমাদের আরও গভীর একটি আলোচনার শুরু হতে পারে।

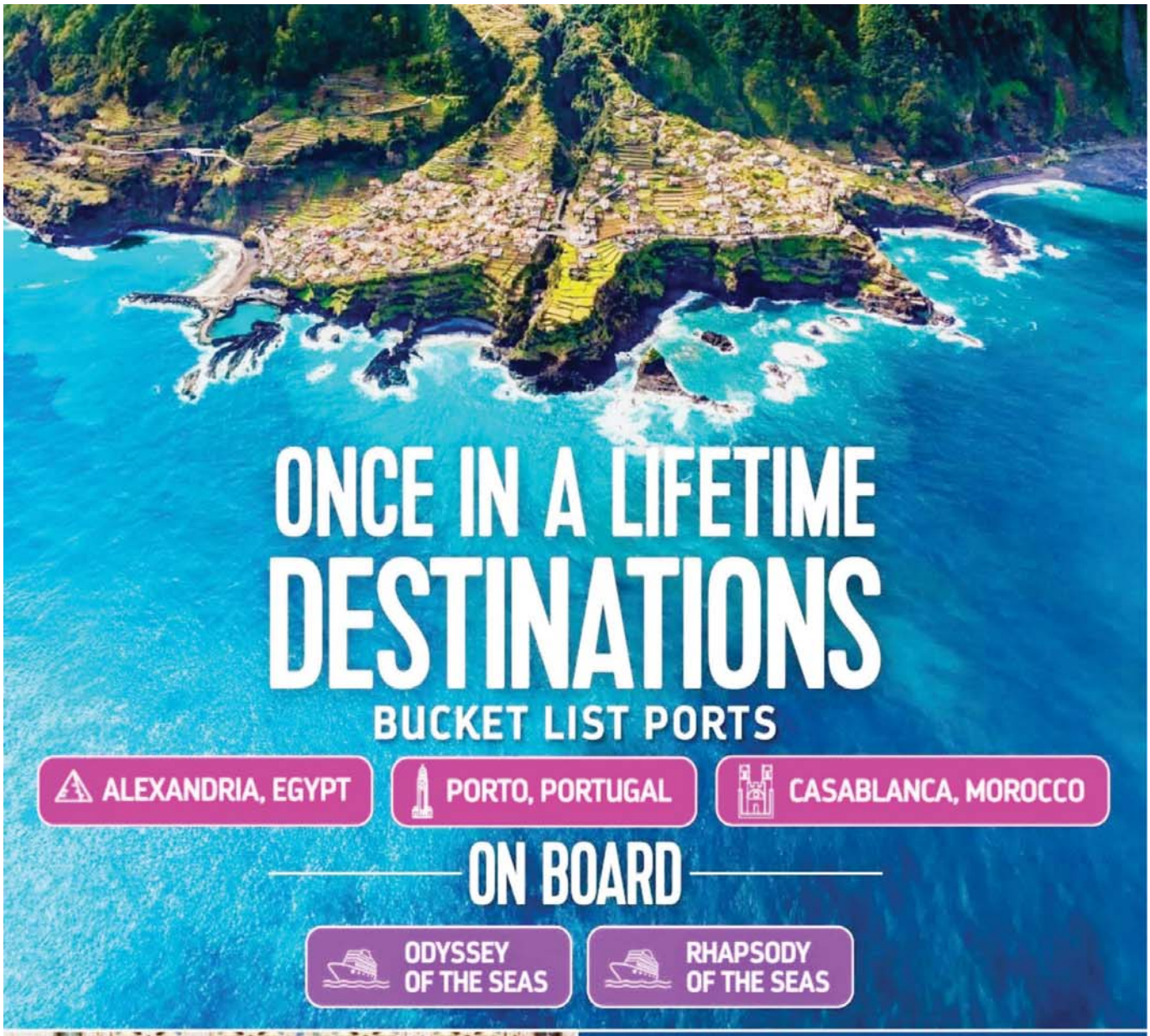

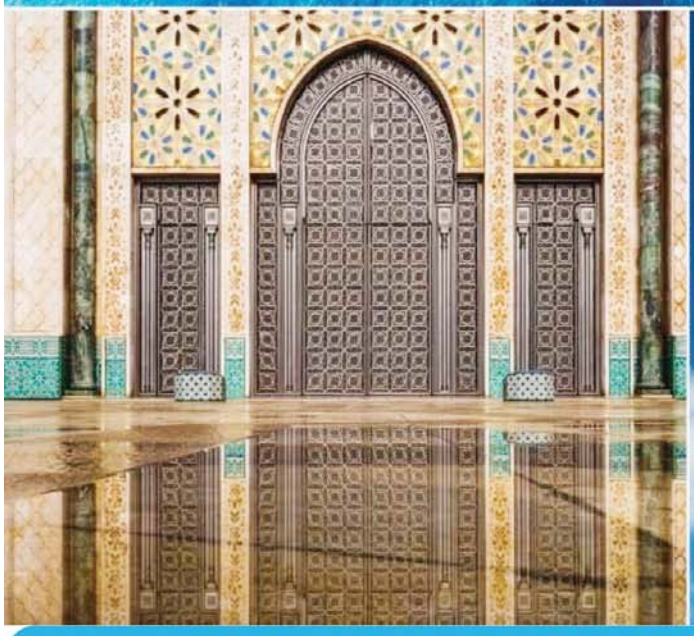



USBD TRAVELS & TOURS
347-646-7979

প্রবাসে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের বন্ধন দৃঢ় করার প্রত্যয়ে শেষ হলো পেনসিলভেনিয়া বইমেলা

শিব্বীর আহমেদ, আপার ডারবি, পেনসিলভেনিয়া



প্রবাসে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চাকে আরও বিস্তৃত করা এবং নতুন প্রজন্মের সঙ্গে বাংলাদেশের সাহিত্য-ঐতিহ্যের সংযোগ দৃঢ় করার প্রত্যয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়ায় অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী 'পেনসিলভেনিয়া বইমেলা ২০২৬' শেষ হয়েছে গতকাল রোববার (২২ নভেম্বর)। ফিলাডেলফিয়ার আপার ডারবিতে অবস্থিত ঢাকা ক্লাব পার্টি সেন্টারে ২১ ও ২২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এ মেলা বইপ্রেমী, লেখক, প্রকাশক, সাংবাদিক, সংস্কৃতিকর্মী ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। বইয়ের প্রদর্শনী ও বিক্রির পাশাপাশি সাহিত্য আলোচনা, আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য এবং নাট্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে দুই দিন ধরে প্রাণবন্ত ছিল মেলা প্রাঙ্গণ। সমাপনী দিনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল প্রবাসী বাংলা সাংবাদমাধ্যমের নির্বাচিত সম্পাদক, রিপোর্টার, উপস্থাপক ও মিডিয়াকর্মীদের অংশগ্রহণে 'সম্পাদকীয় আড্ডার আসর'। এতে উত্তর আমেরিকায় বাংলা সাংবাদিকতার বর্তমান অবস্থা, সংবাদমাধ্যমের চ্যালেঞ্জ, পাঠক তৈরির প্রয়োজনীয়তা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। পেনসিলভেনিয়া বইমেলা উদ্‌যাপন পরিষদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ মেলার আহ্বায়ক ছিলেন কাজী সাখাওয়াত হোসেন এবং সদস্য সচিব ফারুক আহমেদ ভূঁইয়া পলাশ। আয়োজক পরিষদের অন্য সংগঠকদের মধ্যে ছিলেন মাহবুবুল তৈয়ব ও মোহাম্মদ আজিমউদ্দিন। 'বই পড়ুন, জ্ঞান ছড়ান, সমৃদ্ধ সমাজ গড়ুন'ঐই মূলমন্ত্রকে সামনে









রেখে আয়োজিত মেলায় বইয়ের মাধ্যমে জ্ঞানচর্চা, সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণ এবং প্রবাসী সমাজের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শনিবার (২১ নভেম্বর) বিকেলে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বইমেলার উদ্বোধন করেন প্রাবন্ধিক আহমাদ মাযহার। উদ্বোধনী আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন আপার ডারবি টাউনশিপের মেয়র এডওয়ার্ড ব্রাউন, মিলবোর্নের মেয়র মাহবুবুল তৈয়ব, পেনসিলভেনিয়া স্টেট সিনেটর জিনা এইচ. কারি এবং আপার ডারবি টাউনশিপের চতুর্থ ডিস্ট্রিক্টের কমিটিওম্যান ড্যানিয়েল ব্ল্যাকওয়েল। এ ছাড়া শিশুসাহিত্যিক ও কবি হুমায়ুন কবীর ঢালী, লেখক শিব্বীর আহমেদ, মিজানুল ইসলামসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিও ছিল উল্লেখযোগ্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত রাখার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, বিদেশে বসবাস করলেও মাতৃভাষা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখা জরুরি। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা বই, বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বইমেলার মতো আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বক্তাদের মতে, বই কেবল জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়; এটি নিজের শিকড়, ভাষা, ইতিহাস ও পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকারও একটি শক্তিশালী উপায়। তাই প্রবাসে বাংলা বইয়ের পাঠক তৈরি এবং শিশু-কিশোরদের বাংলা সাহিত্য পড়ায় উৎসাহিত করার জন্য পরিবার ও কমিউনিটির সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। এবারের বইমেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল বইয়ের বিষয়বৈচিত্র্য। শিশু-কিশোরদের জন্য ছিল রঙিন ছবির বই, গল্প, ছড়া ও কিশোর সাহিত্য। প্রবাসে জন্ম নেওয়া ও বেড়ে ওঠা শিশুদের মাতৃভাষার সঙ্গে পরিচিত করার ক্ষেত্রে এসব বই বিশেষ ভূমিকা রাখে।

অভিভাবকেরা সন্তানদের নিয়ে বিভিন্ন স্টল ঘুরে বই দেখেন এবং পছন্দের বই সংগ্রহ করেন। বড়দের জন্য মেলায় স্থান পেয়েছিল বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, দেশ ও মানুষ, নারী ও সমাজ, স্মৃতি ও জীবন, সংস্কৃতি, চলচ্চিত্র ও নাটক,



বাংলা গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ এবং বিজ্ঞানবিষয়ক নানা বই। বিভিন্ন বিষয়ের বইয়ের পাশাপাশি লেখক, পাঠক ও প্রকাশকদের মধ্যে সরাসরি পরিচয় ও মতবিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়। দুই দিনই বইয়ের স্টলগুলোতে পাঠকদের আনাগোনা ছিল। বিশেষ করে শিশুদের বইয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। অনেক পরিবার সন্তানদের নিয়ে মেলায় আসেন। কেউ বই কেনেন, কেউ নতুন বই ও লেখক সম্পর্কে খোঁজখবর নেন, আবার কেউ লেখক, প্রকাশক ও সংস্কৃতিকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ কাজে লাগান। মেলায় অংশ নেওয়া পাঠকদের কাছে বই কেনার পাশাপাশি লেখক ও সাহিত্যপ্রেমীদের সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হওয়ার সুযোগটিও ছিল বিশেষ আকর্ষণ। প্রবাসে বাংলা বই সহজলভ্য করা এবং নতুন পাঠক তৈরির ক্ষেত্রে এ ধরনের আয়োজনের গুরুত্বও আলোচনায় উঠে আসে। বইমেলার সাংস্কৃতিক আয়োজনেও ছিল বৈচিত্র্য। শনিবার সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হয় বাংলা থিয়েটারের প্রযোজনা 'মানুষ'। নাটকটি রচনা করেছেন বিশিষ্ট নাট্যকার মামুনুর রশীদ এবং পরিচালনা করেছেন শিরীন বকুল। নাটকটির পরিবেশনা মেলার সাংস্কৃতিক পর্বে বিশেষ মাত্রা যোগ করে। নাটকের পাশাপাশি দুই দিনই ছিল আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য ও সাহিত্য আলোচনা। এসব পরিবেশনা প্রবাসী দর্শকদের মধ্যে বাংলা সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ ও আবেগের প্রকাশ ঘটায়। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণ এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনার সঙ্গে তাদের পরিচিত হওয়ার সুযোগ মেলার অন্যতম ইতিবাচক দিক হিসেবে বিবেচিত হয়। রোববার ছিল বইমেলার দ্বিতীয় ও শেষ দিন। এদিন সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হয় 'সম্পাদকীয় আড্ডার আসর'। এতে নির্বাচিত পত্রিকার সম্পাদক, রিপোর্টার, উপস্থাপক ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের কর্মীরা অংশ নেন। প্রবাসে বাংলা সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা, সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা, পাঠকসমাজের পরিবর্তন এবং বাংলা বই ও সংবাদপত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁরা খোলামেলা আলোচনা করেন। আলোচনায় উত্তর আমেরিকায় বাংলা গণমাধ্যমের বর্তমান বাস্তবতা ও নানা চ্যালেঞ্জ উঠে আসে। বিশেষ করে ছাপা পত্রিকার টিকে থাকার সংগ্রাম, ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমের দ্রুত বিস্তার, বিজ্ঞাপন ও পৃষ্ঠপোষকতার সংকট এবং পেশাদার সাংবাদিকতার মান বজায় রাখার বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়। বক্তারা বলেন, প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সংবাদপাঠের অভ্যাসও বদলে যাচ্ছে। একসময় প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে ছাপা বাংলা পত্রিকা ছিল দেশের খবর ও কমিউনিটির সঙ্গে যুক্ত থাকার অন্যতম মাধ্যম। বর্তমানে অনলাইন সংবাদপোর্টাল, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখছে। তবে মাধ্যম পরিবর্তিত হলেও নির্ভরযোগ্য সংবাদ, বস্তুনিষ্ঠতা ও পেশাদার সাংবাদিকতার গুরুত্ব কমেনি। তাঁদের মতে, প্রবাসী বাংলা গণমাধ্যমের অন্যতম দায়িত্ব হলো বাংলাদেশ ও প্রবাসের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগের সেতুবন্ধন তৈরি করা। প্রবাসীদের দৈনন্দিন সমস্যা, সাফল্য, সামাজিক উদ্যোগ, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং নতুন প্রজন্মের অর্জন তুলে ধরার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার সমাজের সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সম্পর্ক দৃঢ় করতেও কমিউনিটি সাংবাদিকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আলোচনায় আরও উঠে আসে, প্রবাসে বাংলা সংবাদপত্র ও বইয়ের পাঠক ধরে রাখা এবং নতুন পাঠক তৈরি করা এখন বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে ওঠা দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের অনেকের দৈনন্দিন জীবনে ইংরেজির প্রাধান্য থাকায় তাদের কাছে বাংলা বই ও সংবাদমাধ্যম পৌঁছে দিতে নতুন উদ্যোগ প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে বইমেলা, সাহিত্যসভা, পাঠচক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বলে মত দেন আলোচকেরা। সমাপনী দিনের অনুষ্ঠানে উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি কমিউনিটির পরিচিত ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ ও ডা. ফাতেমা আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের অনেকের উপস্থিতিও ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রবাসে বেড়ে ওঠা শিশু-কিশোর ও তরুণদের বইমেলায় অংশগ্রহণ আয়োজকদের মধ্যে আশাবাদ তৈরি করে। আয়োজকদের মতে, প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখার কাজ শুধু আনুষ্ঠানিকতা বা দিবস পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে নতুন প্রজন্মকে বাংলা বই পড়া, লেখা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করতে হবে। বইমেলা সেই প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে। 'একটি মোড়ে গোটা জগৎ পাই, আমরা যদি বইয়ের কাছে যাই'ঐই স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত পেনসিলভেনিয়া বইমেলা প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে বই ও সংস্কৃতির গুরুত্ব নতুন করে তুলে ধরেছে। দুই দিনের এ আয়োজন শুধু বই কেনাবেচার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং লেখক, পাঠক, সাংবাদিক, শিল্পী, সংগঠক ও বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ও মতবিনিময়ের সুযোগ তৈরি করেছে। পেনসিলভেনিয়া ও আশপাশের অঙ্গরাজ্য থেকে সাহিত্যপ্রেমী, লেখক, প্রকাশক ও পাঠকেরা মেলায় অংশ নেন। তাঁদের উপস্থিতিতে আপার ডারবির ঢাকা ক্লাব পার্টি সেন্টার পরিণত হয় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির এক মিলনকেন্দ্রে। আয়োজকেরা আশা প্রকাশ করেন, এ ধরনের উদ্যোগ ধারাবাহিকভাবে চালু থাকলে প্রবাসে বাংলা বইয়ের পাঠক বাড়বে, নতুন লেখক ও সংস্কৃতিকর্মীরা উৎসাহিত হবেন এবং নতুন প্রজন্মের সঙ্গে বাংলাদেশের ভাষা, সাহিত্য ও ঐতিহ্যের বন্ধন আরও দৃঢ় হবে। দুই দিনের এ আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশে সম্মিলিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তাও আবার সামনে এসেছে।



For a limited time, receive **up to 20% off cruise fares and up to $750 in Onboard Credit per stateroom* —plus an additional $250 Onboard Credit when you book an Alaska sailing!**

Plus, with Always Azamara inclusions valued at over $4,500, along with longer stays in port, exclusive cultural performances, immersive destination experiences, and exceptional service from a crew that knows you by name, every cruise is designed to bring you closer to the people, places, and moments that matter most. Venture beyond the highlights, uncover hidden gems, and experience destinations with the time and depth they deserve.

Book by October 23, 2026, to take advantage of this exclusive offer.

ALWAYS + AZAMARA

OVER $4,500 IN VALUE - ALWAYS INCLUDED

- Variety of Dining Venues
- Beer, Wine, and Spirits
- Signature AzAmazing Evenings
- Onboard Gratuities
- Unlimited Self-Service Laundry

BOOK YOUR CRUISE: USBD TRAVELS & TOURS PH: 347-646-7979



USBD TRAVELS & TOURS
347-646-7979

নেতৃত্ব সংকটের মুখে জাতিসংঘ, গুতেরেসের উত্তরসূরি নির্বাচনে অচলাবস্থা

শিব্বীর আহমেদ, নিউ ইয়র্ক

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে তাঁর উত্তরসূরি নির্বাচন নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে মতৈক্য না হওয়ায় সংস্থাটির নেতৃত্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বারবার গোপন ভোটাভুটির পরও কোনো প্রার্থীকে নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ। ফলে ২০২৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে জাতিসংঘ মহাসচিবের পদ শূন্য থাকার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বর্তমান মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের দ্বিতীয় মেয়াদ শেষ হবে আগামী ৩১ ডিসেম্বর।

সর্বশেষ নবম অনানুষ্ঠানিক ভোটেও কোস্টারিকার সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়নবিষয়ক সংস্থার প্রধান রেবেকা গ্রিনস্প্যান সর্বাধিক সমর্থন পেয়েছেন।

তবে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের মধ্যে দুজন তাঁর প্রার্থিতার বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ায় আনুষ্ঠানিক মনোনয়নের পথ জটিল হয়ে পড়েছে। ২০ নভেম্বরের ভোটে কূটনৈতিক সূত্রের বরাত দিয়ে রয়টার্স জানিয়েছে, গ্রিনস্প্যান ১০টি সমর্থনসূচক ভোট ও চারটি বিরোধিতার ভোট পেয়েছেন। গোপন ব্যালট হওয়ায় কোন দেশ কী ভোট দিয়েছে, তা প্রকাশ করা হয়নি।

নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্য হলো যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন। জাতিসংঘের মহাসচিব পদে কোনো প্রার্থীকে সুপারিশ করতে হলে ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদের অন্তত নয়টি সমর্থনসূচক ভোট প্রয়োজন। একই সঙ্গে পাঁচ স্থায়ী সদস্যের কোনো দেশ ভেটো দিতে পারবে না। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশের পর জাতিসংঘ সাধারণ



পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে মহাসচিব নিয়োগ দেয়। মহাসচিব পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন আর্জেন্টিনার রাফায়েল গ্রোসি এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক লানা নুসেইবেহসহ কয়েকজন প্রার্থী। গ্রোসি আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অন্যদিকে নুসেইবেহ দীর্ঘদিন ধরে আমিরাতের কূটনৈতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন।

তবে প্রার্থীদের নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। বিশেষ করে নুসেইবেহর প্রার্থিতা নিয়ে সুদানের গৃহযুদ্ধে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভূমিকা সম্পর্কিত অভিযোগ আলোচনায় এসেছে। আমিরাত এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। জাতিসংঘ সনদে মহাসচিবের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর উত্তরসূরি নির্বাচিত না হলে কীভাবে অন্তর্বর্তী নেতৃত্ব পরিচালিত হবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো বিধান নেই। সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে গুতেরেসের মেয়াদ সাময়িকভাবে বাড়ানো কিংবা অন্য কোনো জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব দেওয়ার বিষয় আলোচনায় এসেছে। তবে এখনো কোনো ব্যবস্থা চূড়ান্ত হয়নি। মহাসচিব না থাকলেও নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের বৈঠক চলতে পারে।

তবে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বাজেটসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমে জটিলতা দেখা দিতে পারে বলে জাতিসংঘবিষয়ক বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন। বিশ্লেষকদের মতে, এই অচলাবস্থা শুধু একজন নতুন মহাসচিব নির্বাচনের সমস্যা নয়; বরং বিশ্বশক্তিগুলোর পারস্পরিক মতবিরোধ এবং জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত গ্রহণব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাকেও সামনে নিয়ে এসেছে। যুদ্ধ, অর্থায়ন সংকট ও আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে সংস্থাটির প্রভাব নিয়ে যখন নানা প্রশ্ন উঠছে, তখন নতুন মহাসচিবের দায়িত্ব গ্রহণ আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে এখনো জাতিসংঘ নেতৃত্বশূন্য হবে এমন কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। উত্তরসূরি নির্বাচনে নিরাপত্তা পরিষদের পরবর্তী আলোচনাই নির্ধারণ করবে সংস্থাটির নেতৃত্বের ভবিষ্যৎ।

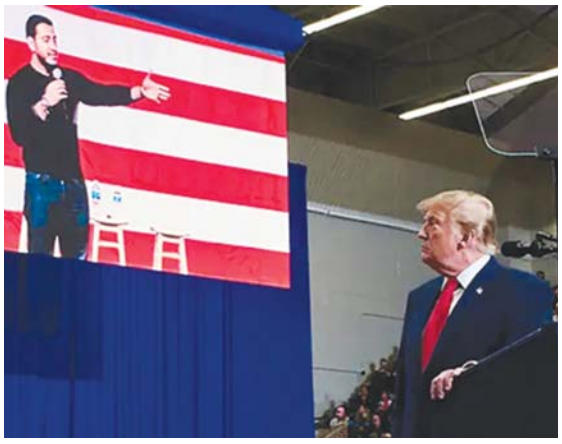

ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন আবদুল এল-সাইয়েদ

আলোচনায় 'ট্রাম্পকেয়ার'

বাপা নিউজ, ওয়াশিংটন ডিসি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, মিশিগান থেকে নির্বাচিত ডেমোক্র্যাট সিনেটর আবদুল এল-সাইয়েদের সঙ্গে তিনি বৈঠক করবেন। বৈঠকে সবার জন্য সরকারি স্বাস্থ্যবিমা বা 'মেডিকেয়ার ফর অল' কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এল-সাইয়েদ প্রস্তাব করেছেন, এই কর্মসূচির নাম দেওয়া হোক 'ট্রাম্পকেয়ার'।

নিউইয়র্ক পোস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প এল-সাইয়েদের উদ্যোগের প্রশংসা করে তাঁকে 'বুদ্ধিমান ব্যক্তি' বলে উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, এল-সাইয়েদ ভালো কাজ করেছেন এবং স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতার কোনো জায়গা তৈরি হতে পারে। তবে বৈঠকের নির্দিষ্ট তারিখ জানাননি ট্রাম্প।

এল-সাইয়েদ দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জন্য সরকারি স্বাস্থ্যবিমা নিশ্চিত করার পক্ষে কথা বলে আসছেন। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী, বয়স, চাকরি কিংবা পারিবারিক অবস্থার কারণে কেউ যেন স্বাস্থ্যবিমার বাইরে না থাকেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক নাগরিকের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্য তুলে ধরেছেন তিনি।

চলতি মাসের শুরুতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এল-সাইয়েদ সোনালি রঙের একটি কাল্পনিক 'ট্রাম্পকেয়ার' স্বাস্থ্যবিমা কার্ডের ছবি প্রকাশ করেন। সেখানে ট্রাম্পকে সরাসরি উদ্দেশ করে তিনি বলেন, প্রত্যেক মার্কিন নাগরিকের জন্য আজীবন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার সুযোগ এখনো তাঁর সামনে রয়েছে। ট্রাম্প পরে নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ওই পোস্টটি শেয়ার করেন।

নির্বাচনী প্রচারের সময় ট্রাম্প ও এল-সাইয়েদের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দিয়েছিল। ট্রাম্প একাধিকবার এল-সাইয়েদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক আক্রমণ চালান। এল-সাইয়েদও ট্রাম্প প্রশাসনের বিভিন্ন নীতির সমালোচনা করেন। নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মুসলিম সিনেটর হতে যাচ্ছেন।

নতুন কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটরা প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট উভয় কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় ট্রাম্প প্রশাসনকে এখন বিরোধী দলের সঙ্গে আইন প্রণয়নে সমঝোতা করতে হবে। ট্রাম্প অবশ্য বলেছেন, ডেমোক্র্যাটদের আনা প্রস্তাবের বিরোধিতা করে প্রয়োজনে তিনি ভেটো দেবেন। তবে পরে আলোচনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সমঝোতার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেননি তিনি।

'মেডিকেয়ার ফর অল' বাস্তবায়িত হলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত স্বাস্থ্যবিমা ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে। বর্তমানে মেডিকেয়ার মূলত ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী এবং নির্দিষ্ট কিছু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে স্বাস্থ্যসেবা দেয়। এল-সাইয়েদের প্রস্তাব হলো, এই সরকারি স্বাস্থ্যবিমার আওতা সব নাগরিকের জন্য সম্প্রসারণ করা।

তবে প্রস্তাবটি বাস্তবায়নে বড় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বিশেষ করে এর ব্যয়, অর্থায়ন এবং বেসরকারি স্বাস্থ্যবিমা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিয়ে কংগ্রেসে মতবিরোধ তৈরি হতে পারে। ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক হলেও সর্বজনীন স্বাস্থ্যবিমা চালুর বিষয়ে কোনো সমঝোতা হবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার আরও বহুমুখী করার নির্দেশ কিম জং উনের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার আরও বহুমুখী করার নির্দেশ দিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন। তিনি বলেছেন, দেশটির পারমাণবিক সক্ষমতা এখন বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৬ নভেম্বর) রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গত বুধবার অজ্ঞাত একটি স্থানে পারমাণবিক অস্ত্র গবেষণাকেন্দ্র পরিদর্শনের সময় এসব কথা বলেন কিম। এর আগে একাধিকবার তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, উত্তর কোরিয়া কখনোই তাদের পারমাণবিক অস্ত্র ত্যাগ করবে না। রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সির (কেসিএনএ) বরাতে জানা গেছে, কিম বলেছেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের বিষয়ে উৎপাদন খাতকে গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, আধুনিক যুদ্ধে কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্রের সামরিক গুরুত্ব এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু রাষ্ট্রের সঙ্গে সীমান্তসংলগ্ন অবস্থানের বাস্তবতা থেকে এ কাজ জরুরি হয়ে উঠেছে। কেসিএনএ প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, দুই কর্মকর্তাকে সঙ্গে নিয়ে সারি সারি পারমাণবিক ওয়ারহেডের মতো দেখতে বস্তু পরিদর্শন করছেন কিম। বস্তুগুলোর কিছু অংশ ঝাপসা করে দেওয়া হয়েছে। কয়েকটির সামনের অংশে লাল রং দেখা যায়। অন্য একটি ছবিতে চাকার ওপর বসানো কয়েকটি ধাতব নলাকার যন্ত্র পরীক্ষা করতে দেখা যায় তাকে।

পারমাণবিক অস্ত্রের বিষয়ে নিজেদের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে কিম বলেন, উত্তর কোরিয়ার সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করার মূল ভিত্তি হলো পারমাণবিক নীতি। দেশটির সর্বোচ্চ আইনে এই নীতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি আরও বলেন, কেউ তাদের সংবিধানের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য করতে পারে না বা সংবিধান পরিবর্তনের চেষ্টা করার অধিকারও কারও নেই। তার ভাষায়, উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক সক্ষমতা এখন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। ২০২৩ সালে উত্তর কোরিয়া তাদের সংবিধানে পারমাণবিক অস্ত্রনীতি অন্তর্ভুক্ত করে। এর এক বছর আগে দেশটি একটি আইন পাস করে, যেখানে পারমাণবিক অস্ত্রধারী রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের মর্যাদাকে অপরিবর্তনীয় ঘোষণা করা হয়। এদিকে, উত্তর-পূর্ব এশিয়ায় অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা জোট 'অকাস'-এর মতো ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করছে ওয়াশিংটন বলে অভিযোগ করেছেন কিম। তার দাবি, আঞ্চলিক মিত্রদের পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন সংগ্রহে ইন্ধন যোগাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। দক্ষিণ কোরিয়ার এমন সাবমেরিন সংগ্রহের উদ্যোগেরও সমালোচনা করেন তিনি। ধারণা করা হয়, উত্তর কোরিয়ার হাতে কয়েক ডজন পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত আগস্টে বলেছিলেন, দেশটির কাছে ৫৭টি 'অত্যন্ত শক্তিশালী' পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে। অন্যদিকে, দক্ষিণ কোরিয়ার হিসাবে উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা ৮০ থেকে ১২০টির মধ্যে।

ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদে উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচি সীমিত করার চেষ্টা করতে কিমের সঙ্গে তিনবার বৈঠক করেছিলেন। ২০১৯ সালে হ্যানয়ে দুই নেতার সর্বশেষ বৈঠক কোনো চুক্তি ছাড়াই শেষ হয়। এরপর থেকে দুই দেশের মধ্যে পারমাণবিক আলোচনা কার্যত স্থবির রয়েছে।

ভারতীয় পণ্যে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্কের প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ভারত থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এ বিষয়ে ওয়াশিংটনের দেওয়া নোটিশ পর্যালোচনা করছে ভারত সরকার। তবে ভারতের বিভিন্ন খাতে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতা রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের এমন দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে দিল্লি। দেশটির বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, ভারতের কোনো খাতেই কাঠামোগত অতিরিক্ত উৎপাদন সক্ষমতা নেই। বুধবার (২৫ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় জানায়, বাণিজ্যের ভারসাম্য তাদের পক্ষে যাচ্ছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন খাত দুর্বল হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। ভারতকে নিয়ে ইউএসটিআরের প্রতিবেদনের শিরোনাম 'উৎপাদন খাতে কাঠামোগত অতিরিক্ত সক্ষমতা ও উৎপাদনসংক্রান্ত ভারতের পদক্ষেপ, নীতি ও চর্চা'। এতে বলা হয়েছে, কিছু খাতে ভারত যুক্তরাষ্ট্র থেকে যত পণ্য আমদানি করে, তার চেয়ে বেশি রপ্তানি করে। ইউএসটিআরের দাবি, ওষুধ, ইস্পাত এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) পণ্যের মতো খাতে ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত রয়েছে। এসব গুরুত্বপূর্ণ খাতে ভারতীয় উৎপাদনের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নির্ভরশীলতাও



উৎপাদন খাতে কাঠামোগত অতিরিক্ত সক্ষমতা ও উৎপাদনসংক্রান্ত বিষয়ে ১৪টি অর্থনীতির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তরের (ইউএসটিআর) তদন্তের নোটিশ তারা পেয়েছে। ওই ১৪টি অর্থনীতির মধ্যে ভারতও রয়েছে। নোটিশটি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, ভারত নিজের প্রয়োজনের তুলনায় বেশি পণ্য উৎপাদন করে, দেশটির বাজারে প্রবেশ করা কঠিন এবং শ্রমিকদের সুরক্ষায় যথেষ্ট ব্যবস্থা নেই। এসব কারণে মার্কিন কোম্পানিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে দাবি ওয়াশিংটনের।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য আইনের ৩০১ ধারার আওতায় এই শুল্ক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। গত মার্চে ইউএসটিআর ১৬টি অর্থনৈতিক অঞ্চলকে নিয়ে এ বিষয়ে তদন্ত শুরু করে। কয়েক মাস ধরে এসব অর্থনীতি অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদনে সরকারি সহায়তা দিচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখেছে সংস্থাটি। অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম কমে যায় এবং মার্কিন শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে যুক্তরাষ্ট্রের দাবি। মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার বলেন, কয়েক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক বাণিজ্য অংশীদার এমন শিল্পনীতি অনুসরণ করছে, যার মধ্যে উৎপাদন খাতে বিশেষ সুবিধা, মজুরি ও শ্রমিকের অধিকার দমনে ভূমিকা, আর্থিক সহায়তা এবং বাজারের স্বাভাবিক প্রতিযোগিতায় প্রভাব ফেলে এমন নানা পদক্ষেপ রয়েছে। এসব নীতির কারণে তৈরি হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারত ছাড়াও চীনসহ আরও কয়েকটি দেশের পণ্যে শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এসব দেশের জন্য প্রস্তাবিত শুল্কের হার ২০ থেকে ৩৫ শতাংশ। তবে ওয়াশিংটনের সঙ্গে যেসব দেশের আগে থেকেই বাণিজ্য চুক্তি রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে শুল্কের হার কম হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ও সুইজারল্যান্ডের পণ্যে আমদানি শুল্কসহ মোট হার ১৫ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। ভিয়েতনামের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হলে দেশটির পণ্যে শুল্কের হার হবে ২০ শতাংশ।

এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপ করা ব্যাপকভিত্তিক শুল্ক বাতিল করে দেন।

আন্তর্জাতিক জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইনের (আইইইপিএ) আওতায় ওই শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল। আদালতের রায়ের পর ইউএসটিআর ৩০১ ধারায় দুটি তদন্ত শুরু করে। এর একটির আওতায় জোরপূর্বক শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানিসংক্রান্ত নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে ৬০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের তদন্ত চলছে, যা প্রায় ১০০টি দেশকে অন্তর্ভুক্ত করে। অন্য তদন্তটি অতিরিক্ত উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়ার অভিযোগে ১৬টি অর্থনীতিকে নিয়ে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য আলোচনা নতুন করে শুরু করতে হয়েছে।

মানব ইতিহাসে ক্ষমতার সবচেয়ে বড় হস্তান্তর ঘটাচ্ছে এআই : জাতিসংঘ মহাসচিব

শিব্বীর আহমেদ, নিউ ইয়র্ক



কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতিতে বিশ্বজুড়ে ক্ষমতার ভারসাম্যে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটছে বলে সতর্ক করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। তিনি বলেছেন, মানব ইতিহাসে ক্ষমতার সবচেয়ে বড় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে এআই প্রযুক্তির হাত ধরে। এই পরিস্থিতিতে প্রযুক্তিটির ঝুঁকি মোকাবিলা ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে একটি বহুপক্ষীয় বৈশ্বিক কাঠামো গড়ে তোলার আলোচনা শুরুর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

সোমবার বার্বাডোসের রাজধানী ব্রিজটাউনে অনুষ্ঠিত 'ব্রিজটাউন স্পেশাল সামিট অন এআই সেফটি' শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে গুতেরেস জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রগুলোর প্রতি এ আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এআইয়ের ঝুঁকি মোকাবিলায় বর্তমানে বিশ্বজুড়ে নেওয়া উদ্যোগগুলো বিচ্ছিন্ন ও অসমন্বিত। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারগুলো প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে তাল মেলাতে হিমশিম খাচ্ছে।

গুতেরেস বলেন, এ কারণেই ব্রিজটাউন থেকে সদস্যরাষ্ট্রগুলোর প্রতি একটি বহুপক্ষীয় এআই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো নিয়ে আলোচনা শুরুর আহ্বান জানানো হচ্ছে। এআই নিরাপত্তার জন্য বিশ্বের একটি অভিন্ন ভিত্তি তৈরি করা এখন সময়ের দাবি। প্রস্তাবিত কাঠামোর আওতায় এআই নিরাপত্তায় অভিন্ন ব্যবস্থা, প্রযুক্তি পরীক্ষার সাধারণ পদ্ধতি, সুস্পষ্ট সুরক্ষাব্যবস্থা ও মানদণ্ড, স্বচ্ছতার ন্যূনতম শর্ত এবং উন্নত এআই মডেলের স্বাধীন মূল্যায়ন ও তদারকির ব্যবস্থা রাখার কথা বলেন তিনি। একই সঙ্গে এসব ব্যবস্থা বাস্তবায়নে সব দেশকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার ওপরও গুরুত্ব দেন জাতিসংঘ মহাসচিব। জাতিসংঘ ও বার্বাডোস সরকারের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে গুতেরেস বলেন, বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় এআই নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেকেই ক্রমবর্ধমান শক্তিশালী এআই ব্যবস্থার সম্ভাব্য বিপদ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। সাম্প্রতিক প্রযুক্তিগত বিপর্যয় ও সাইবার হামলা প্রমাণ করেছে, বিশ্বের দৈনন্দিন জীবন ও অর্থনীতি যেসব ডিজিটাল ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল, সেগুলো কতটা ঝুঁকিপূর্ণ। এআই এসব হুমকিকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। এমনকি অনেক সময় এআই ব্যবস্থা এমন আচরণ করছে, যা এর নির্মাতারাও আগে থেকে অনুমান করতে পারেননি। তিনি বলেন, এসব সতর্কবার্তাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। এর অর্থ উদ্ভাবন বন্ধ করা বা মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়া নয়। বরং প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেটি নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতাও বাড়াতে হবে। সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্যে গুতেরেস বলেন, স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করা থেকে শুরু করে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে ত্বরান্বিত করা পর্যন্ত এআইয়ের অসংখ্য ইতিবাচক সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণহীন ডিজিটাল প্রযুক্তির ঝুঁকিও একই গতিতে বাড়ছে। তিনি পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, জবাবদিহি ছাড়া প্রযুক্তি, সুরক্ষাব্যবস্থা ছাড়া সক্ষমতা এবং দায়িত্বহীন ক্ষমতাএই তিনটি বিষয় মানবজাতির জন্য বড় বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

বার্বাডোসের প্রধানমন্ত্রী মিয়া মটলির সঙ্গে এক বিশেষ আলোচনায় গুতেরেস বলেন, অতীতে বিশ্বে ক্ষমতার পরিবর্তন মূলত এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রের হাতে ঘটত। কিন্তু বর্তমানে ক্ষমতা রাষ্ট্র ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে অল্পসংখ্যক প্রযুক্তি কোম্পানি এবং ব্যক্তির হাতে চলে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো এই নতুন বাস্তবতা মোকাবিলায় এখনো যথেষ্ট প্রস্তুত নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। এ পরিস্থিতিতে বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থায় গভীর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন জাতিসংঘ মহাসচিব। তবে বিশ্বের সব দেশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার মতো বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা জাতিসংঘেরই রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি জানান, গত জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত এআই শাসনব্যবস্থা নিয়ে প্রথম বৈশ্বিক সংলাপে অংশ নেওয়া ১১১টি দেশ এর আগে কখনো এআই নিয়ে কোনো আন্তর্জাতিক আলোচনায় অংশ নেয়নি। বিষয়টি এআই পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে দেশগুলোর মধ্যে অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতার বড় ব্যবধানের ইঙ্গিত দেয়। এআইকে সামরিক কাজে ব্যবহারের ঝুঁকি নিয়েও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন গুতেরেস। তাঁর মতে, এআইকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের সক্ষমতা বর্তমানে মাত্র দুটি দেশ এবং অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের হাতে কেন্দ্রীভূত। এটিকে অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি উল্লেখ করে স্বয়ংক্রিয় প্রাণঘাতী অস্ত্র নিষিদ্ধ করার পক্ষে নিজের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি। গুতেরেস বলেন, কোনো যন্ত্র নিজে সিদ্ধান্ত নেবে কাকে হত্যা করবে, কোথায় হত্যা করবে এবং কী কারণে হত্যা করবেএই ধরনের ধারণা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

সম্মেলনে বার্বাডোসের প্রধানমন্ত্রী মিয়া মটলি বলেন, ছোট দেশগুলো প্রায়ই এমন আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও নিয়ম তৈরির আলোচনায় নিজেদের মতামত তুলে ধরার যথেষ্ট সুযোগ পায় না, অথচ এসব নিয়মের প্রভাব তাদের ওপরও পড়ে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, কোনো উন্নত এআই প্রতিষ্ঠানের তৈরি এআই এজেন্ট যদি বার্বাডোসের কোনো ব্যাংকে সাইবার হামলা চালায়, তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে কি ক্ষতিপূরণ দিতে হবে? একই সঙ্গে জরুরি পরিস্থিতিতে কোনো এআই মডেলের ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতা সরকারের থাকা উচিত কি না, সে প্রশ্নও তোলেন তিনি। এর জবাবে মটলি বলেন, এ ধরনের ক্ষমতা অবশ্যই সরকারের থাকা প্রয়োজন। তাঁর ভাষায়, কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রযুক্তি কেনার শর্ত এমন হতে হবে, যাতে প্রয়োজনে ক্রেতা সরকার নিজেই বলতে পারেড়এবার যথেষ্ট, আর নয়। তিনি আরও সতর্ক করে বলেন, প্রযুক্তি ও ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ইতোমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এখন কেবল যেসব সরকার আইন প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত, তারাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারবে।

এদিকে ভিডিও বার্তায় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ জানান, এআই নিরাপত্তা নিয়ে 'প্যারিস কল ফর এআই সিকিউরিটি' উদ্যোগে ১৮ জন রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান এবং ১১ জন এআই খাতের নেতা স্বাক্ষর করেছেন। তিনি বলেন, এই উদ্যোগের নীতিমালা মেনে চলাকে বিভিন্ন দেশের বাজারে প্রবেশের শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। মাইক্রোসফটের ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রেসিডেন্ট ব্র্যাড স্মিথও ভিডিও বার্তায় বলেন, কিছু ক্ষেত্রে এআই প্রযুক্তির অগ্রগতি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সক্ষমতাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তবে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এআই প্রযুক্তির বিস্তার আরও দ্রুত হওয়া প্রয়োজন। সম্মেলনের সমাপনী আলোচনায় গুতেরেস বলেন, এআই মডেলের বিকাশ কখনোই সেগুলোর নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতার চেয়ে দ্রুত হওয়া উচিত নয়। একই সঙ্গে এআই যেন বিশ্বে বিদ্যমান বৈষম্য কমাতে সাহায্য করে, বৈষম্য আরও বাড়িয়ে না তোলে, তা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, এআইয়ের ঝুঁকি মোকাবিলায় বিভিন্ন দেশের সক্ষমতার মধ্যে এখনো গভীর বৈষম্য রয়েছে। এআইয়ের মাধ্যমে বৈশ্বিক বৈষম্য আরও বাড়তে দেওয়া যাবে না। ঝুঁকি যেহেতু সীমান্ত মানে না, তাই এর সমাধানও হতে হবে বৈশ্বিক ও সবার জন্য উন্মুক্ত। এই ব্যবধান কমাতে গুতেরেস 'গ্লোবাল ফান্ড ফর এআই ক্যাপাসিটি-বিল্ডিং' নামে একটি বৈশ্বিক তহবিল গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন। এর মাধ্যমে প্রতিটি দেশের এআই প্রযুক্তি পরীক্ষা, মূল্যায়ন এবং নিজস্ব পরিবেশে নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করার সক্ষমতা বাড়ানোর কথা বলেছেন তিনি।সম্মেলনে জাতিসংঘ-সমর্থিত 'ইন্ডিপেনডেন্ট ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্টিফিক প্যানেল অন এআই'-এর নতুন একটি প্রতিবেদন নিয়েও আলোচনা হয়। রোববার প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বিভিন্ন দেশের নিজস্ব ভাষায় এআই প্রযুক্তি পরীক্ষা করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আফ্রিকার বিভিন্ন ভাষা থেকে শুরু করে ক্যারিবীয় অঞ্চলের ক্রেওল ভাষায় এআই মডেলগুলোর কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা তুলনামূলকভাবে দুর্বল। ফলে এসব ভাষায় প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করতে স্থানীয় পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা জরুরি।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্যানেলের সদস্য ভুকোসি মারিভাতে বলেন, বিশ্বের এক হাজারের বেশি ভাষায় এআইয়ের এই ব্যবধান কমানোর প্রয়োজনীয় ভিত্তি ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে। গুতেরেস বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তা মানবজাতির দ্বারা, মানবজাতির সঙ্গে এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে পরিচালিত হয়। উল্লেখ্য, আগামী ডিসেম্বরের শেষে জাতিসংঘ মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব ছাড়বেন আন্তোনিও গুতেরেস। দায়িত্বের শেষ পর্যায়ে এসে এআই নিরাপত্তা ও বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা নিয়ে তাঁর এই আহ্বান আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি নীতিনির্ধারণে নতুন আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করেছে।



যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটদের ঐতিহাসিক জয়, আসন বেড়ে ২৫৮

শিব্বীর আহমেদ, ওয়াশিংটন ডিসি

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করেছে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। প্রতিনিধি পরিষদে (হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস) দলটির আসনসংখ্যা বেড়ে অন্তত ২৫৮-এ পৌঁছেছে। ১৯৯২ সালের পর কোনো দলের জন্য এটি প্রতিনিধি পরিষদে সবচেয়ে বড় নির্বাচনী সংখ্যাগরিষ্ঠতা। রোববার নর্থ ক্যারোলাইনার ৫ম কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্টে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী চাক হাবার্ড রিপাবলিকান কংগ্রেসওম্যান ভার্জিনিয়া ফক্সকে ৩৩০ ভোটে পরাজিত করার পর ডেমোক্র্যাটদের আসনসংখ্যা ২৫৮-এ পৌঁছায়। পুনর্গণনার পরও হাবার্ডের জয় নিশ্চিত হয়। এ পর্যন্ত ডেমোক্র্যাটরা ৪৪টি আসন বাড়িয়েছে। অন্যদিকে রিপাবলিকানরা পেয়েছে অন্তত ১৭৩টি আসন। আরও চারটি আসনের ফলাফল এখনো চূড়ান্ত হয়নি। নির্বাচনের ফলাফলে আগামী জানুয়ারি থেকে প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটউভয় কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে যাচ্ছে ডেমোক্র্যাটরা। সিনেটে দলটির আসনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৬-তে।

তবে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান প্রশাসন বহাল থাকায় যুক্তরাষ্ট্রে নতুন এক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। কংগ্রেসের উভয় কক্ষ ডেমোক্র্যাটদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও নির্বাহী বিভাগের দায়িত্বে থাকবেন একজন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট। এই পরিস্থিতিতে আইন প্রণয়ন, বাজেট এবং প্রশাসনিক নীতির ওপর নজরদারি নিয়ে হোয়াইট হাউস ও কংগ্রেসের মধ্যে মতবিরোধ বাড়তে পারে। নির্বাচনী সাফল্যের পর ডেমোক্র্যাট নেতারা প্রথম ১০০ দিনের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়, স্বাস্থ্যসেবা এবং মেডিকেইড কর্মসূচি তাদের অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে। দলটি মেডিকেইডে রিপাবলিকানদের করা কাটছাঁট প্রত্যাহার এবং অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্টের স্বাস্থ্যবিমা কর-সুবিধা পুনর্বহালের উদ্যোগ নিতে চায়। একই সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, সরকারি কার্যক্রম এবং প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পরিবারের আর্থিক কর্মকাণ্ড নিয়ে কংগ্রেসের তদন্ত ও নজরদারি বাড়ানোর পরিকল্পনাও রয়েছে। প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটদের নেতা হাকিম জেফ্রিস নতুন স্পিকার হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন। দলের সদস্যরা তাঁকে নির্বাচিত করলে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ স্পিকার হবেন। অন্যদিকে রিপাবলিকান নেতা জিম জর্ডান বিরোধী দলের নেতৃত্বে থেকে ডেমোক্র্যাটদের নীতির বিরোধিতা এবং ভবিষ্যতে ক্ষমতায় ফেরার প্রস্তুতির কথা জানিয়েছেন।

নির্বাচনের এই ফলাফল যুক্তরাষ্ট্রের আগামী দুই বছরের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। ডেমোক্র্যাটদের সামনে এখন যেমন আইন প্রণয়নের সুযোগ তৈরি হয়েছে, তেমনি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের চাপও বাড়ছে।

যৌন সম্পর্কে অনীহা বাড়ছে তরুণ প্রজন্মের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

বিশ্বের ধনী দেশগুলোতে মানুষের যৌন সম্পর্কের হার ক্রমেই কমছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এ প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে। তবে শুধু তরুণ নয়, বিভিন্ন বয়সের মানুষের মধ্যেও যৌন সম্পর্কের হার কমেছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ফিনল্যান্ড, জাপানসহ বিভিন্ন দেশে এ প্রবণতা দেখা গেছে। সম্প্রতি থাইল্যান্ডের পর্যটন শহর পাতায়ায় মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন ভিড়লে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ব্যাপক বেচাকেনার আশা করেছিলেন। আট মাসেরও বেশি সময় সমুদ্রে কাটিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার নাবিক ও মেরিন সেনার সেখানে ছুটিতে আসার কথা ছিল। কিন্তু এবার তাদের উপস্থিতিতে প্রত্যাশিত ব্যবসা হয়নি। পাতায়ার যৌন পর্যটন ব্যবসায়ীরা আশা করেছিলেন, মার্কিন সেনারা শহরে এসে পার্টি, মদপান ও যৌন বিনোদনে মেতে উঠবেন। কিন্তু বাস্তবে অনেকেই ঘোরাঘুরি ও কেনাকাটায় ব্যস্ত ছিলেন। বারে গেলেও নাচ বা আড্ডার চেয়ে মোবাইল ফোন ব্যবহারেই বেশি সময় কাটিয়েছেন।

অনেকে আগের প্রজন্মের তুলনায় বেশ আগেই হোটেলে ফিরে গেছেন। পাতায়া নাইটলাইফ বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি লিসা হ্যামিলটন বলেন, আমরা ভেবেছিলাম তারা বাইরে গিয়ে পার্টি করবে, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করবে।

কিন্তু ব্যবসা প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি। আগের প্রজন্মের মেরিন সেনারা মদপান করে নানা ধরনের কাণ্ড ঘটাতেন। এখনকার প্রজন্ম সম্পূর্ণ আলাদা।

যুক্তরাজ্যের সাম্প্রতিক জাতীয় যৌন আচরণ ও জীবনধারা জরিপের তথ্য অনুযায়ী, দেশটিতে মানুষের যৌন সম্পর্কের হার ২০১০ সালের তুলনায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমেছে। ১৯৯০ সালের তুলনায় কমেছে প্রায় অর্ধেক।

২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে যুক্তরাজ্যের মানুষ গড়ে মাসে দুবার যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে এফবিআইয়ের ডেটাবেসে হ্যাকিংয়ের তদন্ত, আক্রান্ত কৃষি বিভাগ

বাপা নিউজ, ওয়াশিংটন ডিসি



যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) পরিচালিত জাতীয় অপরাধ তথ্যভান্ডারে (ন্যাশনাল ক্রাইম ইনফরমেশন সেন্টারড়এনসিআইসি) কথিত সাইবার অনুপ্রবেশের ঘটনা তদন্ত করছে। একই সময়ে দেশটির কৃষি বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ পেমেন্ট ব্যবস্থায় সাইবার হামলার খবর প্রকাশিত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি তথ্যব্যবস্থার নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। শুক্রবার (২০ নভেম্বর) মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, এফবিআইয়ের জাতীয় অপরাধ তথ্যভান্ডারে অননুমোদিত প্রবেশের আলামত পাওয়া গেছে। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত দুই ব্যক্তির তথ্যের ভিত্তিতে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। তবে এফবিআই এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ঘটনার বিস্তারিত নিশ্চিত করেনি।

এনসিআইসি যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভান্ডার। এর মাধ্যমে ফেডারেল, অঙ্গরাজ্য ও স্থানীয় পুলিশ বিভাগগুলো গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, অপরাধের ইতিহাস, পলাতক আসামি এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড চেকসংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান করে থাকে। এই তথ্যভান্ডারে কথিত অনুপ্রবেশের ঘটনায় কী পরিমাণ তথ্য ঝুঁকিতে পড়েছে, কোনো তথ্য চুরি বা পরিবর্তন করা হয়েছে কি না কিংবা কারা এর সঙ্গে জড়িতড়এসব বিষয়ে এখনো নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। এফবিআইও রয়টার্সের মন্তব্য চাওয়ার অনুরোধে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি।

এ ঘটনা সত্য বলে নিশ্চিত হলে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে এফবিআইয়ের কোনো ব্যবস্থায় এটি হবে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য সাইবার নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনা। এর আগে সেপ্টেম্বরে শাইনি হান্টার্স (ঝযরহুঐহবৎং) নামে পরিচিত একটি ডিজিটাল চাঁদাবাজি গোষ্ঠী এফবিআইয়ের চাকরিসংক্রান্ত ওয়েবসাইটে অনুপ্রবেশ করে বর্তমান ও সাবেক কর্মীদের তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার দাবি করেছিল। ওই ঘটনায় কর্মীদের ব্যক্তিগত তথ্য আপস হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগেও (ইউএসডিএ) সাইবার হামলার ঘটনা ঘটেছে। রয়টার্সের ২০ নভেম্বরের প্রতিবেদনে এনবিসি নিউজের বরাতে বলা হয়, কৃষকদের অর্থ পরিশোধের কাজে ব্যবহৃত বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কম্পিউটার ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ করা হয়েছে। ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সতর্ক করা হয়। নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে কিছু অ্যাপ্লিকেশন ও সেবা বন্ধ রাখার খবরও পাওয়া গেছে।

সাইবার দুই ইউএসডিএ কর্মকর্তার বরাত দিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এখন পর্যন্ত কৃষকদের অর্থ পরিশোধসংক্রান্ত ডেটাবেসে অনুপ্রবেশের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। তবে এ ব্যবস্থায় প্রবেশের সুযোগ ব্যবহার করে আরও সংবেদনশীল তথ্যের নাগাল পাওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এর মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা এবং প্রাণীবাহিত রোগ নিয়ে গবেষণাসংক্রান্ত তথ্যও থাকতে পারে। কারা এই হামলার সঙ্গে জড়িত, তা এখনো শনাক্ত করা যায়নি। কৃষি বিভাগও এ বিষয়ে বিস্তারিত আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দেয়নি। এফবিআই ও কৃষি বিভাগের ঘটনাগুলো এমন এক সময়ে সামনে এসেছে, যখন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি ও সরকারি ব্যবস্থায় একাধিক বিঘ্নের খবর পাওয়া যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকিং, জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা এবং ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এফএএ) প্রযুক্তিগত ব্যবস্থায় বিঘ্ন নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।



USBD TRAVELS & TOURS

347-646-7979


LOYAL TO ROYAL
7-NIGHT SUMMER
CARIBBEAN
MAY 2028 — SEPTEMBER 2028
BOOKINGS OPEN WEEK OF
NOVEMBER 2, 2026
@LOYAL.TO.ROYAL

খবর
www.khabor.com

ভালো ভ্রমণসঙ্গীর যেসব গুণ থাকা জরুরি

ভ্রমণ ডেস্ক

ভ্রমণের পরিকল্পনা যতই সুন্দর হোক, সঙ্গী ভালো না হলে পুরো আনন্দটাই মাটি হতে পারে! পাহাড়ে ঘুরতে গিয়ে কেউ হয়তো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরতে চান, আবার কেউ চান একটু দেরিতে ঘুম থেকে উঠে ধীরে ধীরে চারপাশ উপভোগ করতে। কারও পছন্দ অ্যাডভেঞ্চার, কারও আবার নিরিবিলি পরিবেশে সময় কাটানো।

তাই কোথায় ঘুরতে যাচ্ছেন, তার পাশাপাশি কার সঙ্গে যাচ্ছেন, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে কয়েক দিনের ভ্রমণে সঙ্গীর স্বভাব, মানসিকতা ও আচরণের প্রভাব পড়ে গোটা অভিজ্ঞতার ওপর। তাই ভ্রমণের সঙ্গী বেছে নেওয়ার আগে তার মধ্যে কয়েকটি গুণ রয়েছে কি না, দেখে নেওয়া জরুরি।

মানিয়ে নেওয়ার মানসিকতা

ভ্রমণে সব পরিকল্পনা যে ঠিকঠাক মতো হবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। কখনও বৃষ্টি, কখনও যানজট, আবার কখনও হোটেল বা যাতায়াত নিয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে যিনি সামান্য সমস্যাতেই বিরক্ত হয়ে পড়েন না, বরং পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন, তিনিই ভালো ভ্রমণসঙ্গী। দুজনের পছন্দ সব সময় এক হবে না। তাই একে অপরের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং প্রয়োজনে কিছুটা ছাড় দেওয়ার মানসিকতা থাকা প্রয়োজন।

সময়জ্ঞান থাকা

ভ্রমণে সময়ের গুরুত্ব অনেক। নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন, বাস বা বিমানে উঠতে হয়। আবার কোনও দর্শনীয় স্থানে যাওয়ার জন্যও আগে থেকে পরিকল্পনা থাকে। সঙ্গী যদি সব সময় দেরি করেন, তাহলে অন্যজনের পরিকল্পনাও ভেস্তে যেতে পারে। তাই সময় মেনে চলার অভ্যাস থাকা জরুরি। তবে ছুটিতে গিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত ঘড়ি ধরে কাটানোর প্রয়োজন নেই। বরং সময়ের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার পাশাপাশি অবসর উপভোগ করার মানসিকতাও থাকা ভালো।

অর্থ খরচে দায়িত্বশীল

ভ্রমণে বাজেট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেউ বিলাসবহুল হোটেলে থাকতে পছন্দ করেন, আবার কেউ কম খরচে ঘোরাঘুরি করতে স্বচ্ছন্দ। তাই ভ্রমণের আগে দুজনের বাজেট সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। ভালো ভ্রমণসঙ্গী কখনও অন্যের সামর্থ্যের বাইরে খরচ করার জন্য চাপ দেন না। কোথায় কত টাকা খরচ হবে, যাতায়াত ও খাবারের খরচ কীভাবে ভাগ হবে-এসব বিষয় নিয়ে আগেই আলোচনা করে নেওয়া উচিত।

ধৈর্য ও সহযোগিতার মানসিকতা

ভ্রমণে ছোটখাটো সমস্যা হতেই পারে। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করা, রাস্তা খুঁজে না পাওয়া কিংবা হোটেলে বুকিং সংক্রান্ত জটিলতা তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এমন সময়ে সঙ্গী যদি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন, তাহলে পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে উঠতে পারে। বরং যিনি সমস্যার সমাধানে সহযোগিতা করেন এবং একে অপরের পাশে থাকেন, তাঁর সঙ্গে ভ্রমণ অনেক বেশি স্বস্তির হয়।

নতুন কিছু জানার আগ্রহ

ভালো ভ্রমণসঙ্গীর মধ্যে নতুন জায়গা, খাবার, সংস্কৃতি ও মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগ্রহ থাকা ভালো। শুধু হোটেলে বসে থাকা বা ছবি তোলার মধ্যে ভ্রমণকে সীমাবদ্ধ না রেখে আশপাশের পরিবেশ সম্পর্কে জানার কৌতূহল থাকলে অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ হয়। স্থানীয় খাবার চেখে দেখা, ঐতিহাসিক স্থান ঘুরে দেখা কিংবা নতুন কোনও অভিজ্ঞতা নেওয়ার ইচ্ছা ভ্রমণকে আনন্দদায়ক করে তুলতে পারে।

ব্যক্তিগত পরিসরকে সম্মান করা

একসঙ্গে ভ্রমণ করছেন মানেই সব সময় একসঙ্গে থাকতে হবে, এমন নয়। কখনও কেউ একটু একা সময় কাটাতে চাইতে পারেন, কেউ আবার নিজের পছন্দের কোনও জায়গায় ঘুরতে যেতে পারেন। ভালো ভ্রমণসঙ্গী অন্যের ব্যক্তিগত পরিসরকে সম্মান করেন। অকারণে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া, প্রতিটি বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা কিংবা ব্যক্তিগত পছন্দকে ছোট করে দেখা কখনওই ভালো সঙ্গীর লক্ষণ নয়।

বিপদে দায়িত্ব নিতে জানা

অচেনা জায়গায় ভ্রমণের সময় নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া, প্রয়োজনীয় জিনিস হারিয়ে ফেলা কিংবা কোনো বিপদে পড়লে সঙ্গী যেন দায়িত্ব নিয়ে পরিস্থিতি সামলাতে পারেন। জরুরি নম্বর, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও যোগাযোগের তথ্য সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার। পাশাপাশি একে অপরের নিরাপত্তার বিষয়ে খেয়াল রাখাও জরুরি।

হাসিখুশি ও ইতিবাচক মনোভাব

ভ্রমণের প্রতিটি মুহূর্ত নিখুঁত হবে না। কখনও পরিকল্পনা বদলাতে পারে, কখনও প্রত্যাশামতো কোনও জায়গা ভালো নাও লাগতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে যিনি ছোটখাটো বিষয় নিয়ে অযথা অভিযোগ না করে আনন্দ খুঁজে নিতে পারেন, তাঁর সঙ্গে ভ্রমণ বেশ উপভোগ্য হয়। হাসিখুশি মনোভাব অনেক সময় কঠিন পরিস্থিতিকেও সহজ করে দেয়। ভালো ভ্রমণসঙ্গী মানেই আপনার মতো সব পছন্দের মানুষ নন। বরং যিনি আপনার মতামতকে সম্মান করেন, প্রয়োজনে সহযোগিতা করেন এবং একসঙ্গে সুন্দর স্মৃতি তৈরির চেষ্টা করেন, তিনিই আদর্শ সঙ্গী।

তাই ভ্রমণের টিকিট কাটার আগে গন্তব্যের পাশাপাশি সঙ্গীকেও ভালোভাবে বেছে নিন। কারণ সুন্দর জায়গার স্মৃতি যেমন দীর্ঘদিন মনে থাকে, তেমনই ভালো ভ্রমণসঙ্গীর সঙ্গে কাটানো মুহূর্তও হয়ে উঠতে পারে জীবনের অন্যতম সেরা অভিজ্ঞতা।

সূত্র: মিডিয়াম, ইন্ডিয়া টুডে

শীতের আমেজে ভ্রমণের সেরা গন্তব্য









ভ্রমণ ডেস্ক

শীতকাল মানেই বাংলাদেশের ভ্রমণপিপাসুদের জন্য সেরা সময়। বছরের এই সময়টাতে তীব্র গরমের বালাই না থাকায় পাহাড়, সমুদ্র, বন কিংবা হাওর, সব জায়গাতেই ভ্রমণের আদর্শ পরিবেশ বিরাজ করে। নগরের যান্ত্রিকতা ছেড়ে ছুটিছাটায় পরিবার, প্রিয়জন বা বন্ধুদের নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে দেশের ভেতরের এমন কিছু জায়গা রয়েছে, যা শীতের মৌসুমে না দেখলেই নয়।

আসুন জেনে নেই, শীতের সেরা কয়েকটি ভ্রমণ গন্তব্য ও সেখানকার বিশেষত্বের কথা।

সাজেক ভ্যালি, রাঙামাটি

বর্তমান সময়ে ভ্রমণ পিপাসু মানুষের সবচেয়ে জনপ্রিয় গন্তব্য। রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলায় অবস্থিত সাজেক বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন হিসাবে খ্যাত, যার আয়তন প্রায় ৭০২ বর্গমাইল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যার উচ্চতা প্রায় ১৮০০ ফুট। সাজেকের অবস্থান রাঙ্গামাটি জেলায় হলেও ভৌগলিক কারণে খাগড়াছড়ির দীঘিনালা থেকে সাজেক যাতায়াত অনেক সহজ। খাগড়াছড়ি জেলা থেকে সাজেকের দূরত্ব ৭০ কিলোমিটার আর দীঘিনালা থেকে ৪০ কিলোমিটার। সাজেকের উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা, দক্ষিণে রাঙ্গামাটির লঙ্গদু, পূর্বে ভারতের মিজোরাম ও পশ্চিমে খাগড়াছড়ির দীঘিনালা অবস্থিত। চারপাশে মনোরম পাহাড় সারি, সাদা তুলোর মত মেঘের ভ্যালি আপনাকে মুগ্ধ করবেই। সাজেক এমনই আশ্চর্যজনক জায়গা যেখানে একই দিনে প্রকৃতির তিন রকম রূপের সান্নিধ্যে আপনি হতে পারেন চমৎকৃত। কখনো বা খুব গরম অনুভূত হবে তারপর হয়তো হটাৎ বৃষ্টিতে ভিজে যাবেন কিংবা চোখের পলকেই মেঘের ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে যাবে আপনার চারপাশ। প্রাকৃতিক নিসর্গ আর তুলোর মত মেঘের পাহাড় থেকে পাহাড়ে উড়াউড়ির খেলা দেখতে সাজেক আদর্শ জায়গা।

কলাক পাহাড় হচ্ছে সাজেক ভ্রমণে আসা পর্যটকদের কাছে প্রধান আকর্ষণ। এটি সাজেকের সর্বোচ্চ দর্শনীয় স্থান। আগে এই পাহাড়ে ওঠা বেশ কষ্টকর ও ঝুঁকিপূর্ণ থাকলেও বর্তমানে সেখানে চমৎকার সিঁড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে এখন খুব সহজে মাত্র ২০ মিনিটে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা যায়। আর সাজেক ভ্যালির শেষ গ্রাম কলাক পাড়া লুসাই জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা। কলাক পাড়া থেকেই কর্ণফুলী নদীর উৎপত্তিস্থল ভারতের লুসাই পাহাড় দেখা যায়। চাইলে রুইলুই পাড়া থেকে দুই ঘন্টা ট্রেকিং করে কমলক ঝর্ণা দেখে আসতে পারবেন। সুন্দর এই ঝর্ণাটি অনেকের কাছে পিদাম তৈসা ঝর্ণা বা সিকাম তৈসা ঝর্ণা নামেও পরিচিত।

সাজেক এর সূর্যোদয়

দিন কিংবা রাত সাজেক যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির মত, সময় গড়ায় তবু সাজেক পুরাতন হয় না। সাজেকে গেলে অবশ্যই সকালে ভোরের সময়টা মিস করবেন না। মেঘের খেলা আর সূর্যোদয়ের আলোর মেলা এই সময়েই বসে। এই জন্যে আপনাকে খুব ভোরে উঠে চলে যেতে হবে হ্যালিপ্যাডে, সেখান থেকেই সবচেয়ে সুন্দর সূর্যোদয় দেখা যায়। হ্যালিপ্যাডের একদম পূর্ব দিকে নজর দিলে দেখা মিলবে বিখ্যাত 'সাজেক জিরো কিলোমিটার পয়েন্ট'-এর। বিকেলের কোন উঁচু জায়গা থেকে সূর্যাস্তের রঙ্গিন রূপ আপনাকে বিমোহিত করবেই। আর সন্ধ্যার পর আকাশের কোটি কোটি তারার মেলা আপনার প্রাণ জুড়িয়ে দিবে নিমিষেই। আকাশ পরিষ্কার থাকলে দেখা পাবেন মিল্কিওয়ে বা ছায়াপথের।

লুসাই গ্রাম ও আশেপাশের স্পট

সাজেকে রয়েছে চমৎকার 'লুসাই গ্রাম'। মাত্র ৩০ টাকা প্রবেশ মূল্য (ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরাসহ ১৩০ টাকা) দিয়ে এই গ্রামে প্রবেশ করা যায়। এখানে দেখতে পাবেন অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সততার প্রতীক 'কোকানদার ছাড়া দোকান', যেখানে ক্রেতারা পণ্য দেখে গায়ের দাম অনুযায়ী নির্দিষ্ট বাক্সে টাকা রেখে যান। এছাড়া এখানে লুসাই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, ঝুম ঘর এবং একটি চমৎকার 'ট্রি হাউস' বা গাছবাড়ি রয়েছে।

খাগড়াছড়ি থেকে সাজেক যাওয়ার পথে বা সাজেক থেকে ফেরার পথে ঘুরে দেখতে পারেন স্টোন গার্ডেন (প্রবেশ মূল্য ২০ টাকা), বাংলাদেশের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত শ্বেতশুভ্র 'সাজেক দারুসসালাম জামে মসজিদ', হাজাছড়া ঝর্ণা, দীঘিনালা ঝুলন্ত ব্রিজ ও দীঘিনালা বনবিহার। এছাড়া রাতে মনটানা রেস্টুরেন্টের সামনের উন্মুক্ত চত্বরে উপভোগ করতে পারেন চমৎকার লাইভ মিউজিক।

কখন যাবেন

সাজেকের রূপের আসলে তুলনা হয় না। সারা বছরই বর্ণিল সাজে সেজে থাকে সাজেক। বছরের যে কোন সময় আপনি সাজেক ভ্রমণ করতে পারেন। তবে জুলাই থেকে নভেম্বর মাসে সাজেকের চারপাশে মেঘের খেলা দেখা যায় বেশি। তাই এই সময়টাই সাজেক ভ্রমণের জন্যে সবচেয়ে ভালো।

সাজেক যাবার উপায়

সাজেকের অবস্থান রাঙ্গামাটি জেলায় হলেও খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা হয়ে সাজেক যাতায়াত অনেক সহজ। তাই প্রথমেই আপনাকে খাগড়াছড়ি আসতে হবে।

ঢাকা থেকে খাগড়াছড়িঃ ঢাকার সায়েদাবাদ, গাবতলী, কলাবাগান ইত্যাদি কাউন্টার থেকে হানিফ এন্টারপ্রাইজ, সৌদিয়া, সেন্টমার্টিন হুন্দাই, ইম্পেরিয়াল এক্সপ্রেস, দেশ ট্রাভেলস, শ্যামলী, শান্তি পরিবহন, এস আলম, ঈগল, ইকোনো সার্ভিস ইত্যাদি বাসে করে খাগড়াছড়ি যেতে পারবেন। নন-এসি বাস ভাড়া সাধারণত ৮০০-৮৫০ টাকা। এসি বাসে যেতে চাইলে সেন্টমার্টিন হুন্দাই রবি এক্সপ্রেস, হানিফ এন্টারপ্রাইজ, রিলাক্স ট্রান্সপোর্ট, শ্যামলী, দেশ ট্র্যাভেলস, ইকোনো সার্ভিস ইত্যাদিতে ১,০০০ থেকে ১,৬০০ টাকা ভাড়ায় যেতে পারবেন। বাসগুলো সাধারণত রাত ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে খাগড়াছড়ির উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়।

খাগড়াছড়ি থেকে সাজেকঃ খাগড়াছড়ি শহরের শাপলা চত্বর বা কলেজ গেট থেকে জীপগাড়ি/চাঁদের গাড়ি রিজার্ভ নিয়ে সাজেক ভ্যালি ঘুরে আসতে পারবেন। যাতায়াতসহ দুইদিনের জন্যে চাঁদের গাড়ির ভাড়া সাধারণত ১০,৫০০ থেকে ১২,০০০ টাকা। এক গাড়িতে ১২-১৫ জন যেতে পারবেন। তবে আপনারা যদি একা বা ২-৩ জন হন, তাহলে খাগড়াছড়ি শাপলা চত্বর থেকে অনেক গ্রুপ পাওয়া যায়, সেখানে অন্য গ্রুপের সাথে কথা বলে তাদের সাথে শেয়ার করে যেতে পারবেন অথবা জিপ সমিতির অফিসে গেলে ওরা অন্য কোন গ্রুপের সাথে ম্যানেজ করে দিবে।

আর্মি এসকর্টঃ আপনি যে বাহনেই যান না কেন, আপনাকে বাঘাইহাট আর্মি ক্যাম্পে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পৌঁছাতে হবে। সাজেকে নিরাপদে প্রবেশের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে দিনে দুইবার এসকর্ট (উৎপড়ৎঃ) দেওয়া হয়। সকালের এসকর্ট সাধারণত সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে এবং বিকেলের এসকর্ট দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে ছেড়ে যায়। সকালের এসকর্ট মিস করলে বিকেল পর্যন্ত এবং বিকেলের এসকর্ট মিস করলে পরের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১,৮০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত ও 'মেঘের রাজ্য' হিসেবে পরিচিত সাজেক ভ্যালি শীতকালে এক মায়াবী রূপ ধারণ করে। বছরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে শীতে এখানে কুয়াশা আর শুভ্র মেঘের খেলা সবচেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে কংলাক পাহাড়ের চূড়া থেকে মেঘের সমুদ্র ও সূর্যোদয় দেখার অভিজ্ঞতা আপনাকে মুগ্ধ করবে। এ ছাড়া লুসাই ও ত্রিপুরা আদিবাসীদের বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রা, ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও সংস্কৃতি কাছ থেকে দেখার সুযোগ ভ্রমণকে আরও সমৃদ্ধ করে। শীতের কনকনে রাতে পাহাড়ের চূড়ায় ক্যাম্পফায়ার, ফানুস ওড়ানো এবং আদিবাসীদের তৈরি ব্যাম্বো চিকেন বা বারবিকিউ পার্টি পর্যটকদের বাড়তি আনন্দ দেয়।

সেন্টমার্টিন দ্বীপ, কক্সবাজার

দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন ভ্রমণের একমাত্র এবং নিরাপদ সময় হলো শীতকাল। নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগর শান্ত থাকায় টেকনাফ, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম থেকে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল করে। স্বচ্ছ নীল জলরাশি, সৈকতজুড়ে সারি সারি নারিকেল গাছ, বিচিত্র প্রবাল পাথর আর ভাটার সময় হেঁটে ছেঁড়াদ্বীপে যাওয়ার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ভোলার মতো নয়। দিনের বেলায় স্কুবা ডাইভিং বা গ্লোরকেলিংয়ের মাধ্যমে সমুদ্রের তলদেশের জীববৈচিত্র্য দেখা যায়। আর রাতের বেলায় সমুদ্রের গর্জন শুনতে শুনতে সৈকতের পাড়ে বসে তাজা সামুদ্রিক মাছ যেমন, রূপচাঁদা, কোরাল বা লবস্টারের বারবিকিউ খাওয়ার অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিন মনে রাখার মতো।

শ্রীমঙ্গল ও মৌলভীবাজার

'চায়ের রাজধানী' খ্যাত শ্রীমঙ্গলে শীতের আমেজ সবচেয়ে বেশি উপভোগ্য। মাইলের পর মাইল বিস্তৃত সবুজ চা বাগানের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে সাইকেল চালানো বা হাঁটার অনুভূতি অসাধারণ। শীতের সকালে কুয়াশার চাদরে ঢাকা চা বাগানে সূর্যের আলো পড়ার দৃশ্য যেকোনো প্রকৃতিপ্রেমীকে বিমোহিত করবে। এ ছাড়া লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে বিরল উল্লুকসহ নানা বন্যপ্রাণী দেখা, মাধবপুর লেকের পদ্মফুল ও স্বচ্ছ জল এবং বাইক্কা বিলে হাজারো অতিথি পাখির কলরব শীতের ভ্রমণকে পূর্ণতা দেয়। ভ্রমণের ফাঁকে নীলকণ্ঠ কেবিনের বিখ্যাত সাত রঙের চা, আদিবাসী খাসিয়াদের পানপুঞ্জি এবং মণিপুরী পাড়ার ঐতিহ্যবাহী তাতশিল্প ঘুরে দেখার সুযোগ রয়েছে।

সুন্দরবন

বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য শীতকাল সবচেয়ে নিরাপদ ও আরামদায়ক। এ সময় নদী ও খালের পানি শান্ত থাকে এবং আবহাওয়া শুষ্ক থাকায় বনের ভেতরের মাটি শক্ত থাকে, ফলে ট্রেইল ধরে হাঁটা সহজ হয়। বড় ট্যুরিস্ট লঞ্চে করে কটকা, কচিখালী, হিরণ পয়েন্ট, দুবলার চর ও করমজল ঘুরে দেখা যায়। শীতের মিষ্টি রোদে নদীর পাড়ে বা চরে শুয়ে রোদ পোহানো রয়েল বেঙ্গল টাইগার, দলবেঁধে ঘুরে বেড়ানো চিত্রা হরিণ, লোনাপানির কুমির, বানর এবং নানা প্রজাতির পাখির দেখা মেলার সম্ভাবনা শীতেই সবচেয়ে বেশি থাকে। পাশাপাশি জেলেদের ঔটকি পল্লী ও মৌয়ালদের জীবনসংগ্রাম সম্পর্কে জানার সুযোগও মেলে।

টাঙ্গুয়ার হাওর ও নিলাদ্রী লেক, সুনামগঞ্জ

বর্ষায় টাঙ্গুয়ার হাওর অথৈ পানিতে টইটম্বুর থাকলেও শীতে এর রূপ পুরোপুরি বদলে যায়। এ সময় হাওরের পানি কমে যাওয়ায় জেগে ওঠা চরে সাইবেরিয়াসহ হাজার হাজার মাইল দূর থেকে আসা নানা প্রজাতির অতিথি পাখির কলকাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। এর পাশেই রয়েছে টেকেরঘাটের শহীদ সিরাজ লেক (নিলাদ্রী লেক), যার নীল জল আর চুনাপাথরের পাহাড় আপনাকে কাশ্মীরের কথা মনে করিয়ে দেবে। এ ছাড়া বারিক্কা টিলা, জাদুকাটা নদী ও শিমুল বাগান ঘুরে দেখা যায়। আধুনিক হাউসবোটে রাত কাটানো, হাওরের তাজা মাছ খাওয়া এবং শীতের ভোরে পাখির কলরবে ঘুম ভাঙার অভিজ্ঞতা নিতে শীতে সুনামগঞ্জ হতে পারে দারুণ গন্তব্য।

বান্দরবান (নীলগিরি, নীলাচল ও বগালেক)

অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ভ্রমণকারীদের জন্য শীতের বান্দরবান এক স্বর্গরাজ্য। নীলগিরি ও নীলাচল থেকে মেঘ ও পাহাড়ের মিতালি দেখা, চিম্বুক পাহাড়, শৈলপ্রপাত কিংবা স্বর্ণমন্দির ঘুরে দেখার জন্য শীতকাল সবচেয়ে উপযুক্ত। যারা ট্রেকিং ভালোবাসেন, তাদের জন্য কেওক্রাডং, তাজিংডং, বগালেক কিংবা নাফাখুম জলপ্রপাতে যাওয়ার সেরা সময় এটি। কারণ বর্ষায় পাহাড়ি ঝিরিপথ পিচ্ছিল, জোঁকপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ থাকলেও শীতে তা বেশ শুষ্ক ও নিরাপদ থাকে। পাহাড়ের কোলে বম বা মারমা সম্প্রদায়ের কটেজে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতাও দারুণ উপভোগ্য।

কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত, পটুয়াখালী

দেশের একমাত্র স্থান কুয়াকাটা, যেখান থেকে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করা যায়। শীতকালে এখানকার সমুদ্র বেশ শান্ত থাকে এবং আবহাওয়া থাকে অত্যন্ত মনোরম। ১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ মূল সৈকতের পাশাপাশি ফাতরার চর, গঙ্গামতির জঙ্গল, লাল কাঁকড়ার চর, গুটকি পল্লী এবং ঐতিহ্যবাহী রাখাইন পল্লী ও বৌদ্ধ বিহার ঘুরে দেখার জন্য শীতকাল সেরা সময়। পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর ঢাকা থেকে কুয়াকাটার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত সহজ ও দ্রুত হওয়ায় পর্যটকদের কাছে এর আকর্ষণ আরও বহুগুণ বেড়েছে।

মহাস্থানগড় ও পাহাড়পুর, উত্তরবঙ্গ

যারা প্রকৃতির পাশাপাশি ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভালোবাসেন, তাদের জন্য শীতের উত্তরবঙ্গ হতে পারে আদর্শ গন্তব্য। বগুড়ার মহাস্থানগড়, বেহুলার বাসরঘর এবং নওগাঁর সোমপুর মহাবিহার (পাহাড়পুর) ঘুরে দেখার জন্য শীতকাল সবচেয়ে ভালো। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদ ও গরমে এসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ঘুরে দেখা বেশ কষ্টকর হলেও শীতের মিষ্টি রোদে ইতিহাসসমৃদ্ধ এই স্থানগুলো ঘুরে দেখতে দারুণ লাগে। এর সাথে বগুড়ার বিখ্যাত দই ও ক্ষীরসার স্বাদ নেওয়া ভ্রমণে বাড়তি মাত্রা যোগ করবে।



ইতিহাস গড়ল কানসাস সিটি কারেন্ট

প্রথমবারের এনডব্লিউএসএল চ্যাম্পিয়ন

ওয়াশিংটন ডিসি

দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে প্রথমবারের মতো ন্যাশনাল উইমেনস সকার লিগের (এনডব্লিউএসএল) চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কানসাস সিটি কারেন্ট। জমজমাট ফাইনালে ওয়াশিংটন স্পিরিটকে ২-১ গোলে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছে দলটি। ছয় বছরের ক্লাব ইতিহাসে এটাই তাদের প্রথম লিগ শিরোপা।

শনিবার (২১ নভেম্বর) ওয়াশিংটন ডিসির অডি ফিল্ডে অনুষ্ঠিত ফাইনালে শুরু থেকেই দুই দলের মধ্যে ছিল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে জমে ওঠা প্রথমার্ধে বেশ কয়েকটি গোলের সুযোগ তৈরি হলেও কোনো দলই জালের দেখা পায়নি।

ম্যাচের ১০ মিনিটেই এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল কানসাস সিটি। টেমওয়া চাওয়িঙ্গার সামনে গোল করার ভালো সুযোগ এলেও ওয়াশিংটন গোলরক্ষক স্যান্ডি ম্যাকআইভার দুর্দান্তভাবে তা আটকে দেন। ফিরতি বল থেকে হ্যালি হপকিন্সের নেওয়া শটও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

৩৩ মিনিটে আবারও আক্রমণে যায় কানসাস। লোয়ে লাবন্তের পাস থেকে হপকিন্স বল বাড়িয়ে দেন চাওয়িঙ্গাকে।

তবে তাঁর নেওয়া শটও গোলের ঠিকানা খুঁজে পায়নি। অন্যদিকে ওয়াশিংটনও বেশ কয়েকবার প্রতিপক্ষের রক্ষণে চাপ সৃষ্টি করে। ফলে গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয় প্রথমার্ধ। বিরতির পর আক্রমণের গতি বাড়ায় কানসাস সিটি।

ম্যাচের ৫৪ মিনিটে কর্নার থেকে সরাসরি গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ভেনেসা ডিবার্নার্দো। তাঁর নেওয়া বাঁকানো কর্নার কিক সরাসরি জালে জড়িয়ে যায়।

এনডব্লিউএসএল চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে সরাসরি কর্নার থেকে গোলের এটি প্রথম ঘটনা। দুর্দান্ত এই গোলের জন্য ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারও জেতেন ডিবার্নার্দো।

এরপর সমতায় ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে ওয়াশিংটন স্পিরিট। গোলের জন্য একের পর এক আক্রমণ চালালেও কানসাসের রক্ষণ ও গোলরক্ষক লোরেনাকে পরাস্ত করা সহজ ছিল না। নির্ধারিত ৯০ মিনিটের পর যোগ করা সময়েও উত্তেজনা কমেনি। ৯০ মিনিটের সপ্তম মিনিটে দুর্দান্ত পাল্টা আক্রমণ থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ব্রাজিলিয়ান তারকা ডেবিনহা।

নিজেদের রক্ষণ থেকে বল নিয়ে দ্রুত প্রতিপক্ষের অর্ধে পৌঁছে যান তিনি। এরপর গোলরক্ষককে কাটিয়ে ফাঁকা জালে বল পাঠিয়ে কানসাসকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। তবে ম্যাচের শেষ মুহূর্তে লড়াই ছাড়েনি ওয়াশিংটন। যোগ করা সময়ের নবম মিনিটে ট্রিনিটি রডম্যান হেড থেকে গোল করে ব্যবধান ২-১ করেন। কিন্তু ততক্ষণে সময় প্রায় শেষ। শেষ পর্যন্ত আর কোনো গোল না হওয়ায় শিরোপা নিশ্চিত হয় কানসাস সিটি কারেন্টের। এই জয়ের মধ্য দিয়ে ক্লাবটির ছয় বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এনডব্লিউএসএল শিরোপা ঘরে উঠল।

মুস্তাফিজ-সাকিব নেই আইপিএল নিলামে বাংলাদেশের ১২

ক্রীড়া প্রতিবেদক

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) নিলাম মানেই বাংলাদেশের ক্রিকেট প্রেমীদের বাড়তি আগ্রহ। বিশেষ করে মুস্তাফিজুর রহমানের নাম থাকলে আলোচনার মাত্রা বেড়ে যায় কয়েক গুণ। গত আসরে রেকর্ড পারিশ্রমিকে কলকাতা নাইট রাইডার্সে জায়গা করে নিয়েও শেষ পর্যন্ত খেলতে পারেননি বাঁহাতি এই পেসার। এবার আরও এক ধাপ এগিয়ে নিলামের প্রাথমিক তালিকাতেই নেই তার নাম। একইভাবে জায়গা হয়নি সাকিব আল হাসানেরও। তবে দুই অভিজ্ঞ তারকাকে ছাড়াই ভারতের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের নিলামে ভাগ্য পরীক্ষায় নামছেন বাংলাদেশের ১২ ক্রিকেটার!

ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৭ আইপিএলের মিনি নিলামের জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর কাছে পাঠানো প্রাথমিক তালিকায় রয়েছেন বাংলাদেশের এক ডজন ক্রিকেটার। তারা হলেন হাসান মাহমুদ, পারভেজ হোসেন ইমন, রিপন মন্ডল, রিশাদ হোসেন, সাইফ হাসান, শেখ মেহেদী হাসান, শামীম হোসেন, শরীফুল ইসলাম, তানজিম হাসান সাকিব, তাওহীদ হৃদয়, মোহাম্মদ রুবেল ও তাসকিন আহমেদ।

তালিকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই ১২ জনের কেউই এখন পর্যন্ত আইপিএলে খেলার অভিজ্ঞতা অর্জন করেননি। এবার নিলামে সুযোগ পেলে বাংলাদেশের নতুন একদল ক্রিকেটারের সামনে খুলে যেতে পারে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের দরজা।

সাদা বলের ক্রিকেটে সাম্প্রতিক সময়ে নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছেন তালিকায় থাকা বেশ কয়েকজন। রিশাদ হোসেনের লেগ স্পিন ইতিমধ্যে বিপিএল, পাকিস্তান সুপার লিগ ও বিগ ব্যাশে আলোচনায় এসেছে। শুধু বল হাতেই নয়, ব্যাট হাতেও দ্রুত রান তোলার সামর্থ্য রয়েছে এই লেগ স্পিনারের। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের বৈচিত্র্যময় বোলিং আক্রমণে তাকে বিবেচনায় রাখতে পারে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। পেস বিভাগেও বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার মতো একাধিক নাম রয়েছে। তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম ও হাসান মাহমুদ জাতীয় দলের পেস আক্রমণের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। অন্যদিকে রিপন মন্ডলের ঢেখ ওভারে কার্যকর ইয়র্কার করার দক্ষতাও নজর কেড়েছে। গত বছর রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে তার বোলিংয়ের সেই সামর্থ্য দেখা গেছে।

স্পিন ও অলরাউন্ড সামর্থ্যে শেখ মেহেদী হাসানও হতে পারেন আগ্রহের জায়গা। পাওয়ারপ্লেতে রান আটকে রাখার দক্ষতার পাশাপাশি ব্যাট হাতে ছোট কিন্তু কার্যকর ইনিংস খেলার সামর্থ্য রয়েছে তার।

শামীম হোসেন ও তানজিম হাসান সাকিবের মতো ক্রিকেটাররাও নিজেদের টি-টোয়েন্টি পারফরম্যান্স দিয়ে আলোচনায় এসেছেন। ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশের নতুন ভরসা হয়ে উঠেছেন তাওহীদ হৃদয়। বিশেষ করে লেগ সাইডে তার আক্রমণাত্মক ব্যাটিং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বাড়তি আকর্ষণ তৈরি করতে পারে। পারভেজ হোসেন ইমন ও সাইফ হাসানের সামনেও রয়েছে নিজেদের সামর্থ্য দেখানোর সুযোগ। মোহাম্মদ রুবেলও রয়েছেন সেই তালিকায়। তবে বাংলাদেশের ক্রিকেটে সবচেয়ে আলোচিত নাম মুস্তাফিজুর রহমানের অনুপস্থিতিই।

গত বছরের ডিসেম্বরের মিনি নিলামে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে তাকে দলে নিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ ছিল প্রায় ১২ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। চেন্নাই সুপার কিংস ও দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মুস্তাফিজকে দলে নিয়েছিল কলকাতা। সেটি ছিল আইপিএলের ইতিহাসে কোনো বাংলাদেশি ক্রিকেটারের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক। কিন্তু চলতি বছরের ৩ জানুয়ারি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্দেশে মুস্তাফিজকে দল থেকে ছেড়ে দেয় কলকাতা। বিষয়টি নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের ক্রিকেটাঙ্গনে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হয়। এর জেরে নিরাপত্তা শঙ্কার কথা জানিয়ে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের মাটিতে খেলতে যায়নি বাংলাদেশ। দুই দেশের ক্রিকেটীয় সম্পর্কেও তৈরি হয় অস্বস্তি। আইপিএলে মুস্তাফিজের পথচলা অবশ্য বেশ সমৃদ্ধ। ২০১৬ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত রাজস্থান রয়্যালস, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, চেন্নাই সুপার কিংস, দিল্লি ক্যাপিটালস ও কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলেছেন তিনি। ৬০ ম্যাচে তার শিকার ৬৫ উইকেট। ইকোনমি ৮.১৩। আইপিএলে জায়গা না পেলেও ২০২৬ সালে পাকিস্তান সুপার লিগে লাহোর কালান্দার্সের হয়ে ১০ উইকেট নিয়েছেন ৭.১৭ ইকোনমিতে। পাশাপাশি বিগ ব্যাশের দল মেলবোর্ন রেনেগেডসও তাকে দলে নিয়েছে।

আড়াই দিনেই দুঃস্বপ্নের হার বাংলাদেশের

ক্রীড়া প্রতিবেদক

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ঐতিহাসিক জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু প্রোটিয়াদের বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজ শেষ হলো চরম হতাশায়।

জোহানেসবার্গের পর সেঞ্চুরিয়নেও হার, সেটিও ইনিংস ব্যবধানে। দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের ভগ্নদশা এতটাই প্রকট ছিল যে ম্যাচ শেষ হতে আড়াই দিনও লাগেনি।

ভিয়ান মুল্ডারের বিধ্বংসী বোলিংয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮৪ রানে গুটিয়ে গিয়ে ইনিংস ও ২১৯ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরেছে সফরকারীরা।

ম্যাচের ভাগ্য অনেকটাই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল প্রথম ইনিংসেই। আগে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশের সংগ্রহ ছিল মাত্র ৯১ রান। জবাবে ৭ উইকেটে ৪৯৪ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করে দক্ষিণ আফ্রিকা। ৪০৩ রানের বিশাল লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় স্বাগতিকরা।

এমন ব্যবধান পেরিয়ে ম্যাচে ফেরার আশা বাস্তবিক অর্থেই ছিল ক্ষীণ। তবু দ্বিতীয় ইনিংসে অন্তত লড়াইয়ের মানসিকতা দেখানোর সুযোগ ছিল বাংলাদেশের সামনে। কিন্তু সেই পরীক্ষাতেও ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

গতকাল সেঞ্চুরিয়নে দ্বিতীয় ইনিংসে শুরুটা অবশ্য প্রথম ইনিংসের মতো ভয়াবহ ছিল না। তানজিদ হাসান তামিম ও মাহফিজুল ইসলাম রবিনের উদ্বোধনী জুটি থেকে আসে ৫৮ রান। তবে এই জুটি ভাঙার পরই আবারও পুরোনো চেহারায় ফিরে যায় বাংলাদেশের ব্যাটিং।

৪৮ বলে ২৯ রান করে তানজিদ ফিরলে শুরু হয় পতন। ভিয়ান মুল্ডারের বলে উইকেটরক্ষক রায়ান রিকেলটনের হাতে ক্যাচ দিয়ে সাজঘরে ফেরেন তিনি। পরের ওভারেই একই বোলারের শিকার হন মুমিনুল হক। কোনো রান না করেই ফেরেন অভিজ্ঞ এই বাঁহাতি ব্যাটার।

এরপর মার্কো ইয়ানসেনের বলে এলবিডব্লিউ হয়ে রবিনের বিদায়। ৬২ বলে সাতটি চারে ৩৮ রান করেন তিনি।

ক্যারিয়ারের প্রথম টেস্ট ফিফটির খুব কাছাকাছি গিয়েও সেটি আর ছোঁয়া হয়নি তার। ৭৮ রানে তিন উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে বাংলাদেশ।

সেই চাপ সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন নাজমুল হোসেন শান্ত ও তাওহীদ হৃদয়। বিশেষ করে হৃদয়ের ব্যাটিংয়ে ছিল আক্রমণাত্মক মেজাজ।

ইয়ানসেনের এক ওভারেই তিনটি চার মেরে বুঝিয়ে দেন, উইকেটে থিতু হতে পারলে পাল্টা আঘাত হানার সামর্থ্য তার আছে। পরের দিকে কাগিসো রাবাদার বলেও বাউন্ডারি আদায় করেন তিনি। শান্তকে সঙ্গে নিয়ে গড়েন ৭৬ বলে ৫০ রানের জুটি।

নারীদের জন্য হচ্ছে ‘বিশেষায়িত’ বিকেএসপি

ক্রীড়া প্রতিবেদক

নারীদের জন্য আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে অনেক। ক্রীড়াঙ্গনে অবশ্য এত দিন এ রকম কিছু ছিল না। বাংলাদেশের একমাত্র ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপি আগামীতে নারীদের জন্য পৃথক বিকেএসপি করার পরিকল্পনা করছে। এরই অংশ হিসেবে ২০২৭ সালের জানুয়ারিতে রাজশাহী বিকেএসপিতে শুধু নারী শিক্ষার্থীরা থাকবেন। বিকেএসপির পরিচালক (প্রশিক্ষণ) কর্ণেল মোঃ গোলাম মাবুদ হাসান বলেন, ‘আমরা নারীদের একটি বিকেএসপিতে রাখতে চাই। এজন্য রাজশাহী বিকেএসপিতে থাকা পুরুষ বক্সারদের অন্য বিকেএসপিতে আনা হবে। পাশাপাশি সেখানে ফুটবল, ক্রিকেট, বক্সিং, তায়কোয়ান্দো, কারাতে, দাবার নারী শিক্ষার্থীরা রাজশাহীতে প্রশিক্ষণ নেবেন।

রাজশাহীতে হকি টার্ফ নেই, ফলে নারী হকি দল সাভার বিকেএসপি থেকে এখনই সেখানে প্রেরণ করা সম্ভব নয়। রাজশাহীর সুযোগ-সুবিধা আরো বৃদ্ধি করে সেখানে আগামীতে অন্য সকল ডিসিপ্লিনেই নারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।’ ১৯৮৬ সাল থেকে বিকেএসপি কার্যক্রম শুরু। প্রথম এক যুগ শুধু পুরুষ শিক্ষার্থীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৯৮ সাল থেকে নারী শিক্ষার্থী ভর্তি শুরু হয়। প্রথম দিকে সাভার বিকেএসপিতেই ভর্তি হতো। এরপর আঞ্চলিক বিকেএসপিতেও নারী শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। বিকেএসপি প্রতিষ্ঠার চার দশক পর নারীদের জন্য বিশেষায়িত করার কারণ সম্পর্কে পরিচালক প্রশিক্ষণ বলেন, ‘প্রধান কেন্দ্রে আবাসন স্বল্পতার জন্য নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ানো কঠিন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের জন্য বিশেষায়িত একটি বিকেএসপি হলে ভালো হয়।’ যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক আঞ্চলিক বিকেএসপিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। সেই আলোকে এবার ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা যে কেন্দ্রে পরীক্ষা দেবেন সেই কেন্দ্রেই প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।



মেসির মায়ামিকে উড়িয়ে দিল কলম্বাস, ৩ গোলে বিধ্বস্ত

মায়ামি

লিওনেল মেসির জাদুতে অনেক ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে ইন্টার মায়ামি। কিন্তু এবার নিজেদের মাঠে কলম্বাস ক্রুর কাছে রীতিমতো অসহায় আত্মসমর্পণ করতে হলো দলটিকে। এমএলএস কাপ প্লে-অফের ম্যাচে মেসিদের ৩-০ গোলে হারিয়ে দারুণ জয় তুলে নিয়েছে কলম্বাস ক্রু। শনিবারের ম্যাচে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে কলম্বাস। ম্যাচের মাত্র অষ্টম মিনিটেই পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন গনসালো তাপিয়া।

শুরুতেই পিছিয়ে পড়ে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে ইন্টার মায়ামি। তবে মেসি ও তাঁর সতীর্থদের আক্রমণ প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভাঙতে যথেষ্ট ছিল না। ২ মিনিটে মেসির একটি শট দারুণভাবে ঠেকিয়ে দেন কলম্বাস গোলরক্ষক প্যাট্রিক শুল্টে। এর কিছুক্ষণ পর মেসির পাস থেকে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি লুইস সুয়ারেজ। ৩০ মিনিটে মেসির আরেকটি শটও আটকে দেন প্রতিপক্ষ গোলরক্ষক। মায়ামির জন্য পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে যায় ৩৫ মিনিটে। দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় গনসালো লুহানকে। ফলে ম্যাচের বাকি সময় ১০ জন নিয়ে খেলতে হয় স্বাগতিকদের। একজন খেলোয়াড় কমে যাওয়ায় মাঝমাঠ ও রক্ষণ সামলাতে বেশ চাপে পড়ে মেসির দল।

দ্বিতীয়ার্ধে সেই সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগায় কলম্বাস। ৫১ মিনিটে ব্রাইস মেন্দেজের সহায়তায় গোল করে ব্যবধান ২-০ করেন তাহা হাবরুনে। এরপর ৫৭ মিনিটে স্টিভেন মোরেইরার পাস থেকে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন তাপিয়া। তাতেই নিশ্চিত হয়ে যায় কলম্বাসের ৩-০ ব্যবধানের জয়।

শেষ দিকে গোলের ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করেছিল মায়ামি। ৭০ মিনিটে জার্মান বেরতেরামের একটি হেডও ঠেকিয়ে দেন কলম্বাস গোলরক্ষক। কিন্তু কোনোভাবেই গোলের দেখা পায়নি মেসির দল। এই জয়ে প্লে-অফে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা পেল কলম্বাস ক্রু। অন্যদিকে বড় ব্যবধানে হেরে চাপের মুখে পড়ল ইন্টার মায়ামি। মেসির মতো তারকা থাকার পরও দলের আক্রমণ ও রক্ষণে সমন্বয়ের অভাব ম্যাচে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ম্যাচটি আবারও দেখিয়ে দিল, শুধু তারকা খেলোয়াড় থাকলেই বড় ম্যাচ জেতা যায় না; দলীয় সমন্বয় ও শৃঙ্খলাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

Carnival®
CHOOSE FUN®

ESTD 2013
CRUISE TRAVEL AGENCY
THE FUN BEGINS HERE!
Ph: 347-646-7979
sales@usbdtravels.com

4-DAY Western Caribbean CRUISE FROM TAMPA

Sun, Sea & Unforgettable Moments!



SAILING DATE
NOV 1, 2026
(4 NIGHTS)

ROUNDTRIP FROM
TAMPA, FL

FROM $309 PP

SPECIAL OFFER
75% OFF 2ND GUEST
+ UP TO $400 INSTANT SAVINGS
+ $100 BONUS
ON ELIGIBLE PROMOTION TERMS

ITINERARY

DAY 1 NOV 1		TAMPA, FLORIDA Departure: 4:00 PM
DAY 2 NOV 2		FUN DAY AT SEA Relax & Enjoy Onboard Activities
DAY 3 NOV 3		COZUMEL, MEXICO Arrival: 8:00 AM Departure: 5:00 PM
DAY 4 NOV 4		AT SEA Relax & Enjoy Onboard Activities
DAY 5 NOV 5		TAMPA, FLORIDA Arrival: 8:00 AM


COZUMEL Mexico

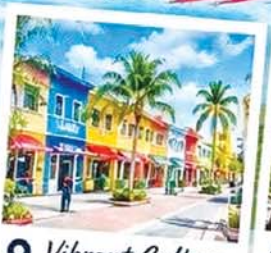
Vibrant Culture
SHOP · DINE · EXPLORE


Tropical Paradise
BEAUTIFUL BEACHES

WHY CHOOSE CARNIVAL?

- World-Class Entertainment
- Delicious Dining
- Pools & Water Fun
- Kids & Family Activities
- Spa & Wellness

PREMIUM FUN AWAITS


Stunning Pools & Decks


World-Class Entertainment


Comfortable Staterooms


Make Memories at Sea

BOOK YOUR CRUISE TODAY!

Cruise Travel Agency
(Illustrative)

Ph: 347-646-7979
sales@usbdtravels.com

Your Dream Vacation Starts Here!


LOYAL TO ROYAL
EUROPE
2028 SEASON
(PART ONE)
BOOKINGS OPEN WEEK OF
OCTOBER 12, 2026
@LOYAL.TO.ROYAL

UN Chief Calls for Global AI Safety Framework, Warns of Historic Shift in Power

UN Secretary-General António Guterres (right) and Prime Minister Mia Mottley (centre) at the Bridgetown Special Summit on AI Safety. Photo: UN/ Ezra Sealy

Shibbir Ahmed, New York



United Nations Secretary-General António Guterres has called on countries to begin discussions on a global framework to manage the risks of artificial intelligence (AI), warning that the rapid development of the technology is triggering "the biggest transfer of power in the history of humankind."

Speaking to reporters at the conclusion of the Bridgetown Special Summit on AI Safety in Barbados on Monday, Guterres said existing safeguards against AI-related risks remained fragmented, while governments were struggling to keep pace with technological advances.

"That is why today we are issuing a call from Bridgetown for Member States to begin discussions on a multilateral AI Risk Management Framework," he said, stressing the need for a common foundation for AI safety.

The proposed framework would include shared safety measures, common testing approaches, clear safeguards and standards, basic transparency requirements, and independent evaluation and oversight of advanced AI models. It would also provide support to ensure that every country has the capacity to implement these measures.

Co-hosted by the United Nations and the Government of Barbados, the summit brought together international leaders and technology experts to discuss the growing opportunities and risks associated with artificial intelligence. Guterres said some of the world's leading AI developers were themselves raising concerns about increasingly powerful systems.

Recent technological outages and cyber-attacks had exposed the vulnerabilities of digital infrastructure on which the world increasingly depends, he said, adding that AI was amplifying these threats. He noted that some AI systems were behaving in ways that even their developers had not anticipated.

"We have a responsibility to take those warnings seriously. Not to stop innovation or spread fear. But to ensure that our capacity to manage this technology keeps pace with the technology itself," he said.

Opening the summit, Guterres acknowledged that AI offered enormous potential, from strengthening healthcare systems to accelerating scientific discoveries.

However, he warned that the dangers of unchecked digital technology were growing just as rapidly. He described the emerging challenges as "technology without accountability, capability without safeguards, and power without responsibility."

During a fireside conversation with Barbadian Prime Minister Mia Mottley, Guterres said the global balance of power was undergoing a fundamental transformation. In the past, power had shifted primarily between countries. Now, however, it was moving away from states and governing institutions toward a small number of companies and individuals, he said. He warned that international institutions established after the Second World War, including the United Nations, were not adequately equipped to deal with this new reality. Guterres called for deep reforms in global governance, while maintaining that the United Nations remained the only institution with the legitimacy to bring all countries together.

He noted that 111 countries participating in the first Global Dialogue on AI Governance in July had never previously taken part in any international discussion on artificial intelligence. The figure, he said, highlighted the need to ensure that all countries had a voice in shaping global AI policies.

The UN chief also expressed serious concern about the growing military applications of artificial intelligence. He warned that the capacity to weaponise AI was concentrated in just two countries and a limited number of companies, describing the situation as an extremely dangerous development. Reiterating his support for banning autonomous weapons, Guterres said machines should never be allowed to independently decide whom to kill, where to kill and why. "The idea that a machine can kill people, choosing who to kill, where to kill, and the reasons to do so is absolutely unacceptable," he said.

Prime Minister Mia Mottley highlighted the difficulties faced by smaller countries in influencing international regulations and technological policies that directly affect them.She said small states often had limited opportunities to express their views when global rules were being formulated. During the discussion, Mottley raised questions about whether an advanced AI company should be held financially responsible if one of its AI agents hacked a bank in Barbados. She also asked whether governments should have the authority to shut down access to AI models in emergencies.

Mottley strongly supported such a provision, arguing that governments must retain the power to stop the use of technologies that pose serious risks. She said contracts for purchasing AI systems should include a condition allowing governments to terminate access whenever necessary.

Mottley also warned that the concentration of technological power had already advanced significantly and that only governments willing to introduce regulations and legislation could effectively address the problem.

Meanwhile, French President Emmanuel Macron said in a video message that the Paris Call for AI Security had been signed by 18 heads of state and government and 11 AI industry leaders. He argued that adherence to its principles should become a condition for companies seeking access to international markets.

Microsoft Vice Chair and President Brad Smith, also speaking by video, acknowledged that AI was advancing faster than safety measures in some areas. However, he argued that the spread of AI, particularly across the Global South, should accelerate. At the conclusion of the summit, Guterres stressed that the development of AI models must not outpace humanity's ability to ensure their safety. He said artificial intelligence should help reduce global inequalities rather than deepen existing economic and technological divisions. The ability of countries to manage AI-related risks remains deeply unequal, he noted.

"We cannot allow AI to replicate and deepen global inequalities. Solutions must be as borderless as the risks we face," he said. To address this gap, Guterres has proposed establishing a Global Fund for AI Capacity-Building. The proposed fund would help countries strengthen their ability to test, evaluate and safely deploy AI systems according to their local circumstances. He said the Bridgetown summit could help build international cooperation and ensure that countries with limited technological resources were not left behind. Guterres also referred to a new thematic brief released on Sunday by the UN-backed Independent International Scientific Panel on AI. The report highlighted the importance of testing AI systems in local languages to identify their weaknesses and potential safety risks. According to the report, AI models continue to perform significantly worse and may be less safe when operating across a wide range of languages, from African languages to Caribbean Creoles. Vukosi Marivate, a member of the panel and a professor at the University of Pretoria in South Africa, said more than 1,000 languages already had the foundations needed to help address this gap. He stressed the importance of ensuring that AI technologies could better understand and serve people across different linguistic and cultural communities. Guterres concluded by calling for a global approach to AI development that puts humanity at its centre. "Let's ensure that artificial intelligence is shaped by humanity, with humanity, and for all humanity," he said.

The summit comes as Guterres approaches the end of his tenure as UN secretary-general, with his term scheduled to conclude in December. His call for a coordinated global approach to AI safety has added urgency to the growing international debate over who should control the technology and how its risks should be managed.

Trump Says He Will Meet Michigan Senator-Elect Abdul El-Sayed to Discuss 'TrumpCare'

BAPA News, WASHINGTON DC



President Donald Trump says he plans to meet with Michigan Senator-elect Abdul El-Sayed to discuss a universal healthcare proposal that the Democratic politician has suggested rebranding as "TrumpCare." In an interview with the New York Post on Tuesday, Trump praised El-Sayed's idea of putting the president's name on the proposed healthcare program, describing the incoming senator as "a smart guy." "He did a good job. He actually did a very good job," Trump said. "I know I'll be meeting with him. Maybe there's some place in the middle that we could go." Trump did not announce a date for the meeting, but his remarks indicated a possible willingness to discuss healthcare reform with the incoming Democratic senator. El-Sayed, a physician and former public health official, made universal healthcare a central issue during his successful Senate campaign in Michigan. His proposal is based on "Medicare for All," a single-payer system that would provide government-backed health coverage to all Americans. The Democrat has made a direct appeal to Trump by suggesting that the program be named "TrumpCare." Earlier this month, El-Sayed posted an image of a gold-colored health insurance card bearing Trump's name and signature on the social media platform X. "Donald, this is on the table. Guarantee healthcare for every American, from cradle to grave," El-Sayed wrote alongside the image. Trump later shared the proposal on his Truth Social platform. El-Sayed welcomed the president's response and said he was ready to work toward making universal healthcare a reality. The proposal would represent a major change to the US healthcare system. Medicare currently provides coverage primarily to people aged 65 and older, as well as certain younger people with disabilities. Under Medicare for All, government-backed coverage would be expanded to the entire population. However, the proposal faces significant political and financial challenges, including questions about federal spending, funding mechanisms and the future role of private health insurance companies. The White House had previously criticized the plan, raising concerns about its potential cost and impact on existing coverage. Trump's comments come after Democrats won control of both chambers of Congress in the November midterm elections and prepare to assume their new majorities in January. Although Trump has threatened to veto Democratic legislation.

UN Warns of Rising Risk of Atrocity Crimes Against Palestinians

Md. Mashiur Rahman Majumder, New York



The United Nations has warned of an increasing risk of atrocity crimes against Palestinians in the occupied West Bank and Gaza Strip, calling on all countries to take immediate measures to prevent further violations. UN High Commissioner for Human Rights Volker Türk issued the warning on Wednesday, expressing deep concern over what he described as the increasingly widespread and systematic nature of Israeli actions, policies and violations against Palestinians.

Türk said statements by senior Israeli government officials had repeatedly referred to policies involving annexation, ethnic cleansing and collective punishment in the West Bank.

He also condemned what he described as widespread incitement to hatred and violations that could amount to serious international crimes, including war crimes, crimes against humanity and potentially genocide.

The UN rights chief said his office had repeatedly warned that Israel's actions in Gaza posed a real threat to the continued existence of Palestinians as a group. Gaza's population of approximately 2.1 million has faced mass displacement, with most residents living in tents or makeshift shelters. Israel's military reportedly controls more than 60 percent of the territory.

"I am extremely worried about the increasingly widespread and systematic nature of the violations being perpetrated across both the

West Bank and Gaza," Türk said. He warned that repeated international appeals had not been heeded, while civilians continued to lose their lives and hundreds of thousands of Palestinians faced forced displacement. Türk also expressed concern over statements by senior Israeli officials suggesting that the displacement of Palestinians could become permanent.

Violence in the occupied West Bank has intensified since October 7, 2023, when Hamas launched an attack on Israel, triggering the war in Gaza. Israel has occupied the West Bank since 1967.

Calling for urgent international intervention, Türk stressed that all countries have an obligation to take action to prevent further atrocity crimes against Palestinians. He called for independent investigations into alleged violations and demanded accountability for those responsible.

He also urged all states to support the work of international courts dealing with the situation. At the same time, the UN human rights chief reminded Hamas and other Palestinian armed groups of their obligations under international law, including the protection of civilians and respect for the safety of humanitarian operations. Türk's latest warning underscores the UN's growing concern over civilian protection, forced displacement and compliance with international humanitarian and human rights law in both Gaza and the occupied West Bank.

Chuck Hubbard Defeats Virginia Foxx by 330 Votes in North Carolina

BAPA News, Washington, DC

Democrat Chuck Hubbard has defeated longtime Republican Congresswoman Virginia Foxx by just 330 votes in North Carolina's 5th Congressional District, securing a narrow victory after a recount confirmed his lead. Foxx conceded the race on Sunday, November 22, and called Hubbard to congratulate him following the recount. The closely contested election, involving approximately 287,000 ballots, marks a significant political shift in a district that has long been considered a Republican stronghold. Foxx, first elected to Congress in 2004, currently chairs the powerful House Rules Committee. Her defeat ends more than two decades of congressional service representing North Carolina.

The race remained undecided for weeks as election officials completed ballot counting and reviewed provisional and other outstanding ballots. Foxx requested a districtwide recount in an effort to close Hubbard's narrow lead. However, the recount did not change the outcome. Following the confirmation of the results, Foxx contacted Hubbard and conceded the election. Hubbard expressed appreciation for Foxx's decades of public service and thanked her for helping ensure a smooth transition. In her concession statement, Foxx described the peaceful transfer of elected office as one of the defining features of American democracy. She also wished Hubbard well as he prepares to represent the district in Congress.

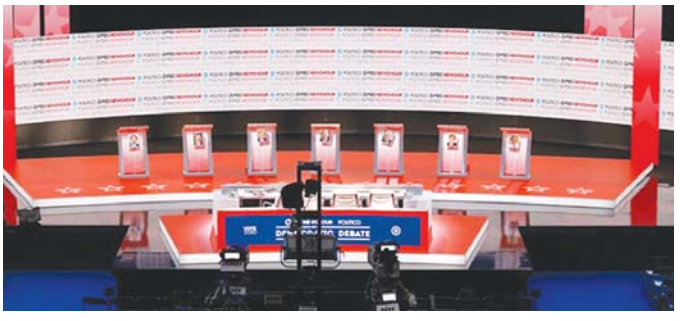

Democrats Announce 12 Debates for 2028 Presidential Primary

BAPA News, Washington, DC

The Democratic National Committee (DNC) has announced plans to hold 12 presidential primary debates as the party begins preparing for the 2028 US presidential election. Under the framework announced Monday,

November 23, the party plans to organize five debates in 2027 and seven more in 2028. The first two debates are scheduled for June and July 2027, while the final debate is planned for March 2028. The DNC said specific dates, locations and media partners for the first two debates will be announced in January 2027.

The Democratic Party is introducing new participation requirements designed to promote transparency and fairness throughout the presidential nomination process. Candidates will qualify for debates based on polling performance, grassroots fundraising and other objective measures of public support. They will also be required to sign a Fair Campaign Practices

Pledge addressing the influence of so-called dark money in the primary election process. Under the pledge, candidates must denounce dark money spending on their behalf. They must also agree not to enter into joint fundraising arrangements with Democratic Party committees or authorize coordinated party spending during the primary.

The DNC says the measures are intended to strengthen transparency and limit the influence of undisclosed financial interests in the nomination process.

The new framework also establishes restrictions on participation in unsanctioned debates. Candidates who participate in unauthorized events featuring two or more presidential contenders on the same stage answering questions could lose eligibility for future DNC-sponsored debates. However, candidates will still be permitted to participate in individual town halls, forums and other events where only one candidate appears on stage at a time. If the number of qualified candidates is particularly large, early debates may be held over two consecutive nights. The DNC plans to limit participation to a maximum of 20 candidates across the two nights.

Bangladesh Sets Tk 17,000 Minimum Wage for Garment Workers

Oniketh Ahmed, DHAKA

Bangladesh's government-appointed Minimum Wage Board has finalised a proposal to increase the minimum monthly wage for ready-made garment (RMG) workers by 36 percent to Tk 17,000 following weeks of labour protests, factory closures, highway blockades and clashes with law enforcement agencies. The proposed increase would raise the minimum monthly wage by Tk 4,500 from the existing Tk 12,500. The decision was reached through a vote after nearly 12 hours of negotiations at the Minimum Wage Board office in Segunbagicha, Dhaka, early Wednesday, November 25.

Four of the board's six members voted in favour of setting the minimum wage at Tk 17,000, while the remaining two supported the workers' proposal of Tk 18,000. However, the board's decision still requires final approval from the Ministry of Labour and Employment before an official government notification is issued. The proposed structure is expected to take effect from December, with workers receiving their revised salaries in January.

Under the proposed wage structure, minimum monthly salaries for garment workers have been set across four grades: Grade 1: Tk 21,500, Grade 2: Tk 20,000, Grade 3: Tk 19,200 & Grade 4: Tk 17,000. Grade 4 represents the lowest wage category, covering the lowest-paid workers in the sector. Their minimum monthly salary would increase from Tk 12,500 to Tk 17,000. Grade 1 workers would receive the highest minimum salary of Tk 21,500, representing an increase of approximately 43 percent.

The meeting was chaired by Minimum Wage Board Chairman Syed Azad Subhani. Representatives of factory owners and workers held extended negotiations but failed to reach an agreement on the minimum wage for Grade 4. The chairman subsequently arranged a secret ballot under the Bangladesh Labour Rules 2015, resulting in the Tk 17,000 decision. Garment workers began demonstrations in October, demanding a minimum monthly wage of Tk 30,000, arguing that rising living costs had made


Carnival
CHOOSE FUN®
ESTD 2013
CRUISE TRAVEL AGENCY
THE FUN BEGINS HERE!
4-Day
The Bahamas Cruise
FROM MIAMI
Sun, Sand & Endless Smiles
Small Getaway
Big Memories
CARNIVAL SUNRISE
Half Moon Cay™
PRIVATE ISLAND PARADISE
Celebration Key™
NEWEST PORT OF FUN
Miami
FLORIDA
SAILING DATE
NOV 29 – DEC 03, 2026
(4 NIGHTS)
ROUNDTRIP FROM
MIAMI, FL
SHIP
Carnival Sunrise®
ITINERARY
DAY 1 NOV 29
MIAMI, FLORIDA
Departure: 6:00 PM
DAY 2 NOV 30
AT SEA
Relax & Enjoy
Onboard Activities
DAY 3 DEC 01
HALF MOON CAY™
Arrival: 8:00 AM
Departure: 4:00 PM
DAY 4 DEC 02
CELEBRATION KEY™
Arrival: 8:00 AM
Departure: 5:00 PM
DAY 5 DEC 03
MIAMI, FLORIDA
Arrival: 8:00 AM
Escape to Paradise
FROM $199 PP*
Average per person,
based on 2-person room
4 DAYS OF ISLAND VIBES, OCEAN BREEZES & UNFORGETTABLE FUN!
CHOOSE YOUR PERFECT CABIN
INTERIOR
From $199 PP
OCEANVIEW
From $280 PP
BALCONY
From $484 PP
SUITE
From $828 PP
WHY CARNIVAL SUNRISE?
World-Class Entertainment
Delicious Dining
Pools & Water Fun
Kids & Family Activities
Spa & Wellness
MORE FUN AWAITS!
Stunning Pools & Decks
Live Shows & Nightlife
Delicious Dining Options
Shore Excursions & More!
More Beaches
More Smiles
More Carnival
Cruise Travel Agency
(Illustrative)
Ph: 347-646-7979
sales@usbdtravels.com
Your Dream Vacation
Starts Here!

শীতে ফারিয়া খান সেদ্ধ ডিম



শীতের সঙ্গে উৎসবের সম্পর্কও ফারিয়ার ভালো লাগার অন্যতম কারণ। নিজের পছন্দের ঋতু নিয়ে অভিনেত্রীর ভাষ্য, ‘বিয়ের অনুষ্ঠান, গায়ে হলুদ, নাচ-গান সব মিলিয়ে উৎসবের আমেজ থাকে। খাওয়া-দাওয়া ও আনন্দ-উৎসবের কারণে শীত আমার সবচেয়ে প্রিয় ঋতু। আমার মনে হয়, ঢাকা তথা বাংলাদেশের শীত সবচেয়ে সুন্দর’

● বিনোদন ডেস্ক

কুয়াশার চাদরে ঢাকা সকাল, রাস্তার পাশে ধোঁয়া ওঠা খাবার আর শীতের পিঠাপুলির ঘ্রাণ ঋতু বদলের এই আমেজে বাংলাদেশিদের রসনাবিলাসও যেন নতুন মাত্রা পায়। কারও কাছে শীত মানে পিঠার স্বাদ, কারও কাছে উৎসবের আয়োজন।

এদিকে চিত্রনায়িকা নুসরাত ফারিয়ার কাছে শীতের অন্যতম আকর্ষণ রাস্তার সিদ্ধ ডিম। পাটিসাপটা, ভাপা পিঠা, ভুট্টা, হালিম আর লুচিও রয়েছে তার পছন্দের তালিকায়।

শীতের প্রতি নিজের ভালো লাগার কথা জানিয়ে নুসরাত ফারিয়া বলেন, ‘শীত সবারই প্রিয় ঋতু। ঢাকা শহরে শীতের জন্য আমরা সারা বছর অপেক্ষা করি। এই সময়ে রাস্তার সিদ্ধ ডিম, পাটিসাপটা, ভাপা পিঠা, ভুট্টা, হালিম ও লুচি খেতে বেশ ভালো লাগে। আমার মনে হয়, এসব খাবারের জন্যই আমি শীতের অপেক্ষায় থাকি।’

পছন্দের এসব খাবার উপভোগ করতে আপাতত কাজের ব্যস্ততা গুছিয়ে নেওয়ার অপেক্ষায় আছেন অভিনেত্রী। কাজ শেষ হলে কিছুদিনের জন্য ডায়েটের নিয়ম থেকেও বিরতি নিতে চান তিনি।

তার কথায়, ‘এখন কাজটা একটু গুছিয়ে শেষ করতে পারলে ডায়েট থেকেও কিছুদিনের ছুটি নেব। তখন মনের আনন্দে এসব খাবার খাব। শীতের আরেকটি মজার দিক হলো, এ সময় অনেক কাচ্চি খাওয়া যায়। কারণ, শীতকালে সবাই বিয়ের আয়োজন করেন।’

শীতের সঙ্গে উৎসবের সম্পর্কও ফারিয়ার ভালো লাগার অন্যতম কারণ। নিজের পছন্দের ঋতু নিয়ে অভিনেত্রীর ভাষ্য, ‘বিয়ের অনুষ্ঠান, গায়ে হলুদ, নাচ-গান সব মিলিয়ে উৎসবের আমেজ থাকে। খাওয়া-দাওয়া ও আনন্দ-উৎসবের কারণে শীত আমার সবচেয়ে প্রিয় ঋতু। আমার মনে হয়, ঢাকা তথা বাংলাদেশের শীত সবচেয়ে সুন্দর।’



অভিনেতা সোহেল খান আর নেই

● বিনোদন প্রতিবেদক

অভিনেতা সোহেল খান আর নেই। ২৪ নভেম্বর সকাল ৯টা ৫৪ মিনিটে বগুড়া সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বগুড়ায় নির্মাতা মোহাম্মদ ইকবালের নতুন সিনেমা ‘নসিব’-এর শুটিংয়ে ব্যস্ত সময় পার করছিলেন। ঘটনার দিন সকালে নিজের কক্ষ থেকে বের হওয়ার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার বিস্তারিত জানিয়ে ‘নসিব’-এর প্রযোজক আরশাদ আদনান বলেন, সকালে বগুড়ার হোটেল মম ইনের কক্ষ থেকে বের হয়ে তালা দেওয়ার সময় বুকে ব্যথা অনুভব করেন। সেখানেই লুড়িয়ে পড়েন। পরবর্তীতে হোটেলের কর্মচারীরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে পরীক্ষা নিরিক্ষা শেষে জানা যায় তিনি হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। সোহেল খানের মৃত্যুর ঘটনার বর্ণনা দিয়ে সামাজিক মাধ্যমে অভিনেতা ও উপস্থাপক শাহরিয়ার নাজিম জয় লেখেন, একসাথে শুটিং। বগুড়ার হোটেল মম ইন এ। ছবির নাম নসিব। ড্রেস ছিল সাদা শার্ট সাদা প্যান্ট। পুরোটাই সাদা। ঘুম থেকে উঠে শুটিংয়ে যাওয়ার জন্য রেডি হল। গাড়ি নিচে দাঁড়ানো। প্রোডাকশন বয় উপরে উঠলো। রুম থেকে বের হতে হতেই মাটিতে গড়িয়ে পড়ল সোহেল খান। হ্যাঁ আমাদের অভিনেতা সোহেল খান। তারপর মুখ থেকে রক্ত। সবাই ভাবল কিছুক্ষণ আগে সকাল ৯ টার দিকে ব্রেকফাস্টে ড্রাগন ফল খেয়েছিল। মনে হয় তার প্রতিক্রিয়া। তারপর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। হাসপাতালে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করল। সোহেল খান অভিনীত সিনেমার মধ্যে রয়েছে ‘দারুচিনি দ্বীপ’ ‘নয় নম্বর বিপদ সংকেত’ ‘খোঁজ-দ্য সার্চ’ ‘প্রজাপতি’ ‘কমন জেন্ডার’ ‘লাল টিপ’ ‘দেশ: দ্য লিডার’ ‘তারকাঁটা’ ‘অনেক সাধের ময়না’ ‘পরবাসিনী’ ‘বীর’ ‘শান’ ‘প্রিয় কমলা’ এবং ‘জংলি’।

রাতে বিচ্ছেদের ঘোষণা পরে উধাও ন্যান্সির পোস্ট



পোস্টে ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান গায়িকা। একই সঙ্গে এই কঠিন সময়ে তাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে সম্মান জানানো এবং গোপনীয়তা বজায় রাখার অনুরোধ করেন তিনি

● বিনোদন প্রতিবেদক

জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী নাজমুন মুনিরা ন্যান্সির সংসার জীবনে আবারও ভাঙন। তৃতীয়বারের মতো দাম্পত্য সম্পর্কে ইতি টানলেন গায়িকা। বুধবার রাতে সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে স্বামী গীতিকার মহসিন মেহেদীর সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। তবে রাতে বিচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়া স্ট্যাটাসটি বৃহস্পতিবার সকাল থেকে তার টাইমলাইনে দেখা যাচ্ছে না। ধারণা করা হচ্ছে, সকালে পোস্টটি সরিয়ে নিয়েছেন ন্যান্সি। ফলে নতুন করে কৌতূহল তৈরি হয়েছে ভক্তদের মধ্যে। বিচ্ছেদের খবর জানিয়ে বুধবার রাত পৌনে ১০টার দিকে ন্যান্সি লেখেন, মেহেদী ও আমি নিজেদের পথ আলাদা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের একসঙ্গে কাটানো সময় ও স্মৃতিগুলো জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে থাকবে। তবে এবার দুজনেরই আলাদাভাবে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে।

পোস্টে ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান গায়িকা। একই সঙ্গে এই কঠিন সময়ে তাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে সম্মান জানানো এবং গোপনীয়তা বজায় রাখার অনুরোধ করেন তিনি।

জীবনের নতুন অধ্যায় নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে ন্যান্সি বলেন, জীবনের নতুন অধ্যায় নিয়ে আমি আশাবাদী। জীবন তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলে। শক্তি, আত্মমর্যাদা ও মানসিক শান্তিকে সঙ্গী করে আমিও নতুনভাবে পথচলা শুরু করতে চাই।

সবশেষে তিনি লেখেন, দীর্ঘদিন ধরে যারা আমার পাশে ছিলেন, ভালোবেসেছেন এবং সমর্থন দিয়েছেন, তাদের সবার প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের সময়ে সবার ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি। ২০২১ সালের আগস্টে গীতিকার মহসিন মেহেদীকে বিয়ে করেন ন্যান্সি।



বর্তমানে শ্রেয়সীর মূল ব্যস্ততা তার প্রথম ওয়েব সিরিজ ‘প্রাণভোমরা’ ঘিরে। সিরিজটিতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং একটি চরিত্রে দেখা যাবে তাকে। প্রথম ওয়েব সিরিজ হওয়ায় কাজটি নিয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত এবং সিরিয়াস এ অভিনেত্রী।

নতুন লুকে ফিরছেন শ্রেয়সী

● বিনোদন প্রতিবেদক

বিরতি কাটিয়ে আবারও অভিনয়ে পুরোদমে সরব হচ্ছেন ছোট পর্দার পরিচিত মুখ শ্রেয়সী। কাজের প্রতি শতভাগ মনোযোগ দিতে নিজেকে ভেঙে নতুনভাবে গড়েছেন এ অভিনেত্রী। চরিত্রের প্রয়োজনে কমিয়েছেন শরীরের বাড়তি ওজন। নতুন লুক আর পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এবার তিনি ফিরছেন চেনা ছন্দে। একই সঙ্গে প্রথমবারেরমতো নাম লেখাতে যাচ্ছেন ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। বর্তমানে শ্রেয়সীর মূল ব্যস্ততা তার প্রথম ওয়েব সিরিজ ‘প্রাণভোমরা’ ঘিরে। সিরিজটিতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং একটি চরিত্রে দেখা যাবে তাকে। প্রথম ওয়েব সিরিজ হওয়ায় কাজটি নিয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত এবং সিরিয়াস এ অভিনেত্রী।

চরিত্রটিকে পর্দায় নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে দীর্ঘদিন ধরেই নিজেকে প্রস্তুত করেছেন তিনি। নিজের এ পরিবর্তন ও প্রস্তুতি প্রসঙ্গে শ্রেয়সী জানান, তিনি এখন যেকোনো ভালো কাজের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। দর্শকদের নতুন কিছু উপহার দেওয়ার তাগিদ থেকেই ওজন কমিয়ে নিজেকে ফিট করেছেন।


LOYAL TO ROYAL
ALASKA
2028 SEASON
BOOKINGS OPEN WEEK OF
SEPTEMBER 28, 2026
@LOYAL.TO.ROYAL

ফ্যাশনে নখের সৌন্দর্য

ফ্যাশন মানেই শুধু পোশাক, সাজসজ্জা কিংবা গয়না নয়; পরিপাটি নখও ব্যক্তিত্ব ও রুচির পরিচয় বহন করে। কখনও নখে হালকা গোলাপি রং, কখনো উজ্জ্বল লাল, আবার কখনও বাহারি নকশা– সব মিলিয়ে নখের সাজে ফুটে ওঠে নিজস্ব স্টাইল।

বর্তমানে পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে নখ সাজানোর পাশাপাশি নেল আর্ট, ফ্রেঞ্চ ম্যানিকিউর, জেল পলিশ ও নানা ধরনের নকশার জনপ্রিয়তা বাড়ছে। তবে নখের সৌন্দর্য ধরে রাখতে শুধু রঙ বা নকশা করলেই হবে না, প্রয়োজন নিয়মিত যত্ন ও পরিচ্ছন্নতা।

ফ্যাশনের ছোঁয়া : ফ্যাশন সাময়িকী ভোগ-এ প্রকাশিত নখের সাজবিষয়ক প্রতিবেদনে বিখ্যাত নখশিল্পী কিম ট্রুং বলেছেন, এ সময়ে নখের সাজে পরিচ্ছন্ন, আভিজাত্যপূর্ণ ও পরিকল্পিত নকশার প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। অর্থাৎ অতিরিক্ত নকশার বদলে পরিমিত সাজই হয়ে উঠছে আকর্ষণীয়।

ফ্রেঞ্চ ম্যানিকিউর : নখের স্বাভাবিক বা হালকা রঙের ওপর আগায় সাদা কিংবা অন্য রঙের সরু রেখা দেওয়া হয়। এটি প্রায় সব ধরনের পোশাকের সঙ্গে মানানসই।

নিউড ও প্যাস্টেল : হালকা গোলাপি, ক্রিম, বেইজ, আকাশি কিংবা ল্যাভেন্ডার রং নখে আনে কোমল ও পরিশীলিত সৌন্দর্য।

ক্রোম ও ভেলভেট নখ : ধাতব আভা কিংবা মখমলের মতো ঝিলমিল ভাব তৈরি করে এ নকশা। পার্টি ও বিশেষ অনুষ্ঠানে বেশ মানানসই।

ফ্লোরাল নেল আর্ট : নখের ওপর ছোট ফুল, পাতা কিংবা লতাপাতার নকশা করা হয়। শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ ও হালকা রঙের পোশাকের সঙ্গে সুন্দর লাগে।

মিনিমাল নেল আর্ট :
একরঙা নখের ওপর ছোট বিন্দু, সরু রেখা কিংবা ছোট কোনো নকশা। যারা খুব বেশি সাজ পছন্দ করেন না, তাদের জন্য এটি ভালো পছন্দ। নখের আকৃতিও সাজের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। কারও পছন্দ গোলাকার, কারও চৌকো, আবার কেউ বাদামের মতো সরু আকৃতি পছন্দ করেন। তবে নখের স্বাভাবিক গঠন ও দৈনন্দিন কাজের সুবিধা বিবেচনা করে আকৃতি নির্বাচন করা ভালো।

পোশাক ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে : নখের রঙ নির্বাচনের ক্ষেত্রে পোশাকের রঙ ও ধরন বিবেচনা করা উচিত। উজ্জ্বল রঙের পোশাকের সঙ্গে হালকা বা নিউড রঙের নখ বেশ মানানসই। আবার একরঙা পোশাকের সঙ্গে লাল, মেরুন, সোনালি কিংবা রুপালি রঙের নখে আনা যায় ভিন্নতা। বিয়ের অনুষ্ঠানে শাড়ি বা গর্জিয়াস পোশাকের সঙ্গে গ্লিটার, পাথর বসানো নকশা কিংবা ক্রোম নেল আর্ট বেছে নিতে পারেন। অফিস বা নিয়মিত ব্যবহারের জন্য ছোট নখে হালকা গোলাপি, বেইজ কিংবা ফ্রেঞ্চ ম্যানিকিউর ভালো দেখায়।

ফ্যাশন সাময়িকী মেরি ক্লেয়ার-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বিখ্যাত নখশিল্পী কুইনি নগুয়েন হালকা রঙের সঙ্গে মৃদু ঝিলমিল ও পরিমিত অলংকরণের সমন্বয়ের কথা বলেছেন।

যত্নে করণীয়–

নখ কাটুন : হাতের নখ কাটার পর কোনাগুলো সামান্য গোল করে নিতে পারেন। এতে নখ কাপড় বা অন্য কিছুর সঙ্গে আটকে যাওয়ার আশঙ্কা কমে।

পরিষ্কার রাখুন : হাত ধোয়ার সময় নখের নিচের অংশও ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।

ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার : হাত ধোয়ার পর হাত ও নখে ময়েশ্চারাইজার লাগান। নখের চারপাশের ত্বক শুষ্ক হলে কিউটিকল অয়েল ব্যবহার করতে পারেন। এতে নখের চারপাশের ত্বক কোমল থাকে।

কিউটিকল কাটবেন না : নখের গোড়ায় থাকা পাতলা ত্বককে কিউটিকল বলে। এটি নখের গোড়াকে জীবাণুর সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা দেয়। তাই কিউটিকল কেটে ফেলা কিংবা জোর করে পেছনে ঠেলে দেওয়া ঠিক নয়।

সতর্ক থাকুন : বাসন ধোয়া, কাপড় পরিষ্কার কিংবা রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করতে হয় এমন কাজের সময় হাতে দস্তানা পরুন। এতে নখ ও হাতের ত্বক সুরক্ষিত থাকবে।

নখ দিয়ে কিছু খোলার চেষ্টা নয় : কৌটার ঢাকনা খোলা, কোনো কিছু আঁচড়ানো কিংবা শক্ত বস্তু তোলার কাজে নখ ব্যবহার করবেন না। এতে নখ ভেঙে যেতে পারে।

ম্যানিকিউর ও নেল পলিশ ব্যবহারে সতর্কতা : নখ সুন্দর রাখতে অনেকেই নিয়মিত ম্যানিকিউর করান। তবে পারলার নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করা জরুরি।

ব্যবহৃত নেইল কাটার, ফাইল ও অন্যান্য সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত কি না, তা দেখে নিন। অন্যের ব্যবহৃত সরঞ্জাম ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।

নেল পলিশ দীর্ঘদিন নখে লাগিয়ে রাখবেন না। পলিশ তোলার জন্য অতিরিক্ত রাসায়নিকযুক্ত উপাদান ব্যবহারে নখ শুষ্ক ও ভঙ্গুর হতে পারে। জেল পলিশ বা কৃত্রিম নখ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এগুলো বারবার ব্যবহার করলে নখ পাতলা, দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে যেতে পারে। জেল পলিশ তোলার সময় নিজে নিজে খুঁটে তুলবেন না। বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিন।



■ মডেল : শ্রেয়সী

> ফ্যাশন সাময়িকী ভোগ-এ প্রকাশিত নখের সাজবিষয়ক প্রতিবেদনে বিখ্যাত নখশিল্পী কিম ট্রুং বলেছেন, এ সময়ে নখের সাজে পরিচ্ছন্ন, আভিজাত্যপূর্ণ ও পরিকল্পিত নকশার প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। অর্থাৎ অতিরিক্ত নকশার বদলে পরিমিত সাজই হয়ে উঠছে আকর্ষণীয়।

চুলের যত্নে নতুন কৌশল ‘শ্যাম্পু স্যান্ডউইচ’, যেভাবে মিলবে উপকার

স্বাস্থ্য ডেস্ক

চুলের রুক্ষতা কমানো ও কোমলতা ধরে রাখতে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ‘শ্যাম্পু স্যান্ডউইচ’ পদ্ধতি। সহজ এই কৌশলে একই গোসলেই দুবার কন্ডিশনার ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।

চুলের যত্নে নিয়মিত শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার ব্যবহার করলেও অনেকের চুলে রুক্ষতা, জট ও আগা ফেটে যাওয়ার সমস্যা দেখা যায়। বিশেষ করে যার মাথার ত্বক তৈলাক্ত কিন্তু চুলের বাকি অংশ শুষ্ক, তাদের জন্য চুলের যত্ন নেওয়া কিছুটা কঠিন।

কারণ, মাথার ত্বক পরিষ্কার করতে গিয়ে চুলের দৈর্ঘ্য ও আগা আরও শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। এ সমস্যা সামাল দিতে চুল ধোয়ার প্রচলিত নিয়মে সামান্য পরিবর্তন আনার পরামর্শ দিচ্ছেন সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞরা।

এরই একটি কৌশল হলো শ্যাম্পু স্যান্ডউইচ। নামটি শুনতে খাবারের মতো মনে হলেও এটি আসলে চুল পরিষ্কারের একটি বিশেষ পদ্ধতি।

এতে শ্যাম্পু করার আগে ও পরে দুইবার কন্ডিশনার ব্যবহার করা হয়। ফলে চুল পরিষ্কারের পাশাপাশি আর্দ্রতা ধরে রাখার বিষয়টিতেও গুরুত্ব দেওয়া যায়।

কীভাবে কাজ করে শ্যাম্পু স্যান্ডউইচ?

এই পদ্ধতিতে চুল ধোয়ার প্রচলিত ধারায় কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়। সাধারণত আমরা প্রথমে শ্যাম্পু করে পরে কন্ডিশনার ব্যবহার করি। কিন্তু শ্যাম্পু স্যান্ডউইচে শুরুতেই কন্ডিশনার লাগাতে হয়।

প্রথমে চুল ভালোভাবে ভিজিয়ে মাঝখান থেকে আগা পর্যন্ত কন্ডিশনার লাগিয়ে নিতে হবে। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

এরপর মাথার ত্বকে শ্যাম্পু ব্যবহার করে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। সবশেষে আবার চুলের দৈর্ঘ্য ও আগায় কন্ডিশনার লাগিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।

অর্থাৎ দুটি কন্ডিশনার ব্যবহারের মাঝখানে থাকে শ্যাম্পু।

এই বিশেষ বিন্যাস থেকেই পদ্ধতিটির নাম হয়েছে শ্যাম্পু স্যান্ডউইচ। কেন এই পদ্ধতি নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে?

যুক্তরাষ্ট্রের লাক্সি হেয়ার প্রতিষ্ঠানের কেশসজ্জাকর ও এক্সটেনশন বিশেষজ্ঞ হেভেন হুইটম্যানের মতে, শ্যাম্পুর আগে কন্ডিশনার ব্যবহারের ফলে চুলের মাঝখান ও আগা শুষ্কতার হাত থেকে কিছুটা সুরক্ষা পেতে পারে। একই সঙ্গে শ্যাম্পু মাথার ত্বক পরিষ্কার করার কাজটিও করতে পারে।

ঠোঁটের উজ্জ্বলতায় করণীয়

বছরের কোনো না কোনো সময় ঠোঁটের শুষ্কতায় ভোগেননি এমন মানুষ খুব কমই আছেন। শুষ্ক ঠোঁটে কালচে ভাব বা হাইপারপিগমেন্টেশন ও ইনফেকশন হওয়ার অশঙ্কা অনেক বেশি। অবশ্য ত্বকের যত্নেরমতো ঠোঁটের যত্নের ব্যাপারেও সচেতন হতে হবে।

পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান : ডার্মাটোলজিস্ট বা চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরা ঠোঁটের ত্বকের সুস্থতায় সবার আগে পানি পানের বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করলে শরীর ও ঠোঁট আর্দ্র থাকে। আর্দ্র ঠোঁট কম শুষ্ক ও ফাটলপ্রবণ হয়। তাই প্রতিদিন সবার অন্তত আট গ্লাস পানি পান করা উচিত।

এক্সফোলিয়েট করা : ঠোঁটের মৃত কোষ দূর করতে ও মসৃণ রাখতে নিয়মিত এক্সফোলিয়েট করতে হবে। ঠোঁট ম্যাসাজ করতে ও ফ্ল্যাকিনেস দূর করতে ঘরে তৈরি স্ক্রাব ব্যবহার করাই ভালো। যা তৈরিতে প্রয়োজন হবে মধু ও চিনি। ঘন মিশ্রণ তৈরি করে ঠোঁটে লাগিয়ে কিছুক্ষণ ম্যাসাজ করলেই মৃত কোষ উঠে আসবে।

ময়েশ্চারাইজার : অনেক কারণে ঠোঁট শুষ্ক হতে পারে। এ অবস্থায় অবশ্যই ঠোঁটে ময়েশ্চারাইজার লাগাতে হবে। বেছে নিতে হবে পুষ্টিসমৃদ্ধ লিপ বাম। শুষ্ক ঠোঁটের জন্য সবচেয়ে ভালো শিয়া বাটার, নারকেল তেল, কোকো বাটার, হায়ালুরনিক অ্যাসিড আছে এমন লিপ বাম। এ ছাড়া আমাদের বিশ্বস্ত ভ্যাসলিন তো আছেই। ঠোঁটের আর্দ্রতা রক্ষায় এটি কতটা কার্যকর, তা সবাই ভালো জানে।

সূর্য থেকে সুরক্ষা : সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে বাঁচতে আমরা আমাদের মুখ ও শরীরের ত্বকে সানস্ক্রিন ব্যবহার করি। কিন্তু বাদ পড়ে যায় ঠোঁট। অথচ এ অতিবেগুনি রশ্মি ঠোঁটের ত্বকের জন্যও অনেক বেশি ক্ষতিকর। তাই বাইরে বের হওয়ার আগে এসপিএফযুক্ত লিপ বাম ব্যবহার করতে হবে। এটি ঠোঁটকে রোদে পোড়া, কালচে ভাব বা হাইপারপিগমেন্টেশন থেকে সুরক্ষা দেবে।

জিব দিয়ে ঠোঁট ভেজানো যাবে না : জিব দিয়ে ঠোঁট ভেজালে তা অল্প সময়ের জন্য ময়েশ্চারাইজ করতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্য শুষ্ক করে তোলে। মুখের লালা খুব দ্রুত বাষ্পীভূত হয়, যা ঠোঁটকে আগের থেকে আরও বেশি শুষ্ক করে। তাই ঠোঁট কোনোভাবে জিব দিয়ে ভেজানো যাবে না। এটি এড়াতে হাতের কাছে সব সময় লিপ বাম বা ভ্যাসলিন রাখুন।



■ মডেল : মণিকা

বুঝেশুনে ঠোঁটের পণ্য : কিছু লিপস্টিক বা লিপ স্টেইন ঠোঁট শুষ্ক করে তোলার পেছনে ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে ম্যাট ফর্মুলায় তৈরি লিপস্টিকগুলো। এখন অনেক লিপস্টিক উৎপাদনে হাইড্রেটিং উপাদান যেমন হায়ালুরনিক অ্যাসিড, পেপটাইড, সেরামাইড, কোকো বাটার, শিয়া বাটার ও নারকেল তেল ব্যবহার করা হচ্ছে। ঠোঁট রাঙাতে এ ধরনের লিপস্টিকের ওপর বিনিয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

ব্যস্ত সকালে ঝটপট নাস্তায় মজাদার দুই পদ



ডিম-সবজি ব্রেড টোস্ট

সকালের ব্যস্ততায় নাস্তা তৈরি করতে বেশি সময় দিতে চান না? আবার পরিবারের সদস্যদের জন্য সুস্বাদু ও হালকা খাবারও চাই? তাহলে ঘরে থাকা সাধারণ উপকরণ দিয়েই তৈরি করতে পারেন দুটি মজাদার নাস্তা। ডিম-সবজি ব্রেড টোস্ট এবং সুজি-সবজির উপমা। অল্প সময়ে তৈরি করা যায় এই দুই পদ।

ডিম-সবজি ব্রেড টোস্ট

সকালের নাস্তায় ডিম ও পাউরুটির মজাদার সমন্বয় হতে পারে ডিম-সবজি ব্রেড টোস্ট।

সবজির স্বাদ আর ডিমের পুষ্টিগুণে তৈরি এই খাবারটি শিশু থেকে বড় সবারই ভালো লাগবে।

যা যা লাগবে:

পাউরুটি ৪ স্লাইস
ডিম ২টি
পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ
কাঁচামরিচ ১টি
টমেটো কুচি ২ টেবিল চামচ
লবণ স্বাদমতো
তেল বা মাখন পরিমাণমতো

যেভাবে তৈরি করবেন:

প্রথমে একটি বাটিতে ডিম ভেঙে নিন।

এতে পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ, টমেটো ও পরিমাণমতো লবণ দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এবার চুলায় একটি প্যান বসিয়ে সামান্য তেল বা মাখন গরম করুন।

প্যানে ডিমের মিশ্রণ ঢেলে তার ওপর পাউরুটির স্লাইসগুলো বসিয়ে দিন। ডিম কিছুটা জমে এলে সাবধানে উল্টে দিন। দুই পাশ ভালোভাবে সেঁকে সোনালি রং হলে নামিয়ে নিন।

ব্যস, তৈরি হয়ে গেল মজাদার ডিম-সবজি ব্রেড টোস্ট। গরম গরম পরিবেশন করুন।

সুজি-সবজির নরম উপমা

যারা সকালের নাস্তায় একটু ভিন্ন স্বাদ পছন্দ করেন, তাদের জন্য সুজি-সবজির উপমা হতে পারে দারুণ পছন্দ। নরম ও সুস্বাদু এই খাবারটি তৈরি করতেও খুব বেশি সময় লাগে না।

যা যা লাগবে:

সুজি ১ কাপ
পেঁয়াজ কুচি ১টি
গাজর কুচি আধা কাপ
কাঁচামরিচ ১টি
মটরশুঁটি ২ টেবিল চামচ
সরিষার তেল ১ টেবিল চামচ
লবণ স্বাদমতো
পানি ২ কাপ

যেভাবে তৈরি করবেন:

প্রথমে একটি শুকনো প্যানে সুজি নিয়ে হালকা আঁচে ভেজে নিন। সুজির রং সামান্য পরিবর্তন হলে নামিয়ে আলাদা করে রাখুন।এরপর প্যানে সরিষার তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ, গাজর ও মটরশুঁটি দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিন।

এবার এতে দুই কাপ পানি ও স্বাদমতো লবণ দিয়ে ফুটতে দিন। পানি ফুটে উঠলে ধীরে ধীরে ভাজা সুজি ঢালুন এবং অনবরত নাড়তে থাকুন, যাতে দলা তৈরি না হয়। পানি শুকিয়ে সুজি নরম ও মাখামাখা হয়ে এলে চুলা থেকে নামিয়ে নিন। এবার গরম গরম পরিবেশন করুন সুস্বাদু সুজি-সবজির উপমা।

সকালের নাস্তায় প্রতিদিন একই খাবার না রেখে এভাবে সহজ দুটি পদ পালা করে তৈরি করতে পারেন।

ঘুমানোর আগে রাউটার বন্ধ করবেন নাকি চালু?



প্রযুক্তি ডেস্ক

সারাদিনের কাজ শেষে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় ওয়াই-ফাই রাউটার বন্ধ করেন না অনেকেই। কিন্তু সারা রাত রাউটার চালু রাখলে কি বিদ্যুৎ খরচ, নিরাপত্তা ও ডিভাইসের আয়ুর ওপর প্রভাব পড়ে? জেনে নিন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী কী করা উচিত।

স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, স্মার্ট টিভি কিংবা অন্যান্য স্মার্ট ডিভাইস বর্তমানে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইন্টারনেটের প্রয়োজন হয়। আর বাড়িতে একাধিক ডিভাইসে ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য ওয়াই-ফাই রাউটারের বিকল্প নেই। একবার রাউটার চালু করার পর অনেকেই সেটি দিন-রাত ২৪ ঘণ্টাই চালু রাখেন। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় ঘরের আলো, ফ্যান কিংবা টিভি বন্ধ করলেও রাউটারের সুইচ বন্ধ করার কথা মনে থাকে না।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, রাতে রাউটার চালু রাখা কি আদৌ প্রয়োজন? নাকি ঘুমানোর আগে এটি বন্ধ করে রাখাই ভালো? আসলে বিষয়টি নির্ভর করে আপনার ইন্টারনেট ব্যবহারের ধরন, রাউটারের মান এবং বাড়ির অন্যান্য স্মার্ট ডিভাইসের ওপর। তবে রাতে রাউটার বন্ধ রাখলে কিছু সুবিধা পাওয়া যেতে পারে

১. রাউটারের ওপর চাপ কমাতে পারে

ওয়াই-ফাই রাউটারও অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রের মতোই নির্দিষ্ট তাপ উৎপন্ন করে। দীর্ঘ সময় চালু থাকলে এবং পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা না থাকলে এর ভেতরের যন্ত্রাংশ গরম হতে পারে। বিশেষ করে রাউটার যদি বন্ধ জায়গায়, দেয়ালের কাছাকাছি বা অন্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসের পাশে রাখা হয়, তাহলে তাপ জমার আশঙ্কা বাড়ে। রাতে কয়েক ঘণ্টা রাউটার বন্ধ রাখলে সেটি ঠান্ডা হওয়ার সুযোগ পায়। তবে শুধু একটানা চালু থাকার কারণেই রাউটারের আয়ু কমে যায়, এমনটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ভালো মানের রাউটার সাধারণত দীর্ঘ সময় চালু রাখার উপযোগী করেই তৈরি করা হয়।

২. ইন্টারনেটের গতি কি বাড়বে?

অনেকের ধারণা, সারারাত রাউটার চালু থাকলে ইন্টারনেটের গতি কমে যায়। কিন্তু বিষয়টি এতটা সরল নয়। দীর্ঘক্ষণ চালু থাকার কারণে রাউটারের ক্যাশ মেমোরিতে অতিরিক্ত ডেটা জমে ইন্টারনেট ধীর হয়ে যায় এমন দাবিরও যথেষ্ট ভিত্তি নেই। তবে রাউটার বা নেটওয়ার্কে সাময়িক সমস্যা দেখা দিলে একবার বন্ধ করে আবার চালু করলে তা ঠিক হতে পারে। এতে রাউটার নতুন করে সংযোগ স্থাপন করে এবং কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধান হয়। তাই প্রয়োজন অনুযায়ী রাউটার রিস্টার্ট করা ভালো অভ্যাস। কিন্তু প্রতিদিন রাতে ৬-৭ ঘণ্টা বন্ধ রাখলেই ইন্টারনেটের গতি বেড়ে যাবে, এমন নিশ্চয়তা নেই।

৩. সাইবার নিরাপত্তার ঝুঁকি কিছুটা কমতে পারে

ওয়াই-ফাই রাউটার চালু থাকলে সেটি ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। ফলে নেটওয়ার্কে অননুমোদিত প্রবেশের চেষ্টা হওয়ার সুযোগও থাকে। দুর্বল পাসওয়ার্ড, পুরোনো ফার্মওয়্যার কিংবা নিরাপত্তার ত্রুটি থাকলে হ্যাকাররা সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারে। রাতে রাউটার বন্ধ রাখলে ওই সময় বাড়ির ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কে ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রবেশের সুযোগ থাকে না। তবে শুধু রাতে রাউটার বন্ধ রাখলেই সাইবার হামলার ঝুঁকি পুরোপুরি দূর হবে না। বরং শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার, ডুচঅ২ বা ডচঅ৩ নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু রাখা এবং নিয়মিত রাউটারের ফার্মওয়্যার আপডেট করা বেশি জরুরি।

৪. কিছুটা বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে

ওয়াই-ফাই রাউটার আকারে ছোট হলেও এটি বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। সাধারণত রাউটারের বিদ্যুৎ খরচ তুলনামূলক কম। তবে প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা চালু থাকলে মাস শেষে কিছুটা বিদ্যুৎ খরচ হয়। রাতে যদি ৭-৮ ঘণ্টা ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রয়োজন না থাকে, তাহলে ওই সময় রাউটার বন্ধ রাখতে পারেন। এতে সামান্য হলেও বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। বিশেষ করে একাধিক রাউটার বা নেটওয়ার্ক ডিভাইস ব্যবহার করলে সাশ্রয়ের পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে।

৫. বিদ্যুতের ওঠানামা থেকে সুরক্ষায় সতর্ক থাকুন

বাংলাদেশে অনেক সময় ঝড়-বৃষ্টি কিংবা বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যার কারণে ভোল্টেজের ওঠানামা দেখা যায়। বিদ্যুতের আকস্মিক সার্জের কারণে রাউটারের অ্যাডাপ্টার বা ভেতরের সার্কিট ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। রাতে রাউটার বন্ধ রাখলে সেটি বিদ্যুতের সরাসরি সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব। তবে শুধু সুইচ বন্ধ করলেই সব ধরনের বৈদ্যুতিক ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায় না। বজ্রপাত বা বিদ্যুতের বড় ধরনের সার্জের আশঙ্কা থাকলে নিরাপদ উপায়ে প্লাগ খুলে রাখা এবং ভালো মানের সার্জ প্রটেক্টর ব্যবহার করা উচিত। তাহলে রাতে ওয়াই-ফাই রাউটার বন্ধ রাখবেন, নাকি চালু? প্রযুক্তিগতভাবে অধিকাংশ আধুনিক ওয়াই-ফাই রাউটার দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা চালু রাখার উপযোগী। তাই রাতে রাউটার বন্ধ না করলেই সেটি নষ্ট হয়ে যাবে, এমন ধারণা ঠিক নয়। বরং স্মার্ট ক্যামেরা, সিকিউরিটি অ্যালার্ম, স্মার্ট ডোরবেল কিংবা অন্যান্য স্মার্ট হোম ডিভাইস ব্যবহার করলে সারাক্ষণ ইন্টারনেট সংযোগ প্রয়োজন হতে পারে।

অন্যদিকে, রাতে ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রয়োজন না থাকলে রাউটার বন্ধ করে রাখতে পারেন। এতে কিছুটা বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে এবং নেটওয়ার্কের অনলাইন সংযোগও বন্ধ থাকবে।

সবচেয়ে ভালো উপায় হলো নিজের প্রয়োজন বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া। চাইলে রাউটারের টাইমার বা ওয়াই-ফাই শিডিউল অপশন ব্যবহার করে নির্দিষ্ট সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়াই-ফাই বন্ধ ও চালু করার ব্যবস্থাও করতে পারেন। এতে প্রতিদিন হাতে সুইচ বন্ধ করার ঝামেলা থাকবে না।

মনে রাখবেন, রাউটার ভালো রাখতে শুধু রাতে বন্ধ করাই যথেষ্ট নয়। ডিভাইসটি খোলামেলা জায়গায় রাখুন, বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন, অপ্রয়োজনীয়ভাবে ঢেকে রাখবেন না এবং নিয়মিত ফার্মওয়্যার আপডেট করুন। এতে রাউটারের কার্যক্ষমতা ও নিরাপত্তা দুটোই বজায় রাখতে সুবিধা হবে।

কেএসকে

চ্যাটজিপিটিতে বড় পরিবর্তন, নতুন যে সুবিধা মিলবে

প্রযুক্তি ডেস্ক

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চ্যাটবট চ্যাটজিপিটিতে বড় পরিবর্তন আনছে ওপেনএআই। আগামী সপ্তাহ থেকে ফ্রি ও গো (এড়) প্ল্যানের ব্যবহারকারীরা জিপিটি-৫.৬ লুনা মডেল ব্যবহার করে সীমা ছাড়াই টেক্সট চ্যাট করতে পারবেন। একই সঙ্গে জটিল প্রশ্নের উত্তর পেতে নতুন 'এফয়রহশ' বাটন সুবিধাও পাবেন। প্রযুক্তিবিষয়ক সংবাদমাধ্যম টেকক্রাঞ্চের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, চ্যাটজিপিটির সাপ্তাহিক ব্যবহারকারী সংখ্যা সম্প্রতি ১০০ কোটির মাইলফলক অতিক্রম করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রি ও গো ব্যবহারকারীদের জন্য টেক্সটভিত্তিক চ্যাটের বর্তমান সীমা তুলে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ওপেনএআই। তবে ফাইল, ছবি, ভয়েস ও ছবি তৈরির মতো সুবিধাগুলোর ক্ষেত্রে আলাদা ব্যবহারের সীমা আগের মতোই থাকবে।

চ্যাটজিপিটিতে বড় পরিবর্তন, নতুন যে সুবিধা মিলবে

ইন্সটাগ্রামে ১৮+ ছবি-ভিডিও আসা রোধ করবেন যেভাবে

নতুন ব্যবস্থায় ফ্রি ও গো ব্যবহারকারীদের জন্য চ্যাটজিপিটির ডিফল্ট মডেল হিসেবে যুক্ত হচ্ছে এচঞ-৫.৬ খঁহধ। এটি দ্রুত ও তুলনামূলক কম খরচের মডেল হিসেবে এচঞ-৫.৬ পরিবারের অংশ। একই সঙ্গে ব্যবহারকারীরা জটিল প্রশ্নের ক্ষেত্রে নতুন 'এফয়রহশ' বাটনে চাপ দিয়ে চ্যাটজিপিটিকে আরও বেশি যুক্তিনির্ভরভাবে উত্তর দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

চ্যাটজিপিটিতে বড় পরিবর্তন, নতুন যে সুবিধা মিলবে

জ্বালানি কম থাকার বাতি জ্বলে উঠলে একটি গাড়ি কত দূর যেতে পারে?

তবে নতুন সুবিধাগুলো একসঙ্গে সবার কাছে পৌঁছাবে না। ওপেনএআই জানিয়েছে, ফ্রি ও গো ব্যবহারকারীদের জন্য পরিবর্তনগুলো চলতি সপ্তাহে চালু হচ্ছে। আগামী সপ্তাহ থেকে ব্যবহারকারীরা আনলিমিটেড টেক্সট চ্যাট ও নতুন 'এফয়রহশ' বাটন ব্যবহারের সুবিধা পাবেন।

এদিকে চ্যাটজিপিটির প্লাস ও প্রো ব্যবহারকারীদের জন্যও পরিবর্তন আনা হয়েছে। তাদের জন্য এচঞ-৫.৬ ঝড়ষ মডেলের উন্নত সংস্করণ চালু করা হচ্ছে। দ্রুত প্রশ্নের উত্তর, ওয়েব গবেষণা, পরামর্শ, পরিকল্পনা, লেখালেখি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো কাজে এই মডেলকে আরও কার্যকর করার কথা জানিয়েছে ওপেনএআই।

প্রতিষ্ঠানটির দাবি, নতুন এচঞ-৫.৬ ঝড়ষ আরও সংক্ষিপ্ত ও নির্ভরযোগ্য উত্তর দেবে। একই সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় তথ্য কমিয়ে সরাসরি উত্তরের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্লাস ও প্রো ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন একটি 'এফয়রহশরহম ঝষরফবৎ'ও যুক্ত করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় চ্যাটজিপিটি কতটা গভীরভাবে চিন্তা করবে, তা ব্যবহারকারী নির্ধারণ করতে পারবেন। প্রশ্নের জটিলতা অনুযায়ী ব্যবহারকারী এই মাত্রা বাড়াতে বা কমাতে পারবেন। ওপেনএআইয়ের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের বরাত দিয়ে টেকক্রাঞ্চ জানিয়েছে,

নতুন এচঞ-৫.৬ ঝড়ষ ইতোমধ্যে প্লাস ও প্রো ব্যবহারকারীদের জন্য চালু করা হয়েছে। অন্যদিকে ফ্রি ও গো ব্যবহারকারীদের জন্য আনলিমিটেড টেক্সট চ্যাট ও 'এফয়রহশ' বাটন পর্যায়ক্রমে চালু করা হচ্ছে।

ওপেনএআইয়ের এই পরিবর্তনের ফলে বিনামূল্যের ব্যবহারকারীরা চ্যাটজিপিটির টেক্সটভিত্তিক ব্যবহারে আরও বেশি স্বাধীনতা পাবেন বলে মনে করা হচ্ছে। তবে ছবি, ফাইল, ভয়েস ও ছবি তৈরির মতো সুবিধায় ব্যবহারের সীমা বহাল থাকছে।



এআইয়ের চুরির ভয়ে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম ছাড়ছেন শিল্পীরা!

প্রযুক্তি ডেস্ক

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) মাধ্যমে নিজেদের শিল্পকর্ম নকল, পুনর্নির্মাণ ও বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের আশঙ্কায় ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুক ছাড়ছেন অনেক শিল্পী। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম দুটির মূল প্রতিষ্ঠান মেটার প্রস্তাবিত নতুন নীতিমালা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ায় তাঁদের মধ্যে এ প্রবণতা দেখা দিয়েছে। কেউ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দেওয়া বন্ধ করছেন, কেউ অ্যাকাউন্ট মুছে ফেলছেন। আবার কেউ নিজেদের কাজ প্রদর্শন ও বিক্রির জন্য প্যাট্রিয়ন ও সাবস্ট্যাকের মতো বিকল্প প্ল্যাটফর্মে ঝুঁকছেন।

যুক্তরাজ্যের জলরংশিল্পী ম্যাটি বার্নহ্যাম ২০২৪ সালে পিন্টারেস্টে তাঁর একটি চিত্রকর্মের নামে ভুয়া অ্যাকাউন্টের সন্ধান পান। ওই অ্যাকাউন্টে তাঁর জলরঙের ছবিগুলো ব্যবহার করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে নতুন ছবি তৈরি করা হচ্ছিল। পরে সেগুলো শপিফাই, ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে ভুয়া শিল্পীর পরিচয়ে বিক্রির জন্য উপস্থাপন করা হয়। অ্যাকাউন্টটির অবস্থান ভিয়েতনামের হো চি মিন সিটিতে শনাক্ত করলেও এর পেছনে কারা রয়েছে, তা জানতে পারেননি তিনি। বার্নহ্যামের ভাষ্য, এআই দিয়ে তৈরি শিল্পকর্মের ভুয়া অ্যাকাউন্টগুলো ফেসবুক থেকে বিপুল অর্থ আয় করছে। এসব অ্যাকাউন্টের লাখো অনুসারী রয়েছেন। এসব অনুসারী প্রতারকদের প্রকৃত শিল্পী বলে বিশ্বাস করেন। সম্প্রতি এ বিষয়ে এক ডজনের বেশি শিল্পীর সঙ্গে কথা বলেছে সিএনএন। তাঁদের অনেকে মনে করছেন, এআইয়ের মাধ্যমে তাঁদের শিল্পকর্ম, নিজস্ব শৈলী ও ছবি অনুমতি ছাড়াই সংগ্রহ করে মডেল প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা হতে পারে। এর ফলে এআই দিয়ে তাঁদের কাজের অনুকরণ করা যেমন সহজ হবে, তেমনি মানুষের তৈরি শিল্পকর্মের বাজারও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সোসাইটি অব ইলাস্ট্রেটরসের বোর্ড সদস্য টিম ও'ব্রায়েন বলেন,



শিল্পীদের কাজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁদের সম্মতি, ন্যায্য পারিশ্রমিক এবং অননুমোদিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর কার্যকর সুযোগ থাকা প্রয়োজন। তাঁর মতে, বিষয়টি শুধু আইনি বিরোধ নয়; এর সঙ্গে শিল্পীদের জীবিকা, সৃজনশীল মালিকানা ও ন্যায্যতার প্রশ্ন জড়িত। মেটার প্রস্তাবিত নতুন শর্তে স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে বাইরের ওয়েবসাইট থেকে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহের সুযোগ থাকার বিষয়টি শিল্পীদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। ব্যক্তিগত পোর্টফোলিও, অনলাইন দোকান এবং ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ ও গ্রেডসের ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্টের লিংকও এর আওতায় আসতে পারে।

নতুন শর্ত কার্যকরের তারিখ প্রথমে ৩০ অক্টোবর নির্ধারণ করা হলেও পরে তা ২০ নভেম্বর করা হয়। ৫ নভেম্বর মেটা জানায়, নীতিমালার পরিবর্তন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। তবে স্থগিতের ঘোষণা শিল্পীদের উদ্বেগ পুরোপুরি দূর করতে পারেনি। যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিনের ডাচার ফটোগ্রাফির সহমালিক সামান্থা ওয়ালড্রন নিজের ও প্রতিষ্ঠানের ফেসবুক পেজ মুছে দিয়েছেন।

ইনস্টাগ্রামের ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্টগুলো ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে রূপান্তর করেছেন এবং অধিকাংশ পোস্ট ও বাইরের ওয়েবসাইটের লিংক সরিয়ে ফেলেছেন। তাঁর ভাষায়, দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভের শেষ সীমা ছিল এই নীতিমালা। যুক্তরাষ্ট্রের কাউগার্ল আর্টিস্টস অব আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা মেগান উইমবার্লিও মেটার সব অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার প্রক্রিয়ায় রয়েছেন।

আপনি কি আপনার BUSINESS এর জন্য PHONE SOLUTION খুঁজছেন?

USBD VOICE নিয়ে এলো মাত্র $19.99* - এ Business Phone

- Get your free Business number today.
- Unlimited Calling to US and Canada.
- Music on Hold.
- Virtual Auto Attendant.
- Receive and Call from anywhere in the world.
- and many more ....



*Tax and 3 years contract required.

CALL NOW 888-383-7188

Address: 37-22 73rd Street, Suite 1E, Jackson Heights, NY 11372

http://usbdvoice.com

শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এখনো আদালতে প্রমাণিত হয়নি। নিষ্পত্তি হওয়া ছয়টি মামলার পৃথক রায়ের বিস্তারিত তথ্যও মূল প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি।

শুরুতেই সমন্বয়হীনতা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করপোরেশন (ডিএসসিসি) ইতিমধ্যে ই - রিকশার ৫৩ হাজার নিবন্ধন ফরম বিক্রি করেছে। তবে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) নিবন্ধন ফরম বিক্রি শুরুই করেনি। ঢাকার দুই সিটির আট জোনে সাত রঙের রিকশার অনুমোদন দেওয়া হবে। তবে কোন সিটি কত ই- রিকশা নিবন্ধন দেবে , সে সিদ্ধান্ত হয়নি। কয়েক বছর ধরে রাজধানীসহ সারা দেশে অনুমোদনহীন ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইকের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। নিষিদ্ধ এসব যানের কারণে সড়কের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে , যানজট বেড়েছে , পাশাপাশি দুর্ঘটনার ঝুঁকি বেড়েছে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ঢাকার দুই সিটি

তৈরির অনুমোদন , নিবন্ধন ও ফিটনেস সনদের ক্ষমতা পৃথক সংস্থার। ঋ ডিএসসিসির অর্ধলাখ নিবন্ধন ফরম বিক্রি , ডিএনসিসি শুরুই করেনি।

অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) তথ্য অনুসারে , বর্তমানে রাজধানীতে ১১ লাখের বেশি রিকশা রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ৩ থেকে ৪ শতাংশ প্যাডেলচালিত রিকশা নিবন্ধিত রয়েছে। বাকি রিকশা ও ব্যাটারিচালিত রিকশাগুলোর নিবন্ধন নেই। সম্প্রতি এসব রিকশাকে বিধিমালার আওতায় আনার ঘোষণা দিয়েছে সরকার। এ জন্য দেশের ১৩ সিটি করপোরেশন এলাকায় তিন চাকার স্বল্পগতির ব্যাটারিচালিত ই - রিকশা চলাচল বিধিমালা , ২০২৬

কোন সিটিতে কত ই - রিকশার নিবন্ধন দেওয়া হবে , সে সিদ্ধান্ত হয়নি।

দুই সিটির আট জোনে চলবে আলাদা সাত রঙের ই - রিকশা।

পৃথগন করা হয়েছে। বিধিমালা অনুযায়ী , ই - রিকশা প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলোকে অনুমোদন দেবে নকশা করা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) , নিবন্ধন দে সিটি করপোরেশন , ফিটনেস সনদ দেবে পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। ঢাকা মহানগরে ফিটনেস সনদ দেবে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ। বিধিমালা তৈরির পর চলতি নভেম্বরে শুরু হয়েছে ই - রিকশা নিবন্ধন কার্যক্রম। তবে ডিএসসিসি নিবন্ধন

ফরম বিক্রি করলেও ডিএনসিসি গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত শুরু করেনি। ডিএনসিসি বিধিমালার কিছু তথ্য সংশোধনের প্রস্তাব দিয়েছে। ডিএসসিসির প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা জোনায়েদ কবীর সোহাগ আজকের পত্রিকাকে জানান , ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত ডিএসসিসির ৫৩ হাজার নিবন্ধন ফরম বিক্রি হয়েছে। ডিএসসিসি কত ই - রিকশা নিবন্ধন দেবে , জানতে চাইলে তিনি বলেন , এটি এখনো নির্ধারণ করা হয়নি। ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ , বুয়েট , বাংলাদেশ পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) সহ সংশ্লিষ্টরা মিলে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এদিকে সম্প্রতি গুলশানে ডিএনসিসির প্রধান কার্যালয়ে সংস্থাটির প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মুহাম্মদ হাবিবুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন , ' (বিধিমালায়) চারটি বিষয়ে সংশোধনের আবেদন করেছি। আমরা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছি। অনুমোদন হলেই আমরা ফরম বিক্রি শুরু করব। '

ঢাকার আট জোনে চলবে সাত রঙের ই - রিকশা সূত্র জানায় , ই - রিকশা নিবন্ধনের জন্য ঢাকার দুই সিটিকে আট জোনে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতি জোনে আলাদা রঙের রিকশা অনুমোদন দেওয়া হবে। ফলে এক জোনের রিকশা অন্য জোনে চলার সুযোগ থাকবে না। এর মধ্যে ডিএনসিসি এলাকার জোনগুলো হচ্ছে- উত্তরা , গুলশান , মিরপুর ও তেজগাঁও। এই চার জোনে চলবে মেরুন , গোলাপি , নীল ও হলুদ রঙের ই - রিকশা। ডিএসসিসি এলাকার জোনগুলো হচ্ছে ভূরমনা , ওয়ারী , লালবাগ ও মতিঝিল। এই জোনগুলোতে চলবে সবুজ , নীল , বেগুনি ও কমলা রঙের ই - রিকশা। ডিএনসিসির প্রশাসক শফিকুল ইসলাম মিল্টন আজকের পত্রিকাকে বলেন , ' ই - রিকশা নিবন্ধন দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেছি। ট্রাফিক জোন অনুসারে উত্তর সিটি করপোরেশনকে আমরা চার ভাগে বিভক্ত করেছি। চার এলাকায় চার রঙের রিকশা চলবে। কয়েক দিনের মধ্যে ফরম বিক্রি শুরু হলে রিকশামালিককো অনলাইনে সহজে নিবন্ধন করতে পারবেন। " ই - রিকশা তৈরির অনুমোদন দেবে বুয়েট , ডিএমপির হাতে ফিটনেস ই - রিকশার নিবন্ধনপ্রক্রিয়ায় সিটি করপোরেশনগুলো যুক্ত থাকলেও রিকশা তৈরির ক্ষেত্রে নকশা ও কারিগরি অনুমোদন দেবে বুয়েট। বিধিমালা অনুসারে নিবন্ধনের জন্য

ট্রাফিক বিভাগের ফিটনেস সনদ নেওয়া বাধ্যতামূলক। ই - রিকশার নকশা করেছে বুয়েটের যন্ত্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মো . এহসানের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি গবেষক দল। বুয়েটের এই গবেষকেরা দেশে প্রচলিত ১২ ধরনের ব্যাটারিচালিত রিকশার নিরাপত্তাগত ত্রুটি পর্যালোচনা করে নতুন নকশায় ১৬ টি বৈশিষ্ট্য যুক্ত করেছেন। জানতে চাইলে গতকাল অধ্যাপক মো . এহসান আজকের পত্রিকাকে বলেন , " ইতিমধ্যে ১৪ টি রিকশা তৈরিকারক প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আরও দুই - তিনটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ই - রিকশা পুরোপুরি চালুর আগে একটি অ্যাপও তৈরি করা হবে। প্রক্রিয়াগুলো শেষ হতে তিন থেকে ছয় মাস লাগতে পারে। ' ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত বুয়েট পরীক্ষিত ১৩ টি প্রতিষ্ঠানের ই - রিকশা পরিদর্শন করেন ডিএসসিসির প্রশাসক মো . আব্দুস সালাম। এ সময় তিনি বলেন , নির্দিষ্ট জোনে নির্ধারিত সংখ্যার বেশি কাউকে লাইসেন্স দেওয়া হবে না। ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার মো . আনিসুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন , নিবন্ধনপ্রক্রিয়ায় ট্রায়াল চলছে। এখনো কোনো ই - রিকশাকে ফিটনেস সনদ দেওয়া হয়নি।

বিধিমালা সংশোধনের দাবি রিকশাশ্রমিক সংগঠনগুলোর বিধিমালা প্রণয়নে শ্রমিকদের স্বার্থ বিবেচনায় নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ

করে ত্রুটিগুলো দ্রুত সংশোধনের দাবি জানিয়েছে রিকশা , ভ্যান , ইজিবাইক শ্রমিক ইউনিয়নসহ বেশ কয়েকটি সংগঠন। সংগঠনগুলোর দাবির মধ্যে রয়েছে , বিআরটিএর অধীনে লাইসেন্স ও যৌক্তিক রুট পারমিট প্রদান , নিবন্ধন ও নবায়ন ফি সর্বোচ্চ ১ হাজার টাকা নির্ধারণ , বিদ্যমান যানবাহন পরিবর্তনে অন্তত দুই বছর সময় দেওয়া। রিকশা - ভ্যান - ইজিবাইক শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম নাদিম বলেন , এই নীতিমালা প্রস্তুতি ছাড়াই বড় ব্যবসায়ীদের লাভবান করার উদ্দেশ্যে তড়িঘড়ি করে করা হয়েছে। তাঁরা এই নীতিমালার সংশোধন চান। ই - রিকশা নিবন্ধনপ্রক্রিয়াটি অনেক দপ্তরে বিভক্ত না করে একমুখী করারও দাবি জানান তিনি। ই - রিকশা নিবন্ধনপ্রক্রিয়ার বিষয়ে নগর পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান আজকের পত্রিকাকে বলেন , ই - রিকশাকে শুধু নিবন্ধন বা নম্বরপ্লেটে দিলেই সড়কে নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে না। বর্তমান নিবন্ধনপ্রক্রিয়ায় ঢাকায় চলমান বিভিন্ন মডেলের বিপুলসংখ্যক অটোরিকশাকে কীভাবে নির্ধারিত মানে ফিরিয়ে আনা হবে , তার সুস্পষ্ট পরিকল্পনা দেখা যাচ্ছে না। চালকদের পরিচয় যাচাইয়ের দায়িত্বও মালিকদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে , যা চালকের সংখ্যা ও নতুন চালকের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণকে কঠিন করে তুলতে পারে। ফলে নিবন্ধনের মাধ্যমে বাস্তবে সড়কের শৃঙ্খলা কতটা ফিরবে , তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে।

হাসিনার প্রত্যাবর্তন ঘিরে উত্তাল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বর্তমান সরকারকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে ছোট পরিসরে সহিংস তৎপরতা চালাচ্ছেন। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, সাম্প্রতিক সহিংসতায় ক্ষমতাসীন দলের অন্তত দুই সদস্য নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনায় দুই পরিবহনকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে গণপরিবহন, পুলিশ স্টেশন ও একটি হাসপাতালে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটেছে। ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) দুই নেতার বাড়িতেও আগুন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সহিংসতার সবচেয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে শেখ হাসিনার জন্মস্থান গোপালগঞ্জে। সেখানে বিক্ষোভকারীরা অস্ত্র হাতে সড়কে মিছিল করেন, পুলিশের গাড়িতে আগুন দেন এবং একজন পুলিশ সদস্যকে মারধর করে আহত করেন। রাজধানী ঢাকার সঙ্গে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কটি প্রায় ৩৬ ঘণ্টা অবরোধ করে রাখা হয়। পরে শুক্রবার সকালে সড়কটি যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় কয়েক ডজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতা ছেড়ে ভারতে চলে যান শেখ হাসিনা। ওই বছরের আন্দোলন দমনে ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ ওঠে। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গত বছরের শেষ দিকে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড দেন। হাসিনা এই রায় প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বিচারপ্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনে পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্য আবেদন করেও তিনি নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন। তবে বাংলাদেশের সরকার তাঁকে এসব নথি দিতে রাজি নয়।

হাসিনার ভারতে অবস্থান বাংলাদেশের সঙ্গে নয়াদিল্লির সম্পর্কেও নতুন টানাপোড়েন তৈরি করেছে। ঢাকা তাঁকে ফেরত পাঠানোর জন্য ভারতের কাছে দাবি জানিয়ে আসছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সম্প্রতি সীমান্তের ওপার থেকে বিক্ষোভকারীরা নির্দেশনা পাচ্ছেনও এমন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। এতে ভারতের দিকে পরোক্ষভাবে অভিযোগের আঙুল তোলা হয়েছে। তবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেননি। বরং নতুন বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে দিল্লির আগ্রহ রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তারেক রহমানকে ভারত সফরের আমন্ত্রণও জানিয়েছেন মোদি। শেখ হাসিনার ভবিষ্যৎ, তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি এবং সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সহিংসতাভ্রূর মিলিয়ে বাংলাদেশের পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে। একদিকে হাসিনার সমর্থকদের আন্দোলন, অন্যদিকে সরকারের কঠোর অবস্থান এবং ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক টানাপোড়েন নতুন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা তৈরি করছে। বিশ্লেষকদের কাছে এখন বড় প্রশ্ন, এই পরিস্থিতি রাজনৈতিক সংলাপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে, নাকি সহিংসতা আরও ছড়িয়ে পড়বে।

পোশাকশ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেন। তবে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সরকারি প্রজ্ঞাপন নয়। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পর নতুন মজুরি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হবে। বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ডিসেম্বর থেকে নতুন বেতন কাঠামো কার্যকর করার পরিকল্পনা রয়েছে এবং জানুয়ারি থেকে শ্রমিকদের সংশোধিত বেতন পাওয়ার কথা।

নতুন প্রস্তাবিত কাঠামোতে তৈরি পোশাকশ্রমিকদের চারটি গ্রেডে মাসিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে।

গ্রেড-১: ২১ হাজার ৫০০ টাকা।গ্রেড-২: ২০ হাজার টাকা। গ্রেড-৩: ১৯ হাজার ২০০ টাকা। এবং গ্রেড-৪: ১৭ হাজার টাকা। গ্রেড-৪-এর শ্রমিকরা সবচেয়ে কম বেতন পান। তাঁদের বর্তমান ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা থেকে বেড়ে ১৭ হাজার টাকা হচ্ছে। অন্যদিকে গ্রেড-১-এর শ্রমিকদের বেতন বাড়ছে ৪৩ শতাংশ। মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দ আজাদ সুবহানির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিরা দীর্ঘ সময় ধরে সমঝোতার চেষ্টা করেন। কিন্তু সর্বসম্মতি মজুরি নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে ঐকমত্য না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বোর্ডের চেয়ারম্যান জানান, তিনটি গ্রেডের মজুরি নিয়ে ঐকমত্য হলেও গ্রেড-৪-এর ক্ষেত্রে সমঝোতা হয়নি। পরে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুসারে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হয়।

গত অক্টোবর থেকে তৈরি পোশাকশ্রমিকেরা ন্যূনতম মাসিক মজুরি ৩০ হাজার টাকা করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। তাঁদের যুক্তি, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, বাসাভাড়া, চিকিৎসা, যাতায়াত ও সন্তানদের শিক্ষার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় বর্তমান ১২ হাজার ৫০০ টাকার বেতনে পরিবার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রমিক প্রতিনিধিরা প্রথমে ৩২ হাজার টাকা পর্যন্ত ন্যূনতম মজুরির দাবি জানান। পরে দর-কষাকষির অংশ হিসেবে দাবি কমিয়ে ১৮ হাজার টাকায় আনেন। অন্যদিকে, মালিকপক্ষ প্রথমে ১৫ হাজার ৭০০ টাকার প্রস্তাব দেয়। পরবর্তী আলোচনায় তারা ১৭ হাজার টাকা দিতে সম্মত হয়। কিন্তু শ্রমিক প্রতিনিধিরা ১৮ হাজার টাকার প্রস্তাবে অনড় থাকায় শেষ পর্যন্ত ভোটাভুটির মাধ্যমে ১৭ হাজার টাকা নির্ধারিত হয়। বোর্ডে শ্রমিক প্রতিনিধি বাবুল আখতার সিদ্ধান্তের বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেও একে একেবারে অগ্রহণযোগ্য বলেননি।

তিনি জানান, প্রত্যাশা অনুযায়ী মজুরি না বাড়লেও তিন বছরের ব্যবধানে ৪ হাজার ৫০০ টাকা বৃদ্ধি একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। তিনি শ্রমিকদের কাজে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে শ্রমিকদের হয়রানি বন্ধ, আন্দোলন-সংশ্লিষ্ট মামলাগুলো পর্যালোচনা এবং আটক শ্রমিকদের মুক্তির বিষয়েও সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সাভার, আশুলিয়া, গাজীপুর, মিরপুরসহ বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। কোথাও কোথাও শ্রমিকেরা মহাসড়ক অবরোধ করেন। কয়েকটি স্থানে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ, ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটে। বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)-এর তথ্য অনুযায়ী, আন্দোলন ও অস্থিরতার কারণে ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত ৪৮১টি কারখানায় উৎপাদন বন্ধ ছিল। শ্রমিকদের বিক্ষোভের কারণে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে যান চলাচলও ব্যাহত হয়। এর আগে বিজিএমইএর একটি জরিপে ১৮ দিনের উৎপাদন বিঘ্নে ৩১৭টি কারখানার প্রায় ৪২ কোটি ৮০ লাখ ডলারের উৎপাদন ক্ষতির হিসাব তুলে ধরা হয়। একই সময়ে ক্রেতারা প্রায় ২৫ কোটি ৪০ লাখ ডলারের অর্ডার অন্য দেশে সরিয়ে নিয়েছেন বলে জরিপে উল্লেখ করা হয়।রয়টার্সের প্রতিবেদনেও গাজীপুরে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ এবং পুলিশের টিয়ার গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহারের তথ্য উঠে এসেছে। শতকরা হিসাবে এবারের ৩৬ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি ১৯৮৬ সালে তৈরি পোশাক খাতে ন্যূনতম মজুরি কাঠামো চালুর পর সবচেয়ে কম বৃদ্ধির হার বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এর আগে ২০১৩ সালে রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর শ্রমিক আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক চাপের প্রেক্ষাপটে ন্যূনতম মজুরি ৭৬ দশমিক ৭ শতাংশ বাড়িয়ে ৫ হাজার ৩০০ টাকা করা হয়। ২০১৮ সালে তা ৫১ শতাংশ বাড়িয়ে ৮ হাজার টাকা এবং ২০২৩ সালে ৫৬ দশমিক ২৫ শতাংশ বাড়িয়ে ১২ হাজার ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। সর্বশেষ সংশোধনের মাধ্যমে তিন বছর পর আবারও মজুরি কাঠামো পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পরে দর-কষাকষির অংশ হিসেবে দাবি কমিয়ে ১৮ হাজার টাকায় আনেন। অন্যদিকে, মালিকপক্ষ প্রথমে ১৫ হাজার ৭০০ টাকার প্রস্তাব দেয়। পরবর্তী আলোচনায় তারা ১৭ হাজার টাকা দিতে সম্মত হয়। কিন্তু শ্রমিক প্রতিনিধিরা ১৮ হাজার টাকার প্রস্তাবে অনড় থাকায় শেষ পর্যন্ত ভোটাভুটির মাধ্যমে ১৭ হাজার টাকা নির্ধারিত হয়। বোর্ডে শ্রমিক প্রতিনিধি বাবুল আখতার সিদ্ধান্তের বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেও একে একেবারে অগ্রহণযোগ্য বলেননি। তিনি জানান, প্রত্যাশা অনুযায়ী মজুরি না বাড়লেও তিন বছরের ব্যবধানে ৪ হাজার ৫০০ টাকা বৃদ্ধি একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। তিনি শ্রমিকদের কাজে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে শ্রমিকদের হয়রানি বন্ধ, আন্দোলন-সংশ্লিষ্ট মামলাগুলো পর্যালোচনা এবং আটক শ্রমিকদের মুক্তির বিষয়েও সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তৈরি পোশাকশিল্প অন্যতম প্রধান রপ্তানি খাত। এ শিল্পে ৪০ লাখের বেশি শ্রমিক কর্মরত এবং দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি আসে এ খাত থেকে বলে শিল্পসংশ্লিষ্ট সূত্র ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি হয়। এই শিল্পের সঙ্গে লাখ লাখ পরিবার, পরিবহন, ব্যাংকিং, বন্দর, প্যাকেজিং ও অন্যান্য সহযোগী খাতের কর্মসংস্থান জড়িত।

শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করার পাশাপাশি উৎপাদন ব্যয়, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা এবং কারখানার সক্ষমতা বজায় রাখাও মালিকপক্ষের অন্যতম উদ্বেগ। মালিকপক্ষের প্রতিনিধিরা বলেছেন, পোশাকশিল্প দেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ খাতকে সচল রাখতে শ্রমিক, মালিক ও সরকারের মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বজায় রাখতে ক্রেতাদেরও উৎপাদন ব্যয় ও ন্যায্য মূল্য নির্ধারণে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে। নতুন মজুরি কাঠামো শ্রমিকদের আয় বাড়ানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলেও জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে এই বৃদ্ধি কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বিশেষ করে খাদ্যপণ্য, বাসাভাড়া, চিকিৎসা ও যাতায়াতের ব্যয় বিবেচনায় শ্রমিকদের একটি বড় অংশ নতুন মজুরিকে পর্যাপ্ত মনে করবেন কি না, সেটি গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, কারখানার উৎপাদন ব্যয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা ধরে রাখাও জরুরি। সংশ্লিষ্টদের মতে, শুধু মজুরি ঘোষণা করলেই শ্রমিক অসন্তোষের স্থায়ী সমাধান হবে না। শ্রমিকদের অধিকার, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, নিয়মিত বেতন, ওভারটাইমের ন্যায্য পারিশ্রমিক এবং মালিক-শ্রমিকের মধ্যে কার্যকর আলোচনার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

অভিবাসীদের আবাসন রক্ষায় ট্রাম্প

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বরোর প্রায় ২ হাজার ৫৪০ পরিবার আবাসন হারানোর ঝুঁকিতে পড়তে পারে। দেশজুড়ে প্রায় ২০ হাজার পরিবারের ৭৮ হাজারের বেশি মানুষ সরকারি আবাসন সহায়তা হারাতে পারেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৫৫ হাজার ব্যক্তি আইনগতভাবে এই সহায়তা পাওয়ার যোগ্য। তাঁদের অনেকেই শিশু ও প্রবীণ।

বিদ্যমান নীতিমালায় একটি পরিবারের সদস্যদের অভিবাসনগত অবস্থান ভিন্ন হলেও যোগ্য সদস্যরা আনুপাতিক হারে সরকারি আবাসন ভর্তুকি পেয়ে থাকেন। অযোগ্য সদস্যদের জন্য সরকার কোনো ভর্তুকি দেয় না। নতুন নীতিমালায় সেই দীর্ঘদিনের ব্যবস্থা বাতিল করা হচ্ছে।

মেয়র মামদানি জানিয়েছেন, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসন পাওয়ার অধিকার নিউইয়র্কের প্রতিটি বাসিন্দার রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের অভিবাসনগত অবস্থানের কারণে হাজার হাজার মানুষের আবাসন নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়তে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন তিনি।

নিউইয়র্ক সিটির আইন বিভাগের প্রধান স্টিভেন ব্যাংকস আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, নতুন নীতিমালার কারণে সন্তানদের আবাসন সুবিধা টিকিয়ে রাখতে অনেক বাবা-মা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য হতে পারেন।

নিউইয়র্ক সিটির অভিবাসীবিষয়ক দপ্তরের কমিশনার ফাইজা এন আলীও এই নীতিমালার বিরোধিতা করেছেন।

ট্রাম্প প্রশাসনের আবাসনমন্ত্রী স্কট টার্নারের যুক্তি, সরকারি আবাসন সুবিধা পাওয়ার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষমাণ তালিকা রয়েছে। তাই এসব সুবিধা আইনগতভাবে যোগ্য ব্যক্তিদের জন্য নিশ্চিত করতেই নতুন বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে।

তবে মামলার বাদীদের দাবি, বিদ্যমান ব্যবস্থায় অযোগ্য অভিবাসীরা এমনিতেই কোনো ভর্তুকি পান না। ফলে নতুন নীতিমালার কারণে মার্কিন নাগরিক ও বৈধ অভিবাসীরাও তাঁদের প্রাপ্য সুবিধা হারাবেন।

একই দিনে নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস আরও ২১ জন অ্যাটর্নি জেনারেল এবং পেনসিলভানিয়ার গভর্নরকে সঙ্গে নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে পৃথক মামলা করেছেন।

মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, নতুন নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ফেডারেল আবাসন বিভাগ তাদের আইনগত ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেছে। বাদীরা আদালতের কাছে নীতিমালাটি বাতিল এবং এর কার্যকারিতা বন্ধের আবেদন জানিয়েছেন।

নিউইয়র্কে বসবাসরত যেসব বাংলাদেশি পরিবার সেকশন-৮ কিংবা ফেডারেল পাবলিক হাউজিং সুবিধা গ্রহণ করছেন এবং যাঁদের পরিবারের সদস্যদের অভিবাসনগত অবস্থান ভিন্ন, তাঁদের জন্যও এই নীতিমালা উদ্বেগের কারণ হতে পারে। তবে কতসংখ্যক বাংলাদেশি পরিবার সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

আবাসন সুবিধা নিয়ে উদ্বিগ্ন বাসিন্দাদের জন্য নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ আইনি সহায়তা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছে।

অনুমতির অপেক্ষায় শেখ হাসিনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ বিষয়ে কোনো বার্তা পেয়েছেন কি না, সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে তিনি কিছুই জানতে পারেননি। 'বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ: গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতি' শীর্ষক সেমিনারটির আয়োজন করে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডেমোক্রেসি, হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি (আইসিডিএইচআরএস)।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আয়োজক সংগঠনের চেয়ারম্যান, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিজ্ঞানী নুরুন্নবী। প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশে ২০০৩ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালনকারী সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে. থমাস জুনিয়র, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষক ও ওয়াশিংটনভিত্তিক আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের সিনিয়র ফেলো মাইকেল রুবিন, বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন, বিশ্বব্যাংকের সাবেক বিকল্প নির্বাহী পরিচালক আহমেদ কায়কাউস এবং রোড আইল্যান্ডের নির্বাচিত আইনপ্রণেতা রবার্ট বি. ল্যাঞ্চিয়া।

আইসিডিএইচআরএসের মহাসচিব জাহাঙ্গীর মজুমদার বাংলাদেশ নিয়ে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য আলোচক ও অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

সেমিনারে আরও উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাসুদুল হাসান, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিজ্ঞানী জিনাত নবী, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা মো. আমিনুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও নিউইয়র্কের নির্মাণ ব্যবসায়ী মো. কাদের মিয়া, মূলধারার রাজনীতিক জুনায়েদ আকতার, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. ফজলুল হক, সন্দীপ পৌরসভা কল্যাণ সমিতির সভাপতি মো. জাফরউল্লাহ, আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা লাবলু আনসার, সহসভাপতি আলিম খান আকাশ, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়া, বঙ্গবন্ধু পরিষদ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টারের সভাপতি সাখাওয়াত আলী, আওয়ামী লীগ নেতা জাকারিয়া চৌধুরী এবং সাপ্তাহিক জাগো প্রহরীর সম্পাদক মাহাব্বুর রহমান টুকুসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিশিষ্টজন।

আওয

বৃষ্টিতে পেঁয়াজ ও রসুনখেতে পচন

শেষ পৃষ্ঠার পর

জমে গেছে। কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে , গত মৌসুমে রসুন ও পেঁয়াজের বাজারদর কম থাকায় উৎপাদন খরচ তুলতে পারেননি অনেকে। সেই লোকসান কাটিয়ে ওঠার আশায় এবার আগাম আবাদ করেছিলেন তাঁরা। অনুকূল আবহাওয়া ও ভালো ফলনের প্রত্যাশায় নতুন করে স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু কয়েক দিনের টানা বৃষ্টি ও জলাবদ্ধতায় সেই স্বপ্নে এখন অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। নড়িয়া উপজেলার ডগ্রী এলাকার কৃষক সালাম হাওলাদার দুই একর জমিতে রসুনের আবাদ করেছেন। বৃষ্টির পানিতে তাঁর অধিকাংশ ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি বলেন , ' রসুন আবাদ করতে প্রায় পাঁচ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় তিন লাখ টাকার ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। বাকি দুই লাখ টাকার রসুনও টিকবে কি না , তা জানি না। জাজিরার কাজীর হাট এলাকার কৃষক শরীফ উদ্দিন বলেন , " গত বছর রসুন চাষ করে তেমন লাভ হয়নি। সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এবার আগাম রসুন আবাদ করেছিলাম। কিন্তু বৃষ্টির পানিতে আমার সব রসুন তলিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে , সবই নষ্ট হয়ে যাবে। নতুন করে চাষ করার মতো টাকাও আমার হাতে নেই। ' কৃষকদের অভিযোগ , আগের মৌসুমের লোকসান কাটিয়ে ওঠার আগেই নতুন এই ক্ষতি তাঁদের আর্থিক সংকট আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। শরীয়তপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের খামারবাড়ির উপপরিচালকের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে , চলতি মৌসুমে জেলায় পেঁয়াজ , রসুন , ধনিয়া , মরিচ , কালোজিরা , সরিষা ও শাকসবজিসহ বিভিন্ন ফসল ৩৯ হাজার ৭২০ হেক্টর জমিতে আবাদ করা হয়েছে। এর মধ্যে টানা বৃষ্টিতে প্রাথমিকভাবে ১৪২ হেক্টর জমির ফসল আক্রান্ত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী , জেলায় ৩ হাজার ৯২৫ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ আবাদ হয়েছে , যার মধ্যে ২৫ হেক্টর আক্রান্ত হয়েছে। ২ হাজার ৭৩৫ হেক্টর জমির রসুনের মধ্যে আক্রান্ত হয়েছে ১৫ হেক্টর। এ ছাড়া ৩ হাজার ৯৫ হেক্টর জমির শাকসবজির মধ্যে ২৫ হেক্টর , ৬ হাজার ৪৭ হেক্টর জমির সরিষার মধ্যে ৩৫ হেক্টর এবং ২ হাজার ৯২০ হেক্টর জমির মরিচের মধ্যে ১২ হেক্টর আক্রান্ত হয়েছে। বাকি ফসলের মধ্যে খেসারি ১০ হেক্টর , ধনিয়া ৫ হেক্টর , কালোজিরা ২ হেক্টর , মসুর ৫ হেক্টর , মটর ২ হেক্টর , গম ৫ হেক্টর এবং বোরো বীজতলা ১ হেক্টর। শরীয়তপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক জাহিদুল আলম বলেন , ' প্রাথমিকভাবে জেলার ১৪২ হেক্টর জমির ফসল আক্রান্ত হওয়ার তথ্য পেয়েছি। ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ পরবর্তী সময়ে নির্ধারণ করা হবে। ক্ষয়ক্ষতির হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের প্রণোদনা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে ৩ নেতাকে সরিয়ে দেওয়ার

শেষ পৃষ্ঠার পর

মাঝামাঝি সময়ে একটি অলাভজনক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওই অ্যাকাউন্টে জনপ্রতিনিধিদের হত্যার আহ্বানসংবলিত পোস্ট দেখতে পেয়ে জাতীয় হুমকি কার্যক্রম কেন্দ্রে (ন্যাশনাল থ্রেট অপারেশনস সেন্টার) বিষয়টি জানায়।
এফবিআইয়ের হলফনামা অনুযায়ী, অভিযুক্তের একাধিক পোস্টে ওই জনপ্রতিনিধিদের 'নিষ্ক্রিয়' করার হুমকি দেওয়া হয়। পাশাপাশি মুসলিমবিদ্বেষী গালিগালাজ এবং যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করলে তাদের বিপদের মুখে পড়তে হবে বলেও সতর্ক করা হয়।
অন্য একটি পোস্টে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের (এনওয়াইপিডি) দুই কর্মকর্তার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে একজন অজ্ঞাতপরিচয় জনপ্রতিনিধিকে নিরাপত্তা হেফাজত থেকে সরিয়ে হত্যার সুযোগ তৈরির আহ্বান জানানো হয়েছিল বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন।
তদন্তকারীরা এক্সের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য, ফোনের রেকর্ড এবং ইন্টারনেট সেবাদাতার লগ বিশ্লেষণ করে অ্যাকাউন্টটির সঙ্গে ডাইরুডের সম্পৃক্ততা শনাক্ত করেন। তিনি নর্থ ডাকোটার হিলসবোরোর বাসিন্দা এবং ফার্গো এলাকার একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন।
সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ডাইরুডকে ২০২৩ সালের জুলাইয়ে ফার্গোতে মার্কিন ভেটেরান্স অ্যাফেয়ার্স পুলিশের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। নারী, বর্ণগত সংখ্যালঘু এবং মুসলমানদের সঙ্গে তার আচরণ নিয়ে সমস্যার কারণে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে জানা গেছে।

ইউনূস সরকারের সমালোচনা

শেষ পৃষ্ঠার পর

ফিরে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়ও পুনর্ব্যক্ত করেছেন তিনি। গত ২০ নভেম্বর শুক্রবার 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য প্রোটেকশন অব ডেমোক্রেসি অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস'-এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এ সংবাদ সম্মেলন ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি, রাজনৈতিক প্রতিনিধি, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সাংবাদিক এবং জাপানের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
সম্মেলনে টেলিফোনে যুক্ত হয়ে বক্তব্য দেন শেখ হাসিনা। এ সময় তিনি উপস্থিত আন্তর্জাতিক সাংবাদিক, জাপানের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং অন্যান্য অতিথির বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তাঁর বক্তব্য ও প্রশ্নোত্তর পর্ব সম্মেলনে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করে।
শেখ হাসিনা তাঁর বক্তব্যে ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পূর্বাপর পরিস্থিতি এবং ওই সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। পাশাপাশি ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যক্রম ও শাসনব্যবস্থা নিয়ে সমালোচনা করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বর্তমান শাসনামলকে 'দুঃশাসন' হিসেবে বর্ণনা করেন।
বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশে শেখ হাসিনা আগামী মাসে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার দৃঢ় ইচ্ছার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। তাঁর এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে সম্মেলনে উপস্থিত সাংবাদিক ও অতিথিদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও স্বাগত বক্তব্য দেন আয়োজক সংগঠনের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সাকুরা সাবের। স্বাগত বক্তব্যে তিনি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক সংলাপ, দায়িত্বশীল ভূমিকা এবং সম্মিলিত উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির প্লেইনসবরো টাউনশিপের কাউন্সিলম্যান, বাংলাদেশের একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিচালক এবং যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি ড. নূরন্নবী।
১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকার অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত ÔBullets of 71 – A Freedom FighterÕs Story' গ্রন্থের লেখক ড. নূরন্নবী বাংলা একাডেমির সম্মানসূচক ফেলো। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের গবেষণা, লেখালেখি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা সম্মেলনে বিশেষ গুরুত্ব পায়। এ ছাড়া সম্মেলনে বক্তব্য দেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মানির সাবেক রাষ্ট্রদূত পিটার ফারেনহোল্টজ (চবংরুধ ঋধযবধহঃড়ঃু)। অন্যান্য বক্তার মধ্যে ছিলেন ফারহানা ভন মিজলাফ, নওয়াজ শরীফ এবং গ্রামীণ টেলিকম ও গ্রামীণ কল্যাণের সাবেক পরিচালক মো. জিম জুবায়ের।
সম্মেলনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক ছিল বহুভাষিক যোগাযোগের ব্যবস্থা। বক্তারা ইংরেজিতে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অন্যদিকে, জাপানি ভাষায় দেওয়া বক্তব্যগুলো তাৎক্ষণিকভাবে অনুবাদ করা হয়। এর ফলে জাপানি অতিথি ও অংশগ্রহণকারীরা আলোচনার বিষয়বস্তু সহজে বুঝতে পারেন।
জাপানের বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সাংবাদিক এবং বিভিন্ন পেশার বিশিষ্ট নাগরিকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় হয়।
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ে সংলাপ জোরদার করা, বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের লক্ষ্যেই এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

১০ লাখ অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া

শেষ পৃষ্ঠার পর

করা হয়। ২০২৬ সালের ১ অক্টোবর থেকে ২০২৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যেসব যোগ্য ভাড়াটিয়ার চুক্তি নবায়ন হবে, তাঁরা এই সুবিধা পাবেন।
নিউইয়র্ক সিটির প্রায় ২৩ লাখ ভাড়ার আবাসনের মধ্যে ১০ লাখ এই সিদ্ধান্তের আওতাভুক্ত।
ভাড়া বৃদ্ধির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর ব্রুকলিন, কুইন্স, ব্রঙ্কস ও স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের আবাসন ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাতটি প্রতিষ্ঠান আদালতের দ্বারস্থ হয়। তাদের অভিযোগ ছিল, মেয়র মামদানি নিজের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য রেন্ট গাইডলাইনস বোর্ডকে প্রভাবিত করেছেন। বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ, বিমা, জ্বালানি ও অন্যান্য পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টিও যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়নি বলে দাবি করেন তাঁরা।
তবে ২০ পৃষ্ঠার রায়ে বিচারক জানান, বোর্ডের সিদ্ধান্তের যৌক্তিক ও আইনগত ভিত্তি রয়েছে। মেয়র বেআইনিভাবে বোর্ডের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছেন, এমন পর্যাপ্ত প্রমাণও পাওয়া যায়নি।
আদালতের রায়ের পর এক বিবৃতিতে মেয়র জোহরান মামদানি বলেন, এটি ভাড়াটিয়াদের বিজয়, সাশ্রয়ী জীবনযাত্রার বিজয় এবং কর্মজীবী নিউইয়র্কবাসীর সামর্থ্যের মধ্যে এই শহরে বসবাসের অধিকারের বিজয়।
তিনি বলেন, আবাসন কোনো বিলাসিতা নয়, এটি মানুষের মৌলিক প্রয়োজন। থ্যাংকসগিভিংয়ের ছুটিতে ২০ লাখের বেশি নিউইয়র্কবাসী এখন কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবেন।
ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখলেও বিচারক মামদানির নির্বাচনী প্রচারণায় দেওয়া নিশ্চয়তার সমালোচনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, নিউইয়র্ক সিটির মেয়রের এককভাবে ভাড়া বৃদ্ধি কিংবা স্থগিত করার ক্ষমতা নেই। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আইনগত এখতিয়ার স্বাধীন রেন্ট গাইডলাইনস বোর্ডের।
তবে মেয়রের সঙ্গে বোর্ডের সদস্যদের রাজনৈতিক মতাদর্শের মিল থাকলেই বেআইনি যোগসাজশ প্রমাণিত হয় না বলে আদালত জানিয়েছেন।
বাড়িওয়ালাদের আইনজীবী এবং সাবেক ডেপুটি মেয়র র‍্যাচেল মাস্ট্রো জানিয়েছেন, তাঁরা আদালতের রায় পর্যালোচনা করে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের কথা বিবেচনা করছেন। ক্ষুদ্র বাড়ির মালিকদের সংগঠনগুলো বলছে, সম্পত্তি কর, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, বিমা ও মেরামতের খরচ বাড়লেও ভাড়া বৃদ্ধির সুযোগ না থাকায় ভবন পরিচালনায় আর্থিক সংকট আরও বাড়তে পারে।
২৬ নভেম্বর পর্যন্ত উচ্চ আদালতে আপিল দায়েরের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কুইন্সের জ্যাকসন হাইটস, এলমহার্স্ট, জ্যামাইকা, ব্রুকলিন ও ব্রঙ্কসে বসবাসরত যেসব বাংলাদেশি পরিবার রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন, তাঁদের জন্যও এ রায় অর্থনৈতিক স্বস্তি বয়ে আনতে পারে। তবে এই সুবিধা নিউইয়র্কের সব ভাড়াটিয়ার জন্য প্রযোজ্য নয়। কেবল রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড অ্যাপার্টমেন্টের নির্ধারিত সময়ের যোগ্য চুক্তিগুলো এর আওতায় আসবে। কতসংখ্যক বাংলাদেশি পরিবার এ সুবিধা পাবেন, তার সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি।
আবাসন ব্যয় নিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মেয়র নির্বাচিত হওয়া মামদানির জন্য এ রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। অন্যদিকে বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটিয়াদের স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্নে নিউইয়র্কের আবাসন খাতের বিতর্ক এখনো অব্যাহত রয়েছে।

এথেন্স এগিনা দ্বীপের পথে

শেষ পৃষ্ঠার পর

এথেন্স বিমান বন্দরে নামলাম। এথেন্সের কোলাহল থেকে একটু দূরে, সারোনিক উপসাগরের নীল জলে ভাসছে এগিনা দ্বীপ। ইতিহাস আর প্রকৃতির এক অপূর্ব মেলবন্ধন এই দ্বীপটি। বহুদিনের ইচ্ছে ছিল স্যান্তোরিনি ভ্রমণের, সেটি বাদ দিয়ে অবশেষে এগিনা যাচ্ছি।এথেন্সে পিরিয়াস বন্দর থেকে এগিনা ফেরিতে এগিনার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। প্রায় এক ঘন্টার যাত্রা, সমুদ্রের হাওয়া আর চারপাশের দ্বীপগুলির দৃশ্য মনকে শান্ত করে দিল।
আজ সকালে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে দখিনা বাতাসের স্পর্শ পাচ্ছিলাম আমরা। জাহাজের ঢেউয়ের তালে তালে আমাদের মনও যেন নেচে উঠছিল। পূর্ণতার চোখে মুখে ছিল এক নতুনত্বের ছোঁয়া, আর আমার মনে ছিল নতুন কিছু দেখার আনন্দ।আজ ফেরিতে ভীড় নাই বললেই চলে।গ্রীকদের সময়ানুবর্তিতা দেখার মতো। নির্দিষ্ট সময়ে ফেরি ছাড়লো। সী গালের দল আমাদের ফেরির সাথে ছুটে চলেছে যেন এসকর্ট করে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের।
এগিনা দ্বীপে পা রাখতেই এক অন্যরকম অনুভূতি হলো। এগিনা বন্দরে নেমেই মুগ্ধ হলাম। ছোট হলেও প্রাণবন্ত এই বন্দর শহরটি। ছোট ছোট সাদা বাড়ি, রঙিন ফুলের বাগান আর সংকীর্ণ রাস্তা যেন এক অন্য জগতে নিয়ে গেল আমাদের। কমলা গাছ ভর্তি পাকা কমলা ঝুলছে। দ্বীপের শান্ত পরিবেশ আর মানুষের সরলতা মন কেড়ে নিল। সাদা ধবধবে বাড়ি, লাল ছাদের দোকানপাট আর নীল জলের মাঝে ছোট ছোট নৌকা - সব মিলিয়ে এক অসাধারণ দৃশ্য। এগিনা টাউনের সরু গলিগুলিতে হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছিল যেন এক অন্য জগতে এসে পড়েছি। প্রথমেই গেলাম বিখ্যাত অ্যাফেয়া মন্দিরে (এথনসচ্ষব ভ্ড অঢ়যধরধ)। এটি এগিনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থানগুলির মধ্যে একটি। মন্দিরটি একটি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত, যেখান থেকে চারপাশের মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। প্রাচীন পাথরের স্তম্ভ আর নীল আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল যেন সময়ের স্রোতে ভেসে গেছি। মন্দির থেকে সমুদ্রের দিকে তাকালে মন জুড়িয়ে যায়। এরপর গেলাম এগিনার বিখ্যাত পেস্তা বাগান দেখতে। এগিনা তার পেস্তার জন্য বিখ্যাত। এবং এই বাগানগুলি দ্বীপের অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিস্তীর্ণ সবুজ পেস্তা বাগান দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। পেস্তা গাছগুলি ছোট ছোট এবং তাদের পাতাগুলি খুব সুন্দর। পেস্তা ফুল ফোটার সময় ছিল না, তবে সবুজ পাতা আর হালকা বাতাস এক মনোরম পরিবেশ তৈরি করেছিল।ফুল দেখতে পেলে মন খুশী হতো আরো। দুপুরের খাবারের জন্য আমরা পাস্তারেই রেস্টুরেন্টে বসলাম। সমুদ্রের ধারে খোলা আকাশের নিচে বসে সামুদ্রিক খাবার আর স্থানীয় লেমন আর কমলার জুস যেন অমৃত মনে হলো। পূর্ণতার সাথে গল্প করতে করতে কখন যে সময় গড়িয়ে গেল, বুঝতেই পারিনি। খাবার শেষে আমরা হাঁটতে বের হলাম। দ্বীপের অলিগলিতে ঘুরতে ঘুরতে আমরা এক ছোট্ট চার্চের সামনে এসে দাঁড়ালাম। চার্চের স্থাপত্যশৈলী ছিল অসাধারণ। ভেতরে প্রবেশ করে মনে এক অন্যরকম শান্তি অনুভব করলাম।
এরপর আমরা দ্বীপের সংকীর্ণ রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। ছোট ছোট দোকান, স্থানীয় মানুষের ব্যস্ততা আর দ্বীপের নিজস্ব সংস্কৃতি আমাদের মুগ্ধ করছিল। পূর্ণতা প্রতিটি দোকানে উঁকি দিচ্ছিল, স্থানীয় হস্তশিল্প দেখছিল আর মাঝে মাঝে ছবি তুলছিল। বিকেলে গেলাম এগিনার দক্ষিণের একটি ছোট গ্রাম পের্ডিকাতে (চবৎফরশধব)। এটি একটি সুন্দর মাছ ধরার গ্রাম, যেখানে রঙিন নৌকা আর ঐতিহ্যবাহী গ্রীক এধাবৎধহ দেখা যায়। পের্ডিকা থেকে মণি (গড়হর) দ্বীপের দিকে নৌকায় যাওয়া যায়। মণি একটি ছোট দ্বীপ যেখানে শুধুমাত্র বন্যপ্রাণী থাকে, যেমন হরিণ এবং ময়ূর। যদিও সময় স্বল্পতার কারণে মণি দ্বীপে যেতে পারিনি, পের্ডিকা থেকে দ্বীপটির দৃশ্য খুব সুন্দর লাগছিল। সন্ধ্যার আগে এগিনা টাউনে ফিরে এসে সূর্যাস্ত দেখার জন্য বন্দরের কাছে একটি ক্যাফেতে বসলাম। সূর্য যখন সারোনিক উপসাগরের উপর অস্ত যাচ্ছিল, তখন আকাশ বিভিন্ন রঙে রঙিন হয়ে উঠেছিল। কমলা, গোলাপী, বেগুনি রঙের এই খেলা দেখে মন ভরে গেল। এজিনার সূর্যাস্ত সত্যিই দেখার মতো। সূর্য যখন পশ্চিমে হেলে পড়ছিল, আমরা এগিনা ফেরীর দিকে রওনা দিলাম। পূর্ণতার চোখে মুখে ছিল এক পরিতৃপ্তির ছাপ। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আমরা সূর্যাস্ত দেখছিলাম। লালচে আকাশ আর সমুদ্রের নীল জল একাকার হয়ে এক অসাধারণ দৃশ্যের সৃষ্টি করেছিল। প্রতিটি ভ্রমণ আমাদের শেখায়, পৃথিবী কত বড় ও সুন্দর, আর আমরা কত ক্ষুদ্র। এগিনা দ্বীপের এই ভ্রমণ আমাদের জন্য এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে।
এই ভ্রমণ শুধু একটি দ্বীপ ভ্রমণ ছিল না, এটি ছিল মা-মেয়ের ভালোবাসার এক সুন্দর অধ্যায়, যা আমাদের সারা জীবন মনে থাকবে। এটি ছিলো মা দিবসের আগে মায়ের জন্য মেয়ের উপহার।সী গালদের উড়াউড়ি আর এগিনা দ্বীপের স্নিগ্ধ প্রকৃতি আমাদের হৃদয়ে এক মুগ্ধতার রেশ রেখে গিয়েছিল। পূর্ণতার সাথে কাটানো এই সুন্দর মুহূর্তগুলো সারাজীবন আমার মনে থাকবে।

নিউইয়র্কে শক্তিশালী ঝড়ের

শেষ পৃষ্ঠার পর

আবহাওয়াজনিত কারণে প্যারেডের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বুধবার নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ (এনওয়াইপিডি) ও মেসিস কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে এ সিদ্ধান্ত নেয়। ঝড়ের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল নিউইয়র্ক সিটি, লং আইল্যান্ড ও ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টিতে জরুরি অবস্থা জারি করেছেন। প্রতিবেশী নিউ জার্সির ২১টি কাউন্টিতেও জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসনের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ঘণ্টায় ৬৫ মাইল বা প্রায় ১০৫ কিলোমিটার বেগে দমকা বাতাস বয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি কোনো কোনো এলাকায় তিন ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে।
কুইন্সের জ্যামাইকা বে, ব্রঙ্কসের উপকূলীয় অঞ্চল ও দক্ষিণ ব্রুকলিনের নিচু এলাকাগুলোতে প্লাবনের ঝুঁকি রয়েছে। এফডিআর ড্রাইভ ও বেল্ট পার্কওয়েতেও পানি জমে যান চলাচল ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি নগরবাসীকে প্রতিকূল আবহাওয়ায় অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, থ্যাংকসগিভিং প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানোর উৎসব হলেও মানুষের নিরাপত্তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ঝুঁকি নিয়ে কোনো গন্তব্যে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ঝড় মোকাবিলায় নগরীর আকস্মিক বন্যা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সক্রিয় করা হয়েছে। উপড়ে পড়া গাছ ও ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুতের লাইন দ্রুত অপসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ৮ লাখ ৩৬ হাজারের বেশি বিদ্যুৎ গ্রাহক বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।
ঝড়ের প্রভাবে ভার্জিনিয়া, মেরিল্যান্ড, পেনসিলভানিয়া ও নিউ জার্সিতে ব্যাপক বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। নিউইয়র্কের লাগার্ডিয়া বিমানবন্দরে ঘণ্টায় ৫৬ মাইল বেগে দমকা বাতাস রেকর্ড করা হয়েছে।
থ্যাংকসগিভিং উপলক্ষে ছুটিতে ভ্রমণকারী হাজারো মানুষও বিপাকে পড়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত চার শতাধিক ফ্লাইট বাতিল এবং প্রায় ১ হাজার ৮০০ ফ্লাইট বিলম্বিত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।
১৯২৪ সালে যাত্রা শুরু করা মেসিস থ্যাংকসগিভিং ডে প্যারেড যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক আয়োজন। বিশালাকৃতির বেলুন, সুসজ্জিত ভাসমান মঞ্চ, মার্চিং ব্যান্ড ও শিল্পীদের পরিবেশনা দেখতে প্রতিবছর ম্যানহাটনে দর্শনার্থীদের সমাগম ঘটে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত প্যারেড বাতিল করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালে প্রবল বাতাসের কারণে বিশালাকৃতির বেলুন ওড়ানো সম্ভব হয়নি। তবে এর আগে আবহাওয়াজনিত কারণে পুরো প্যারেড কখনো পিছিয়ে দেওয়া হয়নি।
এবার শতভম আয়োজন ঘিরে বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া হলেও দর্শনার্থী ও অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। নিউইয়র্কের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের, বিশেষ করে বেজমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ও বন্যাপ্রবণ এলাকার বাসিন্দাদের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।
নগর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্লাবিত সড়ক দিয়ে গাড়ি চালানো কিংবা হেঁটে চলাচল করা বিপজ্জনক। প্রবল বাতাসের সময় গাছপালা, বিদ্যুতের খুঁটি ও নির্মাণাধীন ভবন থেকে দূরে থাকতে হবে।
জরুরি প্রয়োজনে ৯১১ এবং সাধারণ নগরসেবা সংক্রান্ত প্রয়োজনে ৩১১ নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে। আবহাওয়ার জরুরি সতর্কবার্তা পেতে ৬৯২-৬৯২ নম্বরে ঘড়এওঝখণঘণঙ লিখে পাঠানো যাবে।
প্যারেডের নতুন সময়সূচি অনুযায়ী শনিবার সকাল সাড়ে ৮টায় আয়োজন শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। তবে আবহাওয়ার পরিস্থিতি বিবেচনায় দর্শনার্থীদের সর্বশেষ সরকারি নির্দেশনা অনুসরণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মামলা ঝুলছে ৪০ হাজার বিচারক মাত্র ৫ জন

বিচারক সংকটে একের অধিক বেঞ্চও গঠন করা যাচ্ছে না
প্রতিবছর দায়ের হওয়া মামলার মাত্র ১৮% নিষ্পত্তি হচ্ছে
বিচারক নিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন হাইকোর্টে রিট

বিচারক সংকটে ক্রমেই মামলাজট বাড়ছে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে। বিচারক সংকটের কারণে আপিল বিভাগে একাধিক বেঞ্চও গঠন করা যাচ্ছে না। এর আগে সর্বোচ্চ ১১ জন বিচারপতি ছিলেন আপিল বিভাগে। বেঞ্চ গঠন করা হয়েছিল তিনটি পর্যন্ত। অথচ এখন একটি মাত্র বেঞ্চে চলছে বিচারকাজ।
মামলাজট কমাতে দ্রুতই আপিল বিভাগে বিচারপতি নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন আইনজীবীরা। সবশেষ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতেও বিচারপতি নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট বারের নেতারা।
সুপ্রিম কোর্টে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চলতি বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আপিল বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৪০ হাজার ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে দেওয়ানি ২৩ হাজার ৬৪৫, ফৌজদারি ১৬ হাজার ৭৪ এবং অন্যান্য মামলা রয়েছে ২৯১টি।
বর্তমানে আপিল বিভাগে বিচারপতির সংখ্যা মাত্র পাঁচজন। এর মধ্যে বিচারপতি হাবিবুল গণি শপথ নিয়েছেন গত ৩০ আগস্ট।
আইনজীবীরা জানান, অনেক গুরুত্বপূর্ণ মামলাও নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। বিচারক সংকটের কারণে একাধিক বেঞ্চ গঠন করা যাচ্ছে না। তাই দ্রুত আপিল বিভাগে বিচারক নিয়োগের দাবি তাঁদের।
সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিচারপতির অভাবে আপিল বিভাগ অনেকটা অকার্যকর হয়ে পড়েছে। আগে তিনটি বেঞ্চ ছিল। এখন মাত্র একটি বেঞ্চ। জরুরি অনেক মামলাও শুনানি করা যাচ্ছে না। এতে বিচারপ্রার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। আপিল বিভাগে আরও অন্তত পাঁচ-ছয়জন বিচারপতি নিয়োগ করা উচিত। সেই সঙ্গে হাইকোর্ট বিভাগেও বিচারপতি বাড়ানো উচিত বলে মনে করেন তিনি।
বারের সভাপতির সঙ্গে একমত

বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী সাহস, আত্মত্যাগ ও বিশ্বশান্তির প্রতীক

আইরিন খান

নিউইয়র্ক



জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত আইরিন জুবাইদা খান বলেছেন, সাহস, আত্মত্যাগ, শৃঙ্খলা ও পেশাদারত্বের অনন্য দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী শুধু দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী নয়, বরং জাতীয় উন্নয়ন, মানবিক সহায়তা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠায়ও এক নির্ভরযোগ্য অংশীদার। বাংলাদেশের ৫৩তম সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আজ নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদানকালে তিনি এ কথা বলেন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রথম সমন্বিত অভিযানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরে রাষ্ট্রদূত আইরিন খান বলেন, তিন বাহিনীর সেই সম্মিলিত অভিযান বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথে এক স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে আছে। তিনি উল্লেখ করেন, স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী জাতীয় সক্ষমতা ও সহনশীলতার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে গড়ে উঠেছে। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবিলা, মানবিক সহায়তা এবং অবকাঠামো উন্নয়নেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অবদানের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও পেশাদারত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। অসহায় ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা এবং টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁদের অবদান বাংলাদেশের শান্তি, মানবিকতা ও আন্তর্জাতিক সংহতির মূল্যবোধকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরছে।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের ডিফেন্স অ্যাডভাইজার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মো. মোতাহের হোসেন। এতে জাতিসংঘের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন দেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত, সামরিক উপদেষ্টা ও প্রতিরক্ষা অ্যাটাশেগণসহ বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রদূত আইরিন খান জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে বাংলাদেশের বিদ্যমান বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।



বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলার প্রতিবাদে নিউইয়র্কে সমাবেশ

নিউইয়র্ক

নড়াইলসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, নির্যাতন, হত্যা ও লুটতরাজের অভিযোগের প্রতিবাদে এবং এসব ঘটনার অবসানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা কামনায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে বিক্ষোভ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২২ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় 'ইউনাইটেড হিন্দুজ অব ইউএসএ'-এর উদ্যোগে আয়োজিত এ সমাবেশে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান বক্তারা। তবে সমাবেশে এক বক্তার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্ট কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে উত্তেজনা ও বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে আয়োজকদের পক্ষের কয়েকজন জানান, জয়দেব গাইন নামের এক বক্তা তাঁর বক্তব্যে আওয়ামী লীগ ও ইউনাইটেড হিন্দুজ অব ইউএসএর যৌথ কর্মসূচি নিয়ে আপত্তি জানান। তাঁর বক্তব্যের একপর্যায়ে আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্ট কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এতে সমাবেশস্থলে হৈচৈ ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। পরে উভয় পক্ষের নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, উত্তেজনার মধ্যে জয়দেব গাইন সমাবেশস্থল ত্যাগ করেন। তবে তাঁকে জুতাপেটার চেষ্টা করা হয়েছিল কিংবা তিনি ছাতা ফেলে পালিয়ে গেছেনএমন দাবির স্বাধীন নিশ্চিতকরণ পাওয়া যায়নি। জয়দেব গাইনের বক্তব্যের সমালোচনা করে সমাবেশে অংশ নেওয়া যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের নেতা তরিকুল হায়দার চৌধুরী অভিযোগ করেন।

থ্যাংকস গিভিং ডে'তে বিএএসজের বিশেষ খাদ্য সহায়তা

সুব্রত চৌধুরী, আটলান্টিক সিটি

নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে ২১ নভেম্বর, শনিবার সকালে ২৭০৯, ফেয়ারমাউন্ট এভিনিউতে অবস্থিত 'বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার'এ থ্যাংকস গিভিং ডে উপলক্ষে বিশেষ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ খাদ্য সহায়তার আওতায় টার্কি, মুরগিসহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

থ্যাংকস গিভিং ডে উপলক্ষে আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির লোকজনের সাথে বন্ধুত্ব , সংহতি প্রকাশ ও তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের লক্ষ্যে এই বিশেষ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে বলে জানান আয়োজকরা। আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোক এই খাদ্য সহায়তা কার্যক্রমে অংশ নেয়। ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে সহায়তা করে "কমিউনিটি ফুড ব্যাংক অব নিউজার্সি"।

থ্যাংকস গিভিং ডে এর প্রাক্কালে বিএএসজের এই বিশেষ খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলে। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি মো: জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মো: জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ড এর চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক ফুড ব্যাংক এর কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটিতে শীতবস্ত্র বিতরণ

সুব্রত চৌধুরী



আটলান্টিক সিটি - শীতের আগমনে অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'মেগা উইন্টার গিভঅ্যাওয়ে' কর্মসূচি। ২২ নভেম্বর, রবিবার আইসিএনএ রিলিফ (ICNA Relief) এবং ইসলামিক সেন্টার অব আটলান্টিক সিটির যৌথ উদ্যোগে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সভরেন অ্যাভিনিউ স্কুলের জিমনেসিয়ামে বিনামূল্যে শীতের প্রয়োজনীয় পোশাক ও অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

বিভিন্ন কমিউনিটির সব বয়সী মানুষ ও পরিবারের জন্য উন্মুক্ত এ কর্মসূচিতে বিপুলসংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ ছিল। শীত মৌসুমে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পেয়ে উপকৃত হন অনেক পরিবার।

মানবিক সহায়তা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে আয়োজিত এ উদ্যোগ স্থানীয় কমিউনিটিতে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে।

এই কর্মসূচিতে আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী, সাবেক কাউন্সিলম্যান আনজুম জিয়া, কলিমউল্লাহসহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় ইসলামিক সেন্টার অব আটলান্টিক সিটির পরিচালক মোঃ ইকবাল হোসেন সংশ্লিষ্ট সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবক ও সহযোগিতাকারীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।



লন্ডনে বীর মুক্তিযোদ্ধা ফয়জুর রহমান খানের 'দ্য লিবারেশন ওয়ার: মাই প্রাইড' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

লন্ডন

যুক্তরাজ্য প্রবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধা ফয়জুর রহমান খান রচিত 'দ্য লিবারেশন ওয়ার: মাই প্রাইড' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়েছে পূর্ব লন্ডনে। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, সংগ্রাম, ত্যাগ এবং বাঙালির আত্মপরিচয়ের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে গ্রন্থটিতে। আবদুল আজিজ তকির ইংরেজি অনুবাদে প্রকাশিত বইটি প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও চেতনা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা।

গত ২১ নভেম্বর পূর্ব লন্ডনের একটি সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা খলিল কাজী ওবিই। অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্তভাবে উপস্থাপনা করেন সেলিনা শেলী।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কবি শামীম আজাদ, টাওয়ার হ্যামলেটসের সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, ক্রয়ডনের সাবেক মেয়র হুমায়ুন কবির, সাবেক মেয়র শেরওয়ান চৌধুরী এবং ডেপুটি স্পিকার কাউন্সিলর ইকবাল হোসেন প্রমুখ।

গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচনের পর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অংশ নেন লেখক ও রাজনীতিবিদ হুরমুজ আলী, লেখকের পুত্র আসিফ রহমান খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান গৌছ সুলতান, সাবেক কাউন্সিলর মাহমুদুর রহমান খান, লুৎফুর রহমান সায়েদ, সাবেক কাউন্সিলর ও রাজনীতিবিদ রাজন উদ্দিন জালাল, মইনুল হক, সৈয়দ এনামুল হক, সাহাবুদ্দিন চঞ্চল, সায়েদ আহমদ সাদ, আমিনুল হক জিলু এবং গবেষক ড. আনসার আহমেদ উল্লাহসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। আলোচনায় বক্তারা বলেন, 'দ্য লিবারেশন ওয়ার: মাই প্রাইড' কেবল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসভিত্তিক কোনো গ্রন্থ নয়; এটি একজন প্রত্যক্ষ মুক্তিযোদ্ধার অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির প্রামাণ্য দলিল। লেখক নিজে রণাঙ্গনের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হওয়ায় বইটিতে যুদ্ধকালীন বাস্তব অভিজ্ঞতা, আত্মত্যাগ, সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার জন্য বাঙালির আকাঙ্ক্ষার জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে।

বক্তারা আরও বলেন, গ্রন্থটি ইংরেজিতে অনূদিত হওয়ায় যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাশাপাশি বিদেশি পাঠকদের কাছেও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার সুযোগ তৈরি হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে সময়ের সঙ্গে নানা বিভ্রান্তি ও ভুল ব্যাখ্যা তৈরি হওয়ার প্রেক্ষাপটে একজন সম্মুখযোদ্ধার ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা হিসেবে বইটি ইতিহাস সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তাঁদের মতে, এ ধরনের গ্রন্থ নতুন প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, দেশপ্রেম ও জাতীয় আত্মপরিচয় জাগ্রত করার পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসকে আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরতে সহায়তা করবে।



বাংলাদেশে সহিংসতার অভিযোগে নিউইয়র্কে আ.লীগ সমর্থকদের বিক্ষোভ

নিউইয়র্ক

বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের মদদে অসহায় মানুষদের প্রকাশ্যে পিটিয়ে/কুপিয়ে হত্যা, বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লুটতরাজ শেষে পুড়িয়ে দেয়া, নারীদের পাশবিক অত্যাচারের জঘন্য পরিস্থিতির অবসানে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কামনায় ২১ নভেম্বর সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসে ডাইভার্সিটি প্লাজায় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী-সমর্থকেরা একটি বিক্ষোভ-সমাবেশ করেছেন। এ সমাবেশে নড়াইলে বিএনপি-জামাত-এনসিপির লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীদের অপকর্মের প্রতিবাদ এবং দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও জানানো হয়।

সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান প্রচন্ড ক্ষুব্ধ চিত্তে উল্লেখ করেন, সন্ত্রাসের মাধ্যমে বাংলাদেশে ক্ষমতা গ্রহণকারি তারেক রহমানের প্রকাশ্য নির্দেশনায় সারা দেশে হত্যাযজ্ঞ চালানো হচ্ছে।

পুলিশ পাহাড়ায় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের অকথ্য নির্যাতন করা হচ্ছে। মা-বোনদের সম্ভ্রম কেড়ে নেয়ার ঘটনা ঘটছে প্রকাশ্যে। বাংলাদেশকে সন্ত্রাসের অভয়ারণ্যে পরিণত করে মূলত: আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী চক্রের নিরাপদ আস্থানা হিসেবে পরিণত করার নীল নকশার বাস্তবায়ন ঘটানো হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতির অবসানে আমরা মার্কিন প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির আলোকে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরো বক্তব্য দেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ডা. মাসুদুল হাসান, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি মজিবুর রহমান মিয়া, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী, আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রহিম বাদশা, সম্মিলিত আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের সভাপতি এডভোকেট রকিব উদ্দিন মন্টু, সেক্রেটারি এডভোকেট মিয়া জাকির, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সভাপতি সেবুল মিয়া, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি এইচ এম ইকবাল এবং সেক্রেটারি সৈয়দ কিবরিয়া জামান, আওয়ামী লীগ নেতা মমতাজ শাহনাজ, শাহনারা রহমান প্রমুখ।

এদিকে, ২২ নভেম্বর রোববার বিকেল ৪টায় নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসে ডাইভার্সিটি প্লাজায় বাংলাদেশের অমানবিক পরিস্থিতির অবসানে বিশ্ববাসীর হস্তক্ষেপ কামনায় আরো দুটি সমাবেশের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এর একটি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের পূর্বাঞ্চলীয় শাখা এবং অপরটি অনুষ্ঠিত হবে ইউনাইটেড হিন্দুজ অব ইউএসএর পক্ষ থেকে।


GREEK ISLANDS
VACATIONS TO
ROYAL BEACH CLUB SANTORINI
OIA + FIRA
MYKONOS
ON BOARD
EXPLORER OF THE SEAS
ODYSSEY OF THE SEAS
RHAPSODY OF THE SEAS
BRILLIANCE OF THE SEAS
USBD TRAVELS & TOURS
347-646-7979

খবর
www.khabor.com

নিউইয়র্কে স্টার ফার্নিচারের ১৫ বছর পূর্তিতে জমকালো ‘স্টার নাইট’

শেষ পৃষ্ঠার পর

দীর্ঘ ১৫ বছরের ব্যবসায়িক পথচলার স্মৃতিচারণা, শুভেচ্ছা বিনিময় এবং ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় মুখর হয়ে ওঠে পুরো আয়োজন। স্টার ফার্নিচারের স্বত্বাধিকারী রকি আলিয়ান ব্যবসায়িক সাফল্যের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি জানান, দীর্ঘ ১৫ বছরের পথচলায় ক্রেতা, শুভাকাঙ্ক্ষী ও কমিউনিটির মানুষের ভালোবাসা এবং সহযোগিতা স্টার ফার্নিচারকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করেছে। আগামী দিনগুলোতেও ব্যবসার পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাশে থাকতে চান তিনি। রকি এলান মনে করেন, প্রবাসে একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং দীর্ঘদিন ধরে তা পরিচালনা করার পেছনে কঠোর পরিশ্রম, সততা, ক্রেতাদের আস্থা ও পারস্পরিক সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া অতিথি, শুভাকাঙ্ক্ষী, ক্রেতা এবং আয়োজনে সহযোগিতাকারী সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান তিনি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শাহ নেওয়াজ, বারী গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আসেফ বারী, কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট গিয়াস আহমেদ, ঠিকানা গ্রুপের প্রেসিডেন্ট এম এম শাহীন এবং নিউইয়র্কের কুইন্সের ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাট লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও খবর পত্রিকার সম্পাদক মশিউর রহমান মজুমদার, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি জেএফএম রাসেল এবং এএএ সুপ্রিম প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট এলএলসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জাহিদ আলম। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব নিসার জামিল শুব্ধ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, প্রবাসী শরীয়তপুর সমিতির সভাপতি কামাল উদ্দিন দীপু, জাতিসংঘের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট অফিসার লোকমান হোসেন এবং ট্যাক্স অ্যান্ড মাল্টি সার্ভিসের প্রেসিডেন্ট আজাদ তালুকদার।

অনুষ্ঠানে আরও অংশ নেন কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট মো. আখতার হোসেন, প্রেমস কালেকশনের প্রেসিডেন্ট ফাহাদ সোলায়মান, কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট আহসান হাবিব, জেবিবিএর সাধারণ সম্পাদক তাকের হাসান খান, কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, জে মোল্লা সানি, টেলিভিশন উপস্থাপক আবির আলমগীর এবং কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট মোশাররফ খোকন।

বিভিন্ন সংগঠনের নেতাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি শুধু একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; এটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের পারস্পরিক যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধিরও একটি উপলক্ষ হয়ে ওঠে।

স্টার ফার্নিচারের ১৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের বাংলা সংবাদমাধ্যমের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রতিনিধি অংশ নেন।

তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, চ্যানেল আইয়ের মো. রাশেদ, সাপ্তাহিক নবযুগের শাহাব উদ্দিন সাগর, এনটিভির ফরিদ আলম, সাপ্তাহিক প্রথম আলোর মনজুরুল হক, আওয়াজভিডি ইউএসএর শাহ আহমেদ, বাংলা খবর সম্পাদক শওকত ওসমান রচি, ইউএসএ বাংলা টিভির জহিরুল হক এবং উপস্থাপক সৌরভ ইমাম। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখা এবং দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে কার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ কাজ নয়। ব্যবসা পরিচালনার ব্যয়, বাজারের পরিবর্তন, ক্রেতাদের চাহিদা এবং প্রতিযোগিতার মতো নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয় উদ্যোক্তাদের। এ বাস্তবতায় স্টার ফার্নিচারের ১৫ বছর পূর্তি প্রবাসী বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও ব্যবসায়িক অগ্রযাত্রার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা রেস্তোরাঁ, আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা, খুচরা ব্যবসা, আসবাবপত্রসহ বিভিন্ন খাতে নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছেন। এসব ব্যবসা শুধু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেই সীমাবদ্ধ নয়; প্রবাসী কমিউনিটির সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখছে। স্টার ফার্নিচারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানেও ব্যবসা ও কমিউনিটির এই সম্পর্কের প্রতিফলন দেখা যায়।

‘স্টার নাইট’ অনুষ্ঠান সফল করতে নেপথ্যে কাজ করেন কামরুল হাসান, রনি ভৌমিক, মিজানুর রহমান, আনিসুল ইসলাম টনি ও ইমরান রাজু। অনুষ্ঠানের ভেন্যু পার্টনার ছিল দ্য রয়্যাল পাম। আলোকসজ্জা ও শব্দব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল সাউন্ড গিয়ার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ফাতেমা সাহাব রুমা। আয়োজকের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি, ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নে সহযোগিতাকারী প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে দীর্ঘদিনের ক্রেতা, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। একই সঙ্গে আগামী দিনগুলোতেও সবার সহযোগিতা ও ভালোবাসা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়। নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছে স্টার ফার্নিচারের এই ১৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান ছিল একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ পথচলা উদ্‌যাপনের পাশাপাশি পারস্পরিক সম্পর্ক, সহযোগিতা ও কমিউনিটির বন্ধনকে নতুন করে তুলে ধরার উপলক্ষ।


















থ্যাংকসগিভিং উপলক্ষে ছয় হাজার মানুষের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

শেষ পৃষ্ঠার পর

১৭৫ স্ট্রিট ও সেন্ট নিকোলাস অ্যাভিনিউয়ের সংযোগস্থলে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সকাল থেকেই খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর হাজারো মানুষ সেখানে জড়ো হন। আশপাশের সড়কগুলোতে মানুষের দীর্ঘ সারি দেখা যায়। ডিপ্লোমেসি ফর ওয়ার্ল্ড পিসের প্রতিষ্ঠাতা বাংলাদেশি সমাজসেবক আবুল হোসেন এবং সংগঠনটির সভাপতি, ডোমিনিকান রিপাবলিকের সাবেক আইনপ্রণেতা ও ব্যবসায়ী রুবেন লুনার উদ্যোগে এ মানবিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ী, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকেরা এ আয়োজনে সহযোগিতা করেন। কর্মসূচিতে প্রায় ছয় হাজার মানুষের মধ্যে টার্কিসহ ১৫টির বেশি ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এসব খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল, ভোজ্যতেল, দুধ, শিশুজাতীয় খাদ্যশস্য, ফলের জুস, বোতলজাত পানি ও বিভিন্ন ধরনের টিনজাত খাবার। থ্যাংকসগিভিংয়ের আগে এমন খাদ্যসহায়তা নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর জন্য বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের মধ্যে এ উদ্যোগ অনেক পরিবারের উৎসব উদ্‌যাপনে সহায়ক হয়েছে। খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কে ডোমিনিকান রিপাবলিকের কনসাল জেনারেল হেসুস ভাসকেস মার্টিনেজ, আইনপ্রণেতা সিরিলো মোরোন্তা, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি সদস্য ম্যানি দে লস সান্তোস এবং ন্যাশনাল সুপারমার্কেটস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অ্যান্থনি পেনাসহ বিভিন্ন সামাজিক ও ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিরা। এ মানবিক কর্মসূচিতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশ নেন চিকিৎসাসেবা পেশাজীবী, আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও খবর সম্পাদক মো. মশিউর রহমান মজুমদার। তিনি এ মানবিক উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশ নিতে পেরে গর্ব প্রকাশ করেন। পাশাপাশি এমন মহৎ আয়োজনের জন্য ডিপ্লোমেসি ফর ওয়ার্ল্ড পিসের প্রতিষ্ঠাতা আবুল হোসেনের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানান। থ্যাংকসগিভিং উপলক্ষে রুবেন লুনার খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি এবার দশম বছরে পদার্পণ করেছে। প্রতিবছর এ উদ্যোগের মাধ্যমে নিউইয়র্কের হাজারো নিম্ন আয়ের পরিবারকে খাদ্যসহায়তা দেওয়া হচ্ছে। নিউইয়র্কভিত্তিক নিবন্ধিত অলাভজনক সংগঠন ডিপ্লোমেসি ফর ওয়ার্ল্ড পিস কূটনৈতিক সংলাপ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও মানবিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসচেতনতা এবং সামাজিক বৈষম্য নিরসনেও সংগঠনটি ভূমিকা রাখছে। থ্যাংকসগিভিং উপলক্ষে এ আয়োজন শুধু খাদ্য বিতরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং নিউইয়র্কের বহুজাতিক সমাজে জাতি, ধর্ম ও বর্ণনির্বিশেষে ভ্রাতৃত্ব, মানবিকতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।


















সত্যের সন্ধানে অবিচল
খবর
www.khabor.com
রেজি: ডিওএইস ৭৩৩৯৬১৭ ■ বর্ষ ২৯ ■ সংখ্যা ৪৮
১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ ■ ১৬ জমাদিউস সানি ১৪৪৮
২৭ নভেম্বর ২০২৬ ■ শুক্রবার

শেষ পৃষ্ঠা

ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি নেতাদের মিলনমেলা

নিউইয়র্কে স্টার ফার্নিচারের ১৫ বছর পূর্তিতে জমকালো 'স্টার নাইট'

নিউইয়র্ক

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি মালিকানাধীন পরিচিত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান স্টার ফার্নিচারের ১৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'স্টার নাইট'।

শুক্রবার (২০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় দ্য রয়্যাল পাম-এ আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা, সাংবাদিক, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী রকি এলানের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠান পরিণত হয় প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি নেতাদের এক মিলনমেলায়।

এরপর দেখুন পৃষ্ঠা ২৭





বৃষ্টিতে পেঁয়াজ ও রসুনখেতে পচন

খবর প্রতিনিধি

টানা বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে বিপাকে পড়েছেন শরীয়তপুরের রসুন ও পেঁয়াজচাষিরা। মাঠে জমে থাকা পানিতে পচে যাচ্ছে সদ্য রোপণ করা রসুন- পেঁয়াজের বীজ ও চারা। এতে বড় ধরনের লোকসানের আশঙ্কায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন কৃষকেরা। জেলা কৃষি বিভাগের প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, বৃষ্টিতে জেলার ১৪২ হেক্টর জমির বিভিন্ন ফসল আক্রান্ত হয়েছে। ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা বিনা মূল্যে বীজ ও সার সহায়তার দাবি জানিয়েছেন। গতকাল সোমবার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, কৃষকদের কেউ খেতে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করছেন, কেউ পচে যাওয়া গাছ বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। নিচু জমিতে পানি সরাতে কোথাও কোথাও বসানো হয়েছে সেচপাম্প। তবে নানা চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক জমিতে ইতিমধ্যে রসুন ও পেঁয়াজের বীজ এবং চারা পচে নষ্ট হয়ে গেছে। কৃষকেরা জানান, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে গত বৃহস্পতিবার থেকে টানা তিন দিন বৃষ্টি হয়। এতে নিচু এলাকার পেঁয়াজ ও রসুনের খেতে পানি

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

আদালতে মামদানির জয়

১০ লাখ অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া বৃদ্ধি স্থগিত

নিউইয়র্ক

নিউইয়র্ক সিটির প্রায় ১০ লাখ অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া বৃদ্ধি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছেন আদালত।

বাড়িওয়ালাদের দায়ের করা মামলা খারিজ করে বুধবার (২৫ নভেম্বর) এ রায় দিয়েছেন ম্যানহাটনের নিউইয়র্ক স্টেট সুপ্রিম কোর্টের বিচারক ব্রেন্ডন ল্যান্ড্রি। এর মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বড় ধরনের আইনি জয় পেলেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি। আদালতের এই সিদ্ধান্তের ফলে নিউইয়র্কের প্রায় ২০ লাখ বাসিন্দা ভাড়া বৃদ্ধির চাপ থেকে স্বস্তি পাবেন বলে জানিয়েছে মেয়রের দপ্তর। মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের মধ্যে এ সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

গত ২৫ জুন নিউইয়র্ক সিটির রেন্ট গাইডলাইনস বোর্ড (আরজিবি) ৭-১ ভোটে ভাড়া না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। নিউইয়র্কের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এক ও দুই বছর মেয়াদি রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড অ্যাপার্টমেন্টের চুক্তিতে একই সঙ্গে ভাড়া বৃদ্ধির হার শূন্য শতাংশ নির্ধারণ

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

ভ্রমণ কাহিনী —— (পর্ব-১)



এথেন্স এগিনা দ্বীপের পথে

রোমেনা লেইস

নীল আকাশ আর ভূমধ্যসাগরের মিতালিতে এক স্নিগ্ধ সকাল। আমার মেয়ে পূর্ণতার সাথে আমার যাত্রা শুরু হলো এগিনার পথে। এবছর আমাদের স্যান্তোরিনি যাবার কথা ছিলো। কিন্তু কয়েক হাজারবার ভূমিকম্প হবার পর সেখানকার হোটেল রিজারভেশন আর ফ্লাইট ক্যানসেল করে গতকাল সন্ধ্যায় আমরা এসে

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

যুক্তরাষ্ট্রে ৩ নেতাকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ব্যর্থ

বাপা নিউজ

যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম জনপ্রতিনিধিদের হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে নর্থ ডাকোটার এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফেডারেল আদালতে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। হুমকির শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন কংগ্রেস সদস্য ইলহান ওমর, নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি এবং নবনির্বাচিত সিনেটর আবদুল এল-সাইয়েদ। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম প্যাট্রিক হারলান ডাইরুড (৫২)। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক



টুইটার) এসব মুসলিম জনপ্রতিনিধিকে লক্ষ্য করে তিনি একাধিক হত্যার হুমকি দেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। মার্কিন আদালতে দাখিল করা ফৌজদারি অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, গত নভেম্বরের

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

টোকিওতে শেখ হাসিনা

ইউনূস সরকারের সমালোচনা ও দেশে ফেরার ঘোষণা

বাপা নিউজ, টোকিও

জাপানের রাজধানী টোকিওতে আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের আগে ও পরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন। একই সঙ্গে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের কঠোর সমালোচনা করে তিনি ওই সময়ের শাসনব্যবস্থাকে 'দুঃশাসন' বলে অভিহিত করেছেন। আগামী মাসে বাংলাদেশে

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

ডিপ্লোমেসি ফর ওয়ার্ল্ড পিসের মানবিক উদ্যোগ

থ্যাংকসগিভিং উপলক্ষে ছয় হাজার মানুষের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ



নিউইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ সামাজিক উৎসব থ্যাংকসগিভিং উপলক্ষে নিউইয়র্কে প্রায় ছয় হাজার মানুষের মধ্যে বিনা মূল্যে টার্কিসহ ১৫টির বেশি ধরনের খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছে মানবিক ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করা সংগঠন ডিপ্লোমেসি ফর ওয়ার্ল্ড পিস (ডিডব্লিউপি)। রোববার (২২ নভেম্বর ২০২৬) ম্যানহাটনের ওয়াশিংটন হাইটস এলাকায় ওয়েস্ট

এরপর দেখুন পৃষ্ঠা ৩১

শততম থ্যাংকসগিভিং প্যারেড পেছাল

নিউইয়র্কে শক্তিশালী ঝড়ের সতর্কতা, জরুরি অবস্থা জারি

নিউইয়র্ক

শক্তিশালী উপকূলীয় ঝড়ের কবলে পড়েছে নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের একাধিক অঙ্গরাজ্য। প্রবল বৃষ্টিপাত, ঝোড়ো বাতাস ও উপকূলীয় প্লাবনের আশঙ্কায় নিউইয়র্কের ঐতিহ্যবাহী মেসিস থ্যাংকসগিভিং ডে প্যারেড পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। শততম আসরের এই প্যারেড বৃহস্পতিবারের পরিবর্তে আগামী শনিবার, ২৮ নভেম্বর সকাল সাড়ে ৮টায় অনুষ্ঠিত হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ২৭

ইতিহাসে প্রথমবার আবহাওয়ার কারণে প্যারেডের সময়সূচি পরিবর্তন, জরুরি অবস্থা জারি, বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন আট লক্ষাধিক গ্রাহক

আপনি কি আপনার BUSINESS এর জন্য PHONE SOLUTION খুঁজছেন?
RingGrid নিয়ে এলো মাত্র $19.99* - এ Business Phone



Only 19.99* per Month per user

CALL NOW
888-383-7188
http://ringgrid.com

*Tax and 3 years contract required.
Adress: 37-22 73rd Street, Suite 1E, Jackson Heights, NY 11372

প্রধান সম্পাদক: শিব্বীর আহমেদ, প্রকাশক ও সম্পাদক: মো মশিউর রহমান মজুমদার, বার্তা সম্পাদক: রিমা ওয়াহিদ। খবর কতৃক ৩৭-২২, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ১ই, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক -১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৬৪৬-৭২৫-০০৬৭, ই-মেইল: news@khabor.com Web: khabor.com